উৎসর্গ-পত্র

সিদ্ধ রেঙ্গুণ কেমিকেল ওয়ার্কস্ (অধুনা লুপ্ত)-
এর প্রতিষ্ঠাতা, আমার কর্ম-জীবনের শিক্ষা-
গুরু স্নেহময় জ্যেষ্ঠতাত নগেন্দ্রলাল বড়ুয়া

এবং

ইঁহার প্রধান কর্মাধ্যক্ষ স্নেহময় খুল্লতাত
উল্লাসকর বড়ুয়ার

পুণ্য-স্মৃতি উদ্দেশ্যে —

এই গ্রন্থখানি

নিবেদন

করলাম।

নিবেদক—

শ্রীপরিতোষ বড়ুয়া

উৎসর্গ-পত্র

ভিক্ষু শ্রদ্ধানন্দ ও শ্রামণ শরণ-তিষ্যের
স্মৃতি-উদ্দেশ্যে —

অনিত্য সংসার কুঞ্জে,
ত্যজিয়া স্বজন পুঞ্জে,
অকালে ঝরিয়া গেলে ভব-পরপার ;
ফুটিবার ছিলে ওগো ! ফুটিলে না আর।

তোমাদের গুরু ভাই—
জ্যোতিঃপাল মহাথের

नमो बुद्धाय

NAMO SAKYAMUNI BUDDHA
NAMO AMITABHA

Homage to Amitabha! Be mindful of Amitabha!
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Western Pure Land of Limitless Light!

Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

প্রথম সংস্করণের স্বীকৃতি

যুগে যুগে বহু জ্ঞানী জগতে আবির্ভূত হয়েছেন। সাধনা প্রভাবে যিনি যত বেশী শক্তির অধিকারী হয়েছেন, তিনি তত বিশদভাবে জগতকে বিশ্লেষণপূর্ব্বক জগতের অব্যক্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং অন্ধতিমিরাচ্ছন্ন জগতে আলোকসম্পাত করে পথ প্রদর্শনও করেছেন—গ্রহণ ও ত্যাগের আকারে। জগৎ সম্বন্ধে তাঁদের ব্যাখ্যাগুলি অনন্ত, অসীম, কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি সেই মহতোমহান সিন্ধুর একটি নগণ্য বিন্দুর মতই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আমার জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্র ব্যাখ্যার অক্ষমতা, রচনা-নৈপুণ্য ও ভাষা জ্ঞানের দীনতা সম্পর্কে আমি সর্ব্বদা সচেতন। এই পুস্তক বের করে সমাজের উপকার সাধন করব—এই কল্পনাও আমি করিনা অথবা আমার রচিত পুস্তক পাঠ করে পাঠকগণ উপকৃত হবেন, পরোক্ষভাবে এরূপ স্পর্দ্ধা করার যোগ্যতাও বা আমার কোথায়; তবুও এ-জাতীয় একটা প্রয়াস হচ্ছে এই জন্য যে, আপন কর্ম্ম-ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে যেই স্বল্প অবকাশটুকু পাওয়া যায়, মহাপুরুষগণের জ্ঞান ও ভক্তির কণিকা আস্বাদন করে সেই সময়কে আনন্দময় করে তোলা। বস্তুতঃ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মৌলিকতা বলতে আমার নিজস্ব কিছু নেই—ইহা বলাই বাহুল্য। ইহা জ্ঞানিগণের বারংবার উদ্ধৃত লিপির অনুলিপি, ধ্বনির প্রতিধ্বনি মাত্র। ভিক্ষু জীবনের প্রথমদিকে পরমারাধ্য আচার্যদেব পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের তৎকালীন সাময়িক পত্র 'সঙ্ঘশক্তি'তে প্রকাশিত 'কর্ম্ম-তত্ত্ব' নামক উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করে আমার এ প্রেরণা জাগে।

কারণ, তাঁর প্রবন্ধটি ছিল অতীব সংক্ষিপ্ত, সাধারণ লোকের বোধগম্যের অনুকূল নয়। তাই, অনেক গ্রন্থ ও নানা আলোচনা থেকে আমি কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহ করে ইহাকে বিস্তৃত করে বর্তমান পুস্তকের আকারে রূপ দিয়েছি। এই গ্রন্থের মূলভিত্তি হচ্ছে পালি ও সংস্কৃত শাস্ত্রের মূল ব্যাখ্যান বস্তু ও তাঁর 'কর্ম-তত্ত্ব' প্রবন্ধ। অভিধর্ম্মাচার্য্য শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী মহাশয়ের অনূদিত 'অভিধর্মার্থ সংগ্রহ'-এর বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 'কর্মবাদ ও জন্মান্তর' নামক গ্রন্থ হতেও সাহায্য গ্রহণ করেছি। আচার্যদেব এই পুস্তকে তাঁর সুচিন্তিত ও সারগর্ভ ভূমিকা যোগ করে ইহার মর্য্যাদা ও গুরুত্ব বাড়িয়েছেন।

কর্ম-ব্যস্ততার চাপে বিরক্ত হয়ে আমি যখন এসব লিখন-পঠন এক রকম বাদ দেই, তখন আমার প্রিয় শিষ্য ও সহকর্মী শ্রীমান রতনায়ণ ভিক্ষু ও শ্রদ্ধাশীল সৌগত শ্রীকৃষ্ণকান্ত সিংহ আমার কর্মে প্রেরণার মোড় ফিরিয়ে দেন—তথা লিখন-পঠনের উৎসাহ পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করেন। এ কাজেও তাঁদের প্রাণের তাগিদ পেয়েছি অনেক। পূজ্যপাদ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির মহোদয় এবং কুমিল্লা রামমালা ছাত্রাবাসের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্তী, এম-এ, পি-এইচ-বি, পুরাণ-রত্ন, কাব্য-বিনোদ মহোদয়ও অতি হৃদ্যতার সহিত আমাকে আবশ্যকীয় উপদেশ দান ও পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে বাধিত করেছেন। আমার প্রধান শিষ্য ত্রিপিটক বিশারদ শ্রীমান বুদ্ধদত্ত ভিক্ষু, বি-এ এবং-জগজ্জ্যোতিঃ পত্রিকার বর্ত্তমান কর্মাধ্যক্ষ, বিনয়-সূত্র-বিশারদ শ্রীমান শাসন ভাস্কর ভিক্ষু, বি-এ (অনার্স) একাজে পূর্ণ সহ-যোগিতা করেছে।

বিশেষতঃ তাদের সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ মাতা-পিতাকে এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়ভার বহনের জন্য উৎসাহিত করেছে। সমাজ ও ধর্মের হিতকল্পে তাঁদের এই ত্যাগ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

'জগজ্জ্যোতিঃ' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মাধ্যক্ষ সুহৃদ্বর শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ ভিক্ষু এই গ্রন্থ প্রকাশে যাবতীয় কর্ম্ম-দায়িত্বের সক্রিয়াংশ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে আমাকে মুক্ত করেছেন। কর্ম্মক্ষমতা, উৎসাহ ও আমার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি যদি না থাকত, এই গ্রন্থ প্রকাশন এত সুলভ ও সুন্দর হতো না। আমাদ্বারা একাজ কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং একার্য্য সম্পাদনায় যাহা কিছু কৃতিত্ব সব তাঁরই। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বাগীশবন্ধু মুৎসুদ্দী মহাশয় প্রয়োজন বোধে ইহার ভাষার সংশোধন ও পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন করে গ্রন্থটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন। ইষ্টবেঙ্গল প্রেসের কর্ম্মচারিগণ, বিশেষ করে ইহার প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নাথ মহাশয় স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যে ও বিনয়-নম্র ব্যবহারে ইহার মুদ্রণ কালকে অতি ত্বরান্বিত ও আনন্দময় করে তুলেছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই ঃ যদি গ্রন্থখানি সমাজে সামান্যও সমাদর লাভ করে এবং কাহারও জীবনে কিঞ্চিন্মাত্র উপকার সধান করে, তবুও আমি কৃতার্থ। প্রথম সংস্করণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক প্রকাশ করা এক দুরূহ ব্যাপার। শত সাবধান থাকা সত্ত্বেও ইহাতে অনেক মুদ্রণ-ত্রুটি রয়ে গেল। এজন্য ইহার একখানা শুদ্ধিপত্র সংযোজন করে দিলাম। পাঠকগণ ইহা পাঠের আগে অশুদ্ধিগুলি শোধন করে নিলে পাঠে তাঁদের সুবিধা হবে। আশা করি, পাঠকগণ ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন।

আর এই ক্ষুদ্রকায় একটি গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে আমি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার ও সুধীবর্গের নিকট কত যে ঋণী হয়ে আছি, তাহা অন্তরের মৌন ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়া ভাষায় কিরূপে প্রকাশ করি ?

মাঘী পূর্ণিমা, ২৫০৩ বুদ্ধাব্দ
বরইগাঁও পালি পরিবেণ।
ভোরাজগৎপুর, ত্রিপুরা।

বিনীত—
গ্রন্থকার

:—:

দ্বিতীয় সংস্করণের স্বীকৃতি

কর্ম তত্ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। তাই আজ আমি অতীব আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি। বিগত ১৯৫৩ সনে কলকাতায় কর্ম-তত্ত্বের প্রথম সংস্করণ বের হয়েছিল। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় পুনঃ প্রকাশের প্রয়োজন ও তাগিদ থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন সম্ভবপর হয়ে উঠে নি। আর্থিক সমস্যাই তার একমাত্র কারণ।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে তথাগত বুদ্ধকে দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক বুদ্ধ ও উপাস্য বুদ্ধ। ঐতিহাসিক বুদ্ধ—যিনি বোধি সত্ত্বরূপে কপিলা বস্তুর রাজা শুদ্ধোদন ও রাণী মহামায়ার পুত্র রূপে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন ; পরিণত বয়সে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে একটি পুত্র-সন্তান লাভ করলেন ; ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ-পূর্বক ছয় বৎসর কঠোর সাধনার প্রভাবে গয়ায় বুদ্ধত্ব লাভ করলেন ; অতঃপর পয়তাল্লিশ বর্ষ-ব্যাপী সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মের প্রচার প্রতিষ্ঠা ক'রে আশি বৎসর বয়সে কুশী নগরে পরিনির্ব্বান লাভ করলেন; তিনি ঐতিহাসিক বুদ্ধ। আর উপাস্য বুদ্ধ হলেন—ঐতিহাসিক বুদ্ধের জীবন দর্শন। উপাস্য বুদ্ধ ধর্ম-কায় বুদ্ধ রূপেও শাস্ত্রে বর্ণিত। উপাস্য বুদ্ধ ঐতিহাসিক বুদ্ধের ন্যায় কাল-সীমায় সীমিত নহেন। তিনি কালাতীত, কাল-গ্রাসী ; তাঁর আদ্যন্ত নেই। তিনি অক্ষয়, অব্যয়, অবিনশ্বর, চির-ভাস্বর, চির বিদ্যমান। তথাগত বুদ্ধের অবর্তমানে তাঁর উপদেশ সম্বলিত ধর্ম গ্রন্থই তাঁর জীবন-দর্শন বা উপাস্য বুদ্ধ-রূপ নীতি-ধর্ম। ইহার কঠোর সাধনায় সাধক আপন জীবনের যে কোন মূহুর্তে ইহাকে প্রাণবন্ত ও সজীব করে তোলতে পারেন। উপাস্য বুদ্ধের গুণ-মাহাত্ম্য যে অসীম অনন্ত ; ঐতিহাসিক বুদ্ধের জীবদ্দশা অপেক্ষা উপাস্য বুদ্ধ যে অনন্ত কালের অসংখ্য জীবের জীবনে অসীম হিতবহ,—তার বিশদ ব্যাখ্যা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। তাই হিন্দুরা ধর্মগ্রন্থ ঘরে

ঘরে ফুলচন্দনে পূজা করেন। মুসলমানগণ ধর্মগ্রন্থ গলায় বেঁধে বক্ষে ধারণ করেন। আর, আমার এই কর্ম-তত্ত্ব ও পুদ্‌গল প্রজ্ঞপ্তি মিথ্যা মামলার হাতিয়ার রূপে শত্রুতা উদ্ধারের মানসে এক সময় গোয়েন্দা বিভাগের গোপন প্রকোষ্ঠে ঢু'কেছিল। তথাপি আজ আমার পক্ষে অতীব গৌরবের বিষয় যে, আমার গ্রন্থ দু'টি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্য ও তৎসম্পর্কিত সহায়ক পুস্তক রূপে মর্যাদা লাভ করল।

পাঠক বর্গের হাতে উন্নত মানের গ্রন্থ অর্পন করা প্রণেতা ও প্রকাশকের যৌথ দায়িত্ব। যথাযথ ভাবে সেই দায়িত্ব পালন করতে আমরা কতদুর সক্ষম হয়েছি তার বিচারের ভার বিজ্ঞপাঠকের উপর। বর্ত্তমান সংস্করণে প্রয়োজন বশতঃ কতক নুতন বিষয় বস্তুর সংযোজন ও স্থান বিশেষে কিছুটা পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করা হয়েছে। এ জন্য আমি যাঁর দ্বারা অনুপ্রানিত হয়েছি, তিনি হলেন—বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘ তথা এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সম্মেলনের চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের সভাপতি ও অবসর প্রাপ্ত সার্কেল অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু বিভূতি ভূষণ বড়ুয়া। এই গ্রন্থের প্রুফ-সংশোধনাদি যাবতীয় কর্ম-দায়িত্বের সক্রিয়াংশ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন ক'রে তিনি আমাকে মুক্ত করেছেন। কর্ম-দক্ষতা ও আমার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি যদি না থাকত, তবে এই গ্রন্থ বের করা এত সহসা সম্ভব হত না।

চট্টগ্রাম—মহামুনি পাহাড়তলী নিবাসী স্বর্গীয় যতীন্দ্র মোহন বড়ুয়া মহাশয়ের সুযোগ্য সন্তান, ডায়মণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু পরিতোষ বড়ুয়া কর্ম-তত্ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেছেন। সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি—বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক নীতি ধর্ম-দান অপর সব দানকে জয় করে। তিনি

এই নীতির অনুশীলন করলেন। পূর্ববর্তী সংস্করণে বিশেষ কোন প্রচ্ছদ ছিল না। এ যাত্রায় তিনি একটা মহান গুরুত্ব-পূর্ণ প্রচ্ছদ সন্নিবেশিত ক'রে ইহার সৌন্দর্য ও গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তজ্জন্য প্রচ্ছদের তাৎপর্য বর্ণনা করার প্রয়োজন বোধ ক'রে আমি আরেকটি সংকীর্ণ পরিচ্ছেদ সংযোজন ক'রে দিলাম। কর্ম-তত্ত্বের পরিশিষ্টে প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি সম্পর্কিত লেখার সম্পাদনায় পিটকীয় গ্রন্থ ও অট্ঠ কথা ছাড়া বাংলা ভাষায় লিখিত ও বাংলা অনূদিত যে সব গ্রন্থের সাহায্য পেয়েছি ;—তন্মধ্যে—অভিধর্মাচার্য—বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দির প্রতীত্য-সমুৎপাদ নীতি ও অভিধর্মার্থ সংগ্রহ ; বিশিষ্ট সমাজ-সেবী, সুসাহিত্যিক ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দির 'বিশ্বে বৌদ্ধ কৃষ্টি ও সভ্যতার দান' ; বিশ্ব বিখ্যাত পণ্ডিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ দর্শন ও প্রাক্-ঐতিহাসিক ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মজ্‌ঝিম নিকায়ের অনুবাদ ; মহাপণ্ডিত, মহাচার্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের সত্য-দর্শন, পরমারাধ্য আচার্যদেব শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের বৌদ্ধ দর্শন। আমি প্রয়োজন বোধে তাঁদের গ্রন্থ থেকে বিষয় বস্তুর সাথে ভাব-ভাষাও গ্রহণ করেছি। তজ্জন্য আমি তাঁদের কাছে ঋণী রলেম। ভবিষ্যতে ধর্ম ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে—এই ভরসায় আমি শ্রীপরিতোষ বাবুর উপর সর্বশর্ত পরিত্যাগ পূর্বক কর্ম-তত্ত্ব প্রকাশনার সকল দায়িত্ব অর্পন করেছি।

প্রসঙ্গতঃ এক্ষেত্রে একটি গল্প অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে, একজন ইংরেজ ও একজন বাঙ্গালীর মধ্যে বহুদিন যাবৎ অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। একদিন ইংরেজবন্ধু বাঙ্গালীবন্ধুর বাড়ীতে এসে আতিথ্য গ্রহণ করেন। দুই বন্ধু বহুদিনের জমা কথা ভেঙ্গে ভেঙ্গে আমোদ প্রমোদে সেইদিন কাটল। পরদিন ইংরেজ বন্ধু বাঙ্গালী বন্ধুকে জিজ্ঞেস

করল, বন্ধো! তোমাদের বাড়ীর গ্রন্থাগারে কি কি পুস্তক আছে? জবাব দিল—আমাদের বাড়ীতে তো কোনরূপ গ্রন্থাগার নেই। ইংরেজ-বন্ধু বিস্মিত হয়ে বলেন,— 'বলছ কি বেদ্ধা! গ্রন্থাগার ছাড়া কি মানুষের বাড়ী-ঘর হয়? গ্রন্থাগার যে বাড়ীর সর্বশ্রেষ্ঠ শোভা। গ্রন্থভাণ্ডার মানুষের জীবন-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে।" এই ব'লে ইংরেজ বন্ধু অবাক হয়ে গেল।

বুদ্ধ অর্থ জ্ঞানী, বৌদ্ধ অর্থ বুদ্ধের অনুসারী বা জ্ঞানের সাধক। এই আদর্শে আমরা কোথায়? না আছে যোগ-সাধনা, না আছে গ্রন্থ সাধনা। আমাদের কদাচিৎ দু'একটি পুস্তক বের হলেও বাজারে কাটে না, পোকা মাকড়ে কাটে। বিশেষতঃ ধর্মগ্রন্থ। আমাদের সমাজে ধর্ম গ্রন্থের পাঠক, সংরক্ষক বা পূজক নেই বললেও হয়। তথাপি ভরসা—কর্ম-তত্ত্ব যদি সমাজের সামান্যতম উপকারও সাধন করে, প্রণেতার পরিশ্রম ও প্রকাশকের অর্থ ব্যয় সার্থক মনে করব।

সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা
জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক

তাং—
মধু পূর্ণিমা ২৫২৩ বুদ্ধাব্দ
পোঃ ভোরা জগৎপুর,
লাকসাম, কুমিল্লা।
বাংলাদেশ।

শ্রী জ্যোতিঃ পাল মহাথের
৭-৯-১৯৭৯ ইং
অধ্যক্ষ
বরগাঁও পালি পরিবেণ

ভূমিকা

কর্ম্ম-তত্ত্ব প্রকাশিত হইল দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহার সূচনা, বিশ্ব-বৈষম্যের কারণ, কর্ম্মফল, কর্ম্ম-বিভাগ ও বিপাক, দৈব ও পুরুষকার, কর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার ও কর্ম্ম-বিমুক্তি—এই সাত অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার প্রতিটি অধ্যায় সযত্নে বিন্যস্ত এবং যুক্তি সঙ্গতভাবে আলোচিত ও বর্ণিত হইয়াছে।

কর্ম্ম-তত্ত্ব বৌদ্ধ দর্শনের এক গভীর রহস্য। জীব-জগতের দৈহিক, মানসিক, আয়ু, ভোগ, জন্ম-মৃত্যু-গত বৈষম্যের প্রধান কারণ—এই কর্ম্ম, অন্য কিছু নহে। প্রাণীগণ স্ব-স্ব কর্ম্ম ফলে উন্নত ও অবগত হয়, সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কর্মের অসাধারণ ও বিচিত্র শক্তি দার্শনিক সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছে। দার্শনিক কবি শিল্‌হন মিশ্র মহাশয় তাঁহার রচিত 'শান্তি শতকম্' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে বহু গবেষণার শেষে নমস্করূপে স্বীকার করিয়া কর্মেরই মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন:

"নমস্যামো দেবান্ননু হত বিধেস্তে পি বশগাঃ
বিধির্ব্বন্দ্যাঃ সোহপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈক ফলদঃ।
ফলং কর্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা,
নমস্তৎ কর্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।"

দেবগণকেই নমস্কার করিব, না,—তাঁহারা বিধাতার বশীভূত। অতএব বিধাতাকে নমস্কার করি, তিনি অভীষ্ট ফল প্রদান করিবেন, না,—তাহাও সম্ভব নয়, কেননা, তিনিও নিয়ত একমাত্র কর্মের ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। তবে ফলকেই নমস্কার করা যাউক।

না,—ফলও কর্মাধীন, অতএব দেবগণই বা কি, বিধাতাই বা কি, কেহই অভীষ্ট ফল প্রদান করিতে পারেন না। সুতরাং কর্মকেই নমস্কার করা যাউক। কেননা, বিধিও তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন না। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে ঃ

পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম গ্রহরূপেন সংস্থিতম্।
তেনায়ুর্ভুতে জন্তু সুখং দুঃখঞ্চ জন্মনা॥

পূর্ব জন্মের কৃতকর্ম গ্রহ-রূপে স্থিত হয় এবং জীব তৎপ্রভাবে জন্মের সহিত সুখ, দুঃখ ও পরমায়ু লাভ করিয়া থাকে।

এই কর্ম কি? "হে ভিক্ষুগণ! অন্তরের চেতনাকেই আমি কর্ম বলি। এক ক্ষণিক একটি মাত্র চেতনা বা কর্ম পুনর্জ্জন্ম সংঘটন করিতে বা সুখ দুঃখ ভোগাদি দান করিতে সক্ষম।" (৯ম পৃঃ) এই চেতনা মনের সহজাত এক বৃত্তি-বিশেষ। হেতু, অবলম্বন, উপনিশ্রয় প্রভৃতি প্রত্যয় সংযোগে যখন এই চেতনা অন্তঃকরণে গঠিত হয়, তখন উহা সোৎসাহ চেতনা বা কর্ম আখ্যা লাভ করে। এই চেতনায় দ্বিবিধ শক্তি সঞ্চিত হয়। সহজাত শক্তি প্রভাবে ইহা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সংযুক্ত অপর চিত্ত-চৈতসিক ধর্ম সমূহকে অনুপ্রাণিত করে। নানা ক্ষণিক শক্তি প্রভাবে ইহা কর্ম সম্পাদনের পর যে কোন সময়ে সুযোগ অনুসারে জন্ম, আয়ু, ভোগ প্রভৃতি ফল দানে সমর্থ হয়। চিত্ত-বৃত্তির সংযোগ বিয়োগে এই কর্ম কুশল, অকুশল উভয় মিশ্রিত বা মুক্ত অবস্থায় হৃদয়ে গঠিত হয় এবং উত্তর কালে কর্মের অনুরূপ ফল বলিয়া থাকে ঃ

যাদিসং বপতে বীজং তাদিসং হরতে ফলং,
কল্যাণকারী ফল্যাণং পাপকারী চ পাপকং।

যেরূপ বীজ বপন করা হয়, উত্তর কালে তাহারই অনুরূপ ফল

ফলিয়া থাকে। কল্যাণকারী মঙ্গল ফল ও পাপী-তদ্রূপ অমঙ্গল ফল লাভ করে।

পণ্ডিত টেইলার সাহেব তাঁহার 'Primitive Culture' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ "বুদ্ধের প্রচারিত কর্মফল যাহা প্রাণী জগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। শাস্তি ও পুরস্কার বিচারের ফল নহে; কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে অতীত কর্ম বর্ত্তমান ফল প্রসব করে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের কর্ম পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে ফল প্রসব করিবে। ইহা পৃথিবীতে প্রাকৃতিক নিয়মের নীতি-বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য্য আবিষ্কার"।

জীব-জীবনে যে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ভোগ অনিবার্য্যরূপে দেখা দেয় তাহা কোথা হইতে এবং কিরূপে আসে? তদুত্তরে পণ্ডিতেরা বলেনঃ

সুখস্য দুঃখস্য ন কোহপি দাতা পরো দদাতি কুবুদ্ধিরেসা,
অহং করোমী'তি বৃথা ভিমানো স্বকর্ম সূত্রে গ্রথিত হে লোকঃ।

সুখ দুঃখের দাতা কেহ নাই, অপরে সুখ-দুঃখ দিতেছে বলিয়া ধারণা ভ্রান্ত-বুদ্ধি প্রসূত। আমি সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছি এই অভিমান নিরর্থক। বস্তুতঃ জীব-জগৎ স্ব স্ব কর্ম সূত্রে আবদ্ধ। বিশ্ব বিখ্যাত পণ্ডিত Sylvan Levy বলেনঃ

"সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ হইতে নিম্নতম নরকের সমস্ত জীব এক মহান কর্ম-সূত্রে গ্রথিত এবং সকলেই কর্মের একই বিধানে নিয়ন্ত্রিত। কোন কর্ম একবার সম্পাদন করিলে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ইহার নৈতিক ফল ফলিতে থাকে, এই কর্মের বিধান অখণ্ডনীয়। কিন্তু জ্ঞান, প্রেম, উদারতা, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি এই অন্ধ শক্তিকে প্রতিরোধ করিতে পারে, ইহা জীবনকে সজীব ও আশাপ্রদ করে — ইহা পৃথিবীতে বৌদ্ধ সভ্যতারই এক প্রধান দান।"

সুতরাং কর্ম-প্রভাবেই সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয়। এ ক্ষেত্রে সুখ-দুঃখের দাতা-গ্রহীতার ন্যায় কর্মের কর্তা ও ভোক্তার প্রয়োজন নাই। কর্ম ও কর্মফল কার্য্য-কারণময় জীবন-প্রবাহের পরস্পর সাপেক্ষ বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। ব্যবহারের সুবিধার নিমিত্ত কর্ত্তা-ভোক্তা আরোপিত হয়।

কর্মের শক্তি বিচিত্র ও বহুমুখী। ইহাকে কতগুলি বিভাগে বিভক্ত করা চলে। কৃত্যানুসারে কর্ম চারি প্রকার। যথা: জনক, উপস্তম্ভক, উৎপীড়ক ও উপঘাতক কর্ম। ফল দান পর্য্যায়ক্রমে কর্ম চতুর্ব্বিধ। যথা: গুরু-কর্ম, আসন্ন কর্ম, আচরিত কর্ম ও উপচিত কর্ম। ফল দানের সময় অনুসারে কর্ম আবার চারি প্রকার। যথা: দৃষ্ট ধর্ম্ম বেদনীয়, উপপদ্য বেদনীয়, অপরাপর বেদনীয় ও অহোসি বা ফলহীন কর্ম। এই সকল কর্ম্মের বিস্তৃত আলোচনা কর্ম্ম-তত্ত্বে সন্নিবেশিত ও যুক্তি-উপমার সাহায্যে সুপরিস্ফুট হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা বলেন:

ন প্রণশ্যান্তি কর্ম্মানি কল্পকোটি শতৈরপি।
সামগ্রিং প্রাপ্যকালঞ্চ ফলন্তি খলুদেহীনং॥

জীবগণের কর্মরাশি শতকোটি কল্পেও বিনষ্ট হয় না, আনুষঙ্গিক প্রত্যয় সম্মিলন ও অবসর পাইলে নিশ্চয় ফলপ্রসূ হয়।

কর্ম সম্পাদনের পর ফল দানের পূর্ব পর্য্যন্ত সেই সঞ্চিত কর্ম কোথায় থাকে? এই প্রশ্ন আজ যেমন জ্ঞানীহৃদয় আন্দোলিত করে, সেইরূপ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট মিলিন্দের মনেও এই প্রশ্ন জাগ্রত হইয়াছিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন:

"ভদন্ত নাগসেন! এই নামরূপ দ্বারা কুশল বা অকুশল যেই কর্ম সম্পাদিত হইল, ফল দানের নিমিত্ত উহারা কোথায় বিদ্যমান থাকে?"

"মহারাজ! সেই কর্মসমূহ অপরিত্যাগিনী ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে।"

"ভদন্ত! সেই কর্ম সমূহ এখানে বা ওখানে আছে, এইভাবে প্রদর্শন করা সম্ভব কি?"

"মহারাজ! প্রদর্শন করা সম্ভব নহে। যেমন মহারাজ, বৃক্ষের যে সকল ফল এখনো ফলিত হয় নাই, সেইগুলি এখানে বা ওখানে বিদ্যমান, এই প্রকারে দেখানো সম্ভব কি?"

"ভদন্ত! সম্ভব নহে।"

"মহারাজ! সেইরূপ সেই কর্ম রাশি প্রদর্শন করা সম্ভব না হইলেও উহা থাকিয়া যায় এবং যথা সময় কর্ম-নিয়মানুসারে ফল-প্রসূ হয়। শাস্ত্রান্তরে বলা হয়ঃ কর্ম অনুষ্ঠানের পর.....ফল লাভের মধ্যবর্ত্তী কালে সেই কর্ম কোথায় থাকে? মীমাংসার মতে অপূর্ব নামক অদৃশ্য শক্তিতে সেই কর্ম থাকে এবং যথাকালে তাহা ফলদান করে।—

কর্ম্মভ্য প্রাগ্‌যোগস্য কর্ম্মনঃ পুরুষস্য বা।
যোগ্যতা শাস্ত্রগম্যা যা পরা সা পূর্ব-মিষ্যতে॥

কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পূর্বে কর্ম্ম ফল দানের অযোগ্য এবং পুরুষ ও ফল লাভের অযোগ্য। পরে তাহাদের মধ্যে যে যোগ্যতা আহিত হয়, তাহারই নাম অপূর্ব। এই যোগ্যতা শুধু শাস্ত্রেরই অধিগম্য। কর্ম্ম ও ফলের মধ্যে এই অপূর্ব্ব অদৃশ্য যোগৎসূত্র।

এই কর্ম ও কর্মফলরূপে জীবন প্রবাহ চলিয়াছে অনাদি কাল হইতে অনন্তের দিকে। এই গতিশীল প্রবাহ কর্ম প্রভাবে উন্নত ও অবনত হয়।—

সুভেন কাম্মেন বজন্তি সুগ্‌গতিং,
অপায় ভূমিং অসুভেন কাম্মেন ॥
খয়া চ কম্মস্‌স বিমুত্ত চেতসো,
নিব্বন্তি তে জোতিরি বিন্ধন ক্‌খয়া।

পেত্তি প্রকরণ।

জীবগণ শুভ কর্ম দ্বারা সুগতি পরায়ণ হয়, আর অশুভ কর্ম দ্বারা দুর্গতি লাভ করে। আবার ইন্ধন ক্ষয় হইলে অগ্নি যেমন নিভিয়া যায়, সেইরূপ কর্ম-ক্ষয় সাধন করিয়া সেই বিমুক্তচিত্ত পুরুষগণ পরম শান্তি নির্বাণ লাভ করেন। এই কুশল-অকুশল বা ভাল-মন্দ কর্ম-জীবের বন্ধন। কর্ম্ম সর্বদা বিপাক বা জন্ম, আয়ু, ভোগকে আকর্ষণ করে। সুতরাং উহারা বন্ধন। ভাল কর্ম্ম-সুবর্ণ-শৃঙ্খল, আর মন্দ কর্ম্ম লৌহ-নিগড়। বস্তুতঃ উভয়ই বন্ধন।

যো' ধ পুঞ্ঞঞ্চ পাপঞ্চ উভো সঙ্গং উপচ্চগা,
অসোকং বিরজং সুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।

ধর্ম্মপদ।

যিনি পাপ ও পুণ্য উভয় বন্ধনকে অতিক্রম করিয়াছেন, সেই শোক শূন্য, পাপ-মুক্ত, শুদ্ধ অর্হৎকে আমি ব্রাহ্মণ বলি। এই বন্ধন অতিক্রম করিতে হইবে। যেই হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা হয়, ত্যাগ করিতেও সেই হস্তের প্রয়োজন। দুইয়ের মধ্যে প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য আছে। যে কর্ম বন্ধনের হেতু, বন্ধন-মুক্তির জন্যও সেই কর্মের প্রয়োজন। এই গ্রন্থের 'কর্ম-বিমুক্তি' অধ্যায়ে ইহা গভীর ভাবে আলোচিত হইয়াছে। লোকোত্তর কর্মগুলি সর্ববিধ কর্মকে ক্ষয় করে।—

খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং
বিরত্ত চিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং,

তে খীণ-বীজা অবিরুল্হি ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথা যং পদী পো।
সুত্ত-নিপাত।

যাহাদের পুরাতন কর্ম বীজ ক্ষয় হইয়াছে, নূতন কর্ম বীজ সম্ভব নহে, যাহাদের চিত্ত ভাবী জন্মের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে, সেই ক্ষীণ-বীজ তৃষ্ণামুক্ত ধীরগণ তৈলহীণ দীপের ন্যায়—নির্বাপিত হয়।

এই গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে কর্ম ও কর্ম-মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনায় গ্রন্থকার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছে।

চট্টগ্রামের মহামুনি পালি কলেজে অধ্যাপনার সময় উপাধি পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য পালি ভাষায় প্রবন্ধ রচনাপ্রণালী শিক্ষা দিতে হইত। উহারই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করি। সেইগুলি সমসাময়িক 'সঙ্ঘ-শক্তিতে প্রকাশিত হয়। কর্ম-তত্ত্ব উহাদের অন্যতম। এই সামান্য নিবন্ধ যে উত্তর কালে গ্রন্থ রচনার উপজীব্য হইবে বা গ্রন্থ রচনার প্রেরণা যোগাইবে, তখন তাহা কে ভাবিয়াছিল? সামান্য শিশির বিন্দুও সুপাত্রে পতিত হইলে তাহা হইতে মূল্যবান মুক্তা জন্মে। তাহা পাত্রেরই মহত্ব। তাই শ্রীমান জ্যোতিঃপালের সাধু পরিকল্পনার বিষয় জানিয়া আমরা সাদরে ও সাগ্রহে অভিনন্দন জানাই।

মানুষ মাত্রেই সন্তান-সন্ততির নিকট কতগুলি আকাঙ্খা পোষণ করে। তন্মধ্যে একটা হইল—কিচ্চং নো করিস্সতি অর্থাৎ আমাদের

অভিপ্রেত কার্য্য তাহারা সম্পাদন করিবে। শিষ্যদের প্রতিও আচার্য্য-উপাধ্যায়ের সেইরূপ অব্যক্ত আকাঙ্খা থাকা অস্বাভাবিক নহে। কাহারো জীবনে যদি সেই আকাঙ্খা যদি ফল-প্রসূ হইতে দেখা যায়, তবে আনন্দের আর সীমা থাকে না।

আমাদের অন্তে বাসীদের মধ্যে অনেকে শিক্ষিত, লেখক. গ্রন্থকার ও প্রচারক রূপে নানা স্থানে জন-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে—যাহাদের কৃতিত্ব ও গুণ-গরিমায় আমরা গৌরবান্বিত। বর্ত্তমান গ্রন্থকার সেই কৃতী সতীর্থদের একজন।

শ্রীমানের প্রতিভা নানাদিকে বিকশিত হইতেছে। সে পালি, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় চর্চ্চা করিয়াছে। তাহার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বড়ইগাঁও পালি পরিবেন, সমাজ কল্যাণ সংস্থা, অনাথ আশ্রম, পাবলিক লাইব্রেরী, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সমবায় কৃষক সমিতি প্রভৃতি বহুবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বর্তমান বাংলাদেশে গড়িয়া তুলিয়াছে। স্থানীয় লাকসাম ও হরিশ্চর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পালি শিক্ষার ভার লইয়া সে তথায় শিক্ষা বিস্তার করিয়াছে। বহু গ্রন্থের রচনা করিয়াছে। জাতি ধর্ম নির্ব্বিশেষে অনেক দুঃস্থ ছাত্র তাহার বদান্যতায় শিক্ষোন্নতির সুযোগ লাভ করিয়াছে এবং এখনো করিতেছে। সমাজ সংস্কার, সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনে তাহার অবদান আদর্শ স্থানীয়। তাহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। বোধি-পত্র নামে এক ত্রৈ-মাসিক পত্রিকার সম্পাদনাও করিয়াছে। ভাষণেও আলোচনায় তাহার মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার অনূদিত 'পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি, বোধিচর্য্যাবতার, প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ' প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থগুলি বৌদ্ধ দর্শন-সম্পর্কিত মূল গ্রন্থের সম্ভবতঃ

ইহাই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ। আমরা তাহার কাছে আরো বহু গ্রন্থের পত্যাশা করি।

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার
১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
২০।১।৬০ ইং

শ্রীধর্ম্মাধার মহাস্থবির
অধ্যক্ষ,
নালন্দা বিদ্যা ভবন।

— ০ —

The Theory of Kamma (activities) and Wheel of the Dependent of Origination by Ven. Jyoti Pal Mahathera, the Principal of the Baraigaon Pali Pariven, President of Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha, Chairman of Bangladesh National Centre of Asian Buddhist Conference for Peace and Member, Bangladesh National Social Welfare Council describes the basis of the Buddhist Philosophy.

সূচী-পত্র

সূচনা

বিশ্ব বৈষম্যের কারণ

কর্ম ও ফল

কর্ম বিভাগ ও বিপাক

দৈব ও পুরুষ-কার

কর্মের সূক্ষ্ম বিচার

কর্ম বিমুক্তি

প্রতীত্য সমুৎপাদ

বা

কার্য-কারণনীতি

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্সস।

সূচনা

জগতের সর্ববিধ ভেদ-বৈষম্য ঘু'চে যাতে সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়, ইহাই সাম্যবাদীর লক্ষ্য ও আদর্শ। কিন্তু জগৎ যে নানাবিধ বৈষম্যে পরিপূর্ণ। এই বৈষম্য সকলেরই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। মহাপুরুষগণ যোগ সিদ্ধ প্রতিভা বলে আপন আপন ভেদ-বুদ্ধির সমতা সাধন করে গিয়েছেন। কিন্তু, বাহ্য জগতের সকল জীবের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা কারো দ্বারা সম্ভবপর হয় নি। কারণ জীব অসংখ্য, অসংখ্য জীবের বুদ্ধি-বিবেচনা, চরিত্র, ধারণা, ভাবধারা ও আকৃতি-প্রকৃতি সব কিছুই পরস্পর অসদৃশ। বিশ্ব প্রাণীর মধ্যে দেহ-গত ও ও মনঃগত এরূপ বিষম বৈষম্য রয়েছে যে, দুটি প্রাণীকে একরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কেউ সুখী, কেউ দুঃখী, কেউ সাধু, কেউ চোর, কেউ বিপুল সুখ ও ভোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী, আর কেউ বা কপর্দ্দক হীন পথের ভিখারী। কারো কন্দর্প-বিনিন্দিত রূপশ্রী-মণ্ডিত যৌবনে জগৎ মুগ্ধ, কারো কুৎসিৎ কদাকার দর্শনে নাসিকা কুঞ্চিত, কারো কুশাগ্র বুদ্ধি-বলে জগৎ নিয়ন্ত্রিত, আর কারো বা বুদ্ধি দর্শনে লোকের অট্টহাস্য। কেউ বা দীর্ঘায়ু, আর কেউ বা ভূমিষ্ট হওয়া মাত্রই পুনরায় মৃত্যুর সর্ব্বগ্রাসী কবলে পতিত হয়। কেহ ভূমিষ্ট হওয়া অবধি আধি-ব্যাধির দাস, কেহ শ্মশান যাত্রার প্রাক্কালেও সুস্থ দেহ। কেহ এমন পরিবারে, এমন গ্রামে, এমন সমাজে জন্ম গ্রহণ করে, যেখানে সদ্ভাব ও সদাচারের আবহাওয়া সতত প্রবহমান, ধর্ম ও নীতির প্রভাব নিয়ত বর্তমান। আর কেহ বা

জন্মাবধি পূতি গন্ধে জর্জরিত সৎ-সঙ্গ-বর্জ্জিত, কুসঙ্গাচ্ছন্ন, দুশ্চারিত্র্যের পেষণে নিষ্পেষিত। কারো জন্ম-সিদ্ধ দান-ধর্ম্মে জীবন স্বর্গীয় সুষমাময়, আর কারো অন্নগত প্রাণ, যোগিগত মন ধর্ম্মের নাম শ্রবণেও কর্ণ-শূল আরম্ভ হয়। কেহ দেব, কেহ ব্রহ্মা, কেহ মনুষ্য, কেহ বা পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি। কেন এরূপ হয়? জগতে এত বৈচিত্র্য ও বৈষম্য কেন? কেন সর্ব্বজীব সর্ব্বাবস্থায় সমান নহে? এজন্য কি একে অন্যকে দায়ী করতে পারে? এই ভেদ-বিভেদ কি শুধু আজ? না,—স্মরণাতীত কাল হতে চ'লে আসছে এবং কল্পনাতীত কাল পর্য্যন্ত চলতে থাক্‌বে। ইহার মীমাংসা কি?

এই বৈষম্যের হেতু সম্পর্কে জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মমত ও দার্শনিক যুক্তি-তর্ক পরস্পর খণ্ডন-মণ্ডন করে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে চলেছে। বিবিধ শাস্ত্রে নানাবিধ মতবাদ বিদ্যমান। কোন কোন শাস্ত্রকার কর্ম্মকে বিশ্ব-বৈষম্যের কারণ নির্দ্দেশ করলেও কর্ম্মের উপর পূর্ণাঙ্গ নির্ভর করেন নি। তাঁরা বলেন—

"সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষামাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে। কিং অপেক্ষতে ইতি চেৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অপেক্ষতে ইতি বদামঃ। দেব মনুষ্যাদি বৈষম্যে তু তত্তজীব গতানি এব অসাধারনানি কর্ম্মানি কারনানি ভবন্তি। এবং ঈশ্বরঃ অপেক্ষাৎ ন বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং দুষ্যতি।"

শঙ্কর-ভাষ্য, (২ | ১ | ৩৪, ব্রহ্মসূত্র)

অর্থাৎ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন সত্য, কিন্তু কোন কিছুর উপর অপেক্ষা না করে সৃষ্টি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন নি। ঈশ্বর জীবের সঞ্চিত কর্ম্ম বা অদৃষ্টের প্রতি লক্ষ্য করেই বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকেন। জীব শুভাশুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করলে ঈশ্বর কর্ম্মানুসারে

যানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ঈশ্বরই সব কিছুর নিমিত্ত। অথচ ইহাতে ঈশ্বরের করুণার অভাব প্রমাণিত হয় না, যেহেতু ঈশ্বর করুণাময়।

নিমিত্ত মাত্রম্ এবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গ কর্ম্মনি।
প্রধান কারণী ভূতা যতো বৈ সৃজ্য শক্তয়ঃ॥
ভাগ্য, পরশর বচন।

অর্থাৎ সৃজ্য পদার্থের সৃষ্টির পক্ষে ঈশ্বর নিমিত্ত মাত্র। যেহেতু সৃজ্য জীবের শক্তিই (কর্ম্মই) সৃষ্টির প্রধান কারণ। এখানে নিমিত্ত শব্দের অর্থ কি এই যে, কর্ম্ম ও ফল বিধাতার নির্দ্দিষ্ট বিধান ছাড়া কোন কিছুই করতে পারে না বা কর্ম্ম ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট বিধান মতে ফল প্রসব করে। এরূপ যুক্তিতে এই প্রতীতি জন্মে যে, কর্ম্মে জীবের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকলেও কর্ম্মফলের উৎপত্তি কর্ম্ম বা কারকের উপর নির্ভরশীল নহে। কর্ম্মের উপর কর্তৃত্ব জীবের আর ফলোৎপত্তিতে কর্তৃত্ব বিধাতা। এখন প্রশ্ন হল,—কর্ম্ম সম্পাদনায় যার অধিকার থাকবে, ফলোৎদ্গমে তার অধিকার থাকবে না কেন? তাই যদি হয়, কর্ম্ম ও ফলের স্বতঃসিদ্ধি অস্বীকৃত। পর-তন্ত্রতা ও মুখাপেক্ষিতা আবশ্যক হয়ে পড়ে, কর্ম্ম ও ফল সম্পূর্ণ পরাধীন। তা হলে অধ্যবসায়, সাধনা, আত্মনিষ্ঠা ও পুরুষকার অর্থহীন। জানিনা, কর্ম্মবাদে পরাধীনতা থাকতে পারে না। আপনার কর্ম্মের ফল প্রাপ্তি যদি অপরের অভিলাষের উপর নির্ভরশীল হয়, তা হলে কর্ম্ম-তত্ত্বের মূল্য বা গুরুত্ব কোথায়?

ঈশ্বর, জগৎ, জীব, সৃষ্টি, আত্মা, আদি, অনাদি ইত্যাদি তত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদ-বহুল শাস্ত্র জগতে বহু প্রচারিত। কিন্তু দেখা যায়—এই সকল তত্ত্ব-মূলক চিন্তাধারা প্রায়শঃ পরস্পর বিরোধী।

পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কোন অমূলক বা ভিত্তি-হীন অবস্থায় কোন বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণ করতে গেলে যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, প্রায়ই অপ্রতিষ্ঠ হয় এবং চিন্তাধারায় বিরোধ বা পার্থক্য জন্মে। এক চিন্তাধারা অন্য চিন্তাধারার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হয় না। অধিকন্তু এক শাস্ত্রকার অন্য শাস্ত্রকারের মতবাদকে সমূল উচ্ছেদ-সাধনে ও প্রয়াস পেয়েছেন। এই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ চিন্তাধারায় সাধারণ মানুষ-বুদ্ধি বিভ্রান্ত ও বিমোহিত হয়। তাই এইসব ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করে কবি বলেছেন ঃ—

কে সৃজিল এ বিশ্ব, সৃজিল কেমনে ?
সংসার আদি কি অনাদি ?
যে করে প্রশ্ন, আর যে দেয় উত্তর,
জানিবে উভয়ই ভ্রান্ত যুগ-যুগান্তর।

অমিতাভ, শেষ অধ্যায়।

তথাগত বুদ্ধ এ জাতীয় প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হয়ে মালুংক্য পুত্র ভিক্ষুকে বলেছেন ঃ "হে মালুংক্য পুত্র। আমি যে ধর্ম প্রচার করেছি, যে পথ প্রদর্শন করেছি এবং যে সব উপদেশ তোমাকে প্রদান করেছি, তা জীবনে সম্পূর্ণ আয়ত্ব কর, ইহার অনুসরণ কর। লোক-চিন্তার জটিলতার মধ্যে যেওনা, লোক-চিন্তা অনর্থকরী। যাঁরা এ সব চিন্তা করবেন, তাঁদেরকে উন্মাদ ও অনুশোচনা-গ্রস্ত হতে হবে। তাঁরা এ সকল চিন্তা করে সংসার দুঃখের শৃঙ্খল দৃঢ়তর করবেন মাত্র ; কিন্তু দুঃখের অবসান করতে পারবেন না। মনে কর। হে মালুংক্য পুত্র ! কোন ও এক ব্যক্তির বক্ষে বিষাক্ত শর বিদ্ধ হয়েছে। তার সর্বাঙ্গ শর-বিষে জর্জ্জরিত। তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব, ডাক্তার-বৈদ্য উপস্থিত হয়ে দেহ-বিদ্ধ শর উৎপাটন

করতে আয়োজন করল। এমন সময় যদি সে বলে যে, আমি ততক্ষণ পর্য্যন্ত শর উৎপাটন করতে দিব না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জানতে সমর্থ না হই যে, শর বিদ্ধকারী ব্যক্তি কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, না—শূদ্র? শর বিদ্ধকারী ব্যক্তির কি নাম, কোন্ গোত্র? সে কি দীর্ঘ, হ্রস্ব, না—মধ্যমাকার? তার দেহ-বর্ণ কি কাল, শ্যাম, গৌর, না—লোহিত? সে কোন্ গ্রাম, কোন্ নিগম কিংবা কোন্ নগরে বাস করে? যেই ধনু-নিক্ষিপ্ত শরে বিদ্ধ হয়েছি, তা চাপ, কোদণ্ড, না—জ্যা জাতীয় ধনু? এই ধনু কি অর্ক, সঠ, নহারু, মরুব, না—ক্ষীরপর্ণী নামক বৃক্ষের কাষ্ঠ নির্মিত। সেই বৃক্ষ কি স্বতোত্থিত, না—রোপিত? শরের পালকগুলো কি বাজ, গৃধ্র, কাক, কুলাল, ময়ূর, না—শিথিল হনু নামক পক্ষীর পালক-সজ্জিত? তীরের বাঁটটি কি গরু, মহিষ, না—বানরের অস্থি নির্মিত? শরটি কি লৌহ, তাম্র, ইস্পাত, না—বজ্র দ্বারা প্রস্তুত ইত্যাদি ইত্যাদি। সে বলেঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সকল প্রশ্নের সমাধান না মিলবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি এই শর উন্মুলিত করতে দিব না। তা হলে হে মালুংক্য পুত্র! এই জাতীয় এতগুলো জিজ্ঞাস্যের মীমাংসা করা কি সম্ভব? সে কি ততক্ষণ বেঁচে থাকবে? এই জাতীয় প্রশ্নোত্তরের তথ্য অনুসন্ধান করতে করতে শর বিদ্ধ বা সর্প-দংশিত ব্যক্তি মৃত্যুর কবলে কবলিত হবে; তথাপি তথ্যের সন্ধান যেমন মিলবে না, তেমন হে মালুংক্য পুত্র! লোক-চিন্তা অচিন্তেয়। চিন্তা করতে করতে জীবনান্ত ঘটবে, তথাপি চিন্তার নিরসন করতে পারবে না।

এক সময় মানব জাতি বহু মতবাদে উদ্‌ভ্রান্ত, ধর্ম ও আচার নিষ্ঠার ঘোর অন্ধতায় নিমগ্ন, সমাজ ব্যবস্থায় উশৃঙ্খল ও অবিচারী,

কুশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত, বর্ণ-বৈষম্যের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষে ও নিরীহ প্রাণীর উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারে নিরত, এক এক তত্ত্ব-বিদ্যা এক এক মতবাদ প্রচারে ও পরস্পর খণ্ডন-মণ্ডনে ব্যাপৃত ছিল। বিভিন্ন মুনির মতবাদ ছিল পরস্পর-বিরুদ্ধ। শাস্ত্রে ও বলা হয়েছে ঃ

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ঃ বিভিন্নাঃ নাস্তি মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।

বেদ সমূহ বিভিন্ন, স্মৃতি শাস্ত্রও বিভিন্ন; এমন কোন মুনি নেই যাঁর মত অপর হতে ভিন্ন নহে। অন্য পক্ষে, যখন অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী, করুণা, একত্ব ও শান্তির প্রয়োজন-বোধ প্রত্যেক শান্তিকামী প্রাণীর অন্তরে গুমড়িয়ে উঠেছিল, তখন হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তির হাহাকারে গঞ্জনাময় বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্য উদ্ভেদ ক'রে (সর্ব-জীবের মুক্তি প্রত্যাশিত যুগে) তথাগত বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হন। তিনি অসীম অনন্ত জন্মের কঠোর সাধনায় সিদ্ধ হয়ে চিত্তের চির প্রহেলিকা উদ্‌ঘাটন করেন। তাঁর চিন্তাধারা পারস্পরিক পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠ বোধের সীমা অপ্রহিত যুক্তি ও গতিতে অতিক্রম করে। তিনি প্রত্যক্ষ-জ্ঞান প্রসূত নীতি, গভীর গবেষণা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, নিরপেক্ষ বিচার মীমাংসা দ্বারা যেই অমোঘ সত্যের আবিষ্কার করেছেন, তার সত্যতা নির্দ্ধারণ আপনার উপর ন্যস্ত না রেখে জগতের বিজ্ঞ পুরুষগণের উপরই ভার অর্পণ করেছেন, গণ-তান্ত্রিক ধর্মকে নির্ভর করেছেন,—জনগণের নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধি, উপকার-বোধ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বোধের উপর।

ধম্মো এহি পস্‌সিকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহি। তিনি যেই ধর্ম আবিষ্কার করেছেন, যেই পথ, যেই মুক্তি প্রচার ও প্রদর্শন করেছেন, উহা তাঁরই প্রত্যক্ষ ধর্ম, ভ্রসিত পথ, তাঁরই

অধিগত মুক্তি, উহা কল্পনা-প্রসূত নহে। জগতের বিজ্ঞ পুরুষগণকে ইহা অন্ধভাবে গ্রহণ না করে আপন আপন প্রতিভা, যুক্তি-তর্ক, বিবেক-বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করতঃ আগুনে সোনাকে পরীক্ষা করে লওয়ার ন্যায় সত্যতা পরীক্ষা করে লওয়ার জন্য নির্ভীক ও উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন। ভারোন্মাদিকা শ্রদ্ধার সহিত মেনে নিতে কিংবা বিনা পরীক্ষায় বর্জ্জন করতে নিষেধ করেছেন। তথাগত পরমত অসহিষ্ণুতা ও পরনিন্দার নীতিকে সর্বদা ঘৃণা করতেন। আপন মতের প্রাধান্য-বোধ ও পরমতের খণ্ডন-মণ্ডনকে নিজ ধর্ম মতে স্থান দিয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করতে চাহেন নি। যেমন বহু শাস্ত্রকার পরমত খণ্ডন করতে গিয়ে আপন শাস্ত্র-গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করে নিয়েছেন। বরং তিনি বলেছেনঃ ইদমেব সচ্চং মোঘমঞ্ঞং অর্থাৎ "আমি যেই ধর্ম্ম আবিষ্কার করেছি, যেই মত, যেই পথ প্রচার করেছি,—তা'ই জগতে শ্রেষ্ঠ, অমোঘ। আর অপরে যা করেছেন, তা মিথ্যা, মোঘ, হীন, নীচ, নিঃসার"—এরূপ ভাব ও উক্তির সদা সর্বদা ভর্ৎসনা পূর্ব্বক কঠোর শাসন করতেন। উহা কখনো সহ্য করতেন না। তাঁর শাস্ত্র-গ্রন্থ অলৌকিক বা দৈব-নির্দ্দেশিত নহে, ভগবৎ প্রেরণায়ও রচিত নহে। তা দুঃস্থ জীবকুল মাঝে আধ্যাত্মিক সাধনায় সৃজনী-শক্তির পূর্ণত্ব বিকাশ ও শান্তির বিবরণ বলে দেয় এবং অন্ধ অচলায়তন প্রাণীর নৈতিক অবনতি ও ধ্বংসের প্রতিরোধ-সূচক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। ইহাতে স্বাধীন চিন্তা, জগতের সত্য, স্বরূপ উপলব্ধি ও নিরপেক্ষ অনুশীলন দ্বারা আত্মোন্নতি সাধনারই নীতি নির্দ্দেশিত। রোগ-যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্য বিজ্ঞান-গবেষণায় ঔষধ আবিষ্কারের ন্যায় এই ধর্ম্ম জাগতিক দুঃখ-বেদনা অপনোদন কল্পে সাধনা-পূর্ব্বক উপায় উদ্ভাবন মাত্র।

তথাগত বুদ্ধ জগতের কোনও মত-বিপ্লব কিংবা বাগ্‌বিতণ্ডায় উপনীত না হয়ে সর্ববিধ মতের মধ্যস্থতা অবলম্বন-পূর্বক মধ্যপথ দেশনা করেন। তাঁর উপদিষ্ট ধর্ম্ম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য-পূর্বক কোন নীচ, পতিত ব্যক্তি বা সমাজকে তো নহে-ই, এমন কি, মহাপাপীকেও অনন্ত নরকের ভয় প্রদর্শন করে না; বরং একান্ত মৈত্রী করুণায় প্রণোদিত করে তার মোহাচ্ছন্ন মন হতে মোহাবরণ উন্মোচন করে শক্তি উপার্জন করবার যুক্তি-সঙ্গত উপায় বলে দেয়, যেন সে একদা আত্ম-চেষ্টায় সত্য অবগত হয়ে অনন্ত সুখের অধিকারী হতে পারে। তাঁর আবিষ্কৃত ধর্ম্ম-সর্বাবস্থায় মধ্যবিন্দু বা জ্ঞান-মার্গ এবং প্রদর্শিত নীতি সম্পূর্ণ দর্শন, বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র সম্মত। 'ইহা কোন অবোধ্য, অতি নৈসর্গিক পুরুষ কিংবা সৃষ্টি কর্ত্তার হেতু-হীন ইচ্ছা বা প্রত্যাদেশ-মূলক নহে, প্রত্যাদেশবাদও নহে; কোন ঈশ্বর কিংবা তার প্রেরিত প্রতিনিধি কর্ত্তৃক যে 'সত্য' বিশেষ, অনুগৃহীত বা নির্ব্বাচিত কারো নিকট প্রকাশিত বা প্রত্যাদিষ্ট হতে পারে, এরূপ কল্পনা এই ধর্ম সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে'।

তথাগত বুদ্ধ জাগতিক দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় সম্যক উপলব্ধি করে সর্ব্ব দুঃখের কবল হতে অব্যাহতির জন্য যে সকল মার্গ প্রদর্শন করেছেন, তন্মধ্যে কর্মবাদ অন্যতম। এই কর্ম্ম-তত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনাই এই পুস্তকের প্রতি-পাদ্য বিষয়।

বিশ্ব-বৈষম্যের কারণ

সার্দ্ধ দ্বি সহস্র বৎসর আগেকার কথা। বারাণসী নিবাসী তোদেয় শ্রেষ্ঠীর পুত্র শুভ মানবকের অন্তরে বিশ্ব-বৈষম্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কিত বহুবিধ জটিল প্রশ্ন জেগেছিল। তাঁর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মনকে পূর্বোক্ত ভেদ বৈষম্য-জনিত প্রশ্ন সর্বদা আলোড়িত করত। যতক্ষণ এই বৈষম্য সমস্যার সুসমাধান মিলে নি, ততক্ষণ তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন শান্ত হয় নি। তথাগত বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীর অনাথ পিণ্ডদ শ্রেষ্ঠী নির্মিত জেতবন মহা বিহারে অবস্থান করতেছিলেন। তাঁর জ্ঞান-প্রভা সর্বত্র বিচ্ছুরিত। শুভ মানবক বুদ্ধের অসীম যশঃ কীর্ত্তির কথা শুনতে পেয়ে জেতবন মহা বিহারে উপস্থিত হলেন এবং বিশ্বের ভেদ-বৈষম্যের কারণ কি—প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। তদুত্তরে তথাগত বুদ্ধ বলেছিলেন ঃ

কম্মস্সকা মানবক সত্তা, কম্মদা যাদা, কম্মযোনি, কম্ম বন্ধু, কম্মপটি সরণা, যং কম্মং করিস্সন্তি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দা যদা ভবিস্সন্তী'তি। কম্মং সত্তে বিভজতি—যদিদং হীনপ্পনীততায়াযতি।

অর্থাৎ হে মানবক! প্রাণীগণ নিজ নিজ কর্ম্মাধীন। কর্ম্ম-ই প্রাণীগণের একান্ত আপন বা স্বকীয়। ইহারা কর্মেরই উত্তরাধিকারী। কর্ম সর্ব-জীবের পুনর্জ্জন্মের হেতু। কর্ম-ই বন্ধু, কর্ম-ই প্রকৃষ্ট আশ্রয়। শুভ বা অশুভ কর্মের মধ্যে যে যেরূপ কর্ম সম্পাদন করে, সে সেরূপ কর্মেরই উত্তরাধিকারী হয়। কর্ম্ম-ই প্রাণীগণকে হীণ-শ্রেষ্ঠ, উচ্চ-নীচ নানাভাবে বিভক্ত করে। এক কথায় বলতে গেলে ঃ

কম্মুনা বত্ততে লোকো কম্মুনা বত্ততে পজা,
কম্ম সত্তা নিবন্ধনা রথস্সানী'ব যা যরে।

অর্থাৎ—জগৎ কর্ম-প্রভাবে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কর্ম্ম-হেতুই প্রাণিগণ জন্ম-মৃত্যুর আকারে সংসারে ভ্রমণ করছে। সর্ব-সত্ত্ব কর্ম-নিবন্ধন। আনি বা পেরেক আবদ্ধ হয়ে রথ যেমন আঁকা-বাঁকা গমন করে, তদ্রূপ প্রাণিগণও কর্ম-নিবন্ধন উচ্চ-নীচ, হীনোত্তম নানাবিধ গতিপ্রাপ্ত হয়। জগতের বৈষম্য-বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বিদ্যমান থাকলেও বৌদ্ধ দর্শনে কর্ম্ম-ই ইহার একমাত্র কারণ বলে নির্দেশিত হয়েছে। যেহেতু, কর্ম্ম চেতনারই নামান্তর। কর্ম শব্দটি প্রাণী-জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কর্ম-প্রসঙ্গে জড়-জগতের কথা আসতে না পারলেও জড়-জগতের প্রকৃতিগত বিধান, প্রক্রিয়া ও গঠন সমস্ত কিছুই কর্মের সমতুল্য।

জীবের জীবন কর্ম্মময়। প্রত্যেক জীব নিজ নিজ কর্ম্মের দৃশ্যমান স্থূল প্রতীক। কর্ম্ম-ই জীবের বন্ধনের কারণ এবং এই কর্ম-বন্ধনের মুক্তিই জীবের চরম পরিণতি বা নির্বাণ। এখন দেখা যাউক, কর্ম কাকে বলে কিম্বা কর্মের স্বরূপ কি প্রকার। 'অঙ্গুত্তর নিকায়' গ্রন্থে তথাগত বুদ্ধ বলেছেন:

চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি, একায চেতনায এক পটি সন্ধিং।

অর্থাৎ—হে ভিক্ষুগণ! অন্তরের চেতনাকেই আমি কর্ম বলি। এক ক্ষণিক একটি মাত্র চেতনা বা কর্ম্ম পুনর্জ্জন্ম সংঘটন করতে বা সুখ-দুঃখ ভোগাদি ফল দান করতে সক্ষম। এই চেতনা প্রাণীগণের কিরূপ অবস্থা? ইহার বিশেষ পরিচয় অবগত হতে হলে আনুষঙ্গিক তথ্যের বিশদ অনুশীলনের প্রয়োজন। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে জীবকে স্থূলভাবে

পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। যে কোন কালের দৈহিক বা বাহ্যিক, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরস্থ বা সমীপস্থ, ভূত ও ভৌতিক অবস্থাকে 'রূপ' বলে। চক্ষাদি ইন্দ্রিয় ও রূপাদি বিষয়-বস্তুর সংযোগ ঘটলে চিত্তের সহজাত সুখ-দুঃখ উপেক্ষাদি শারীরিক মানসিক অনুভূতিকে 'বেদনা' বলে। রূপ-শব্দাদি বিষয় বস্তু চক্ষাদি ইন্দ্রিয় পথে যখন যেরূপ প্রতিভাত হয়, বিষয় হতে বিষয়ান্তরে যেই পার্থক্য বোধ বা চিত্তের যেই ভিন্ন ভিন্ন অবগতি, সেই লাক্ষনিক জ্ঞানই 'সংজ্ঞা' নামে অভিহিত হয়। বেদনা ও সংজ্ঞার স্মৃতি বা রেশ চিত্ত-গর্ভে প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে সঞ্চিত হলে 'সংস্কার' নামে অভিহিত হয়। আর বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার—এই ত্রিবিধ মানসিক অবস্থা—যাহার আশ্রয়ে, কর্তৃত্বে ও প্রাধান্যে প্রবর্ত্তিত হয়, নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে মন বা 'বিজ্ঞান' বলে। পূর্বোক্ত সংস্কার স্কন্ধের অন্তর্গত এক প্রকার মানসিক অবস্থার নাম চেতনা। লোভ, দ্বেষ ও মোহ কিম্বা অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ হেতু-সংযোগে এই চেতনা কর্ম্মে পরিণত হয়। অন্তর্নিহিত মানসিক কর্ম্ম—অবকাশে পেলে বাক্ কিম্বা কায়-কর্মে রূপায়িত হয়। বিভিন্ন বস্তু সংযোগে জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপ, গন্ধ ও রস যুক্ত হয়, বিবিধ মানসিক অবস্থার সহযোগিতায় তদ্রূপ কর্ম-চিত্ত ও বিবিধ শক্তি, গুণ ও অবস্থা সম্পন্ন হয়। এরূপে কর্ম্ম-লোভাদি ষড়বিধ হেতু সংযোগে সম্পাদিত হলে কালে ইহার অনুকূল প্রসঙ্গ লাভ করে জাতি, আয়ু, ভোগ, রোগ, শোক, সুখ-সুবিধা, শান্তি ইত্যাদি বিবিধ রূপ গ্রহণ পূর্বক বিবিধ ফল প্রসূত হয়। তদ্ প্রভাবেই বিশ্বে এত বৈষম্য, এত ভেদ-বিভেদ, এত বৈচিত্র্য বিদ্যমান।

কর্ম্ম ও ফল

এখন দেখা যাক, কর্ম্ম কোথায় এবং কিরূপে সম্পাদিত হয়? জীবগণের দু'টি দিক। একটি আধ্যাত্মিক, অপরটি বাহ্যিক।

চক্খুং পটিচ্চ রূপে চ উপ্পজ্জতি চক্খু বিঞ্ঞাণং, তিন্নং সঙ্গতি ফস্সো, ফস্সো পচ্চয়া বেদনা, বেদনা পচ্চ যা তণ্হা। অর্থাৎ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ভাব। ইহাদের পরস্পর সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ট। চক্ষেন্দ্রিয় রূপাবলম্বনে সংঘটিত হলে চক্ষু-বিজ্ঞান বা চিত্ত উৎপন্ন হয়। চক্ষু, রূপ ও বিজ্ঞান—এ তিনের যখন সংস্পর্শ ঘটে, তখন সুখ, দুঃখ কিম্বা উপেক্ষানুভূতি-সূচক বেদনার উদ্রেক হয়। বিজ্ঞান বা চিত্ত যদি রূপাবলম্বনকে সুন্দর, শুভ, নিত্য, সুখ রূপে দর্শন করে, তা হলে 'সুখ-বেদনা', যদি রূপাবলম্বন কুৎসিৎ, কদাকার ও অমনোজ্ঞ-রূপে অনুভূত হয়, তা হলে 'দুঃখ-বেদনা', আর, চিত্ত যখন বিষয় বস্তুকে সুন্দর-অসুন্দর, শুভাশুভ, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ কোন নির্দ্দিষ্ট আকারে গ্রহণ করেনা, বিষয়-বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবচেতন থাকে তখন 'উপেক্ষা-বেদনা' উৎপন্ন হয়। এরূপে যেমন দর্শন-কৃত্যে, তেমন শ্রবণ-কৃত্যে, আঘ্রাণ-কৃত্যে, আস্বাদন-কৃত্যে স্পর্শন-কৃত্যে ও চিন্তন-কৃত্যে সমতুল্য। স্বভাবতঃ 'সুখ বেদনা' হতে লোভের উৎপত্তি। যেহেতু জীব কামনাময়। সুখই জীবের কাম্য। এই কাম্য বস্তুতে সুখের বিপর্য্যয় বা ব্যত্যয় ঘটলে দুঃখের সঞ্চার হয়। দুঃখানুভূতিতে দ্বেষের সৃষ্টি। আবার সুখ-দুঃখে সচেতন না হলে উপেক্ষাবশতঃ মোহ বা অজ্ঞানতা জন্মে।

এরূপ দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন ও মনন-কর্ম্মে অবিরাম লোভাদি সৃষ্টি হয়। চক্ষাদি ইন্দ্রিয় সমূহ ও বাহ্য রূপাদি বিষয় বস্তুর সংযোগ ঘটলে মনের উপর ইহার রেশ কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত চলতে থাকে। ইহাতে মন স্পন্দিত ও আলোড়িত হয়। তদ্ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে মন কর্ম্ম, বাক্ কর্ম্ম ও কায় কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। ইহাতে চিত্ত প্রবাহের মধ্যে চাপ পড়ে যায়। সেই চাপে যেই কর্ম শক্তি ব্যয়িত হয়, তা দম্ প্রদত্ত ঘড়ির স্প্রিং এর ন্যায় সেই ব্যয়িত শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে এবং সেই কর্ম শক্তিই উপযুক্ত ও অনুকূল সুযোগ সুবিধা লাভ করে জন্ম, জরা, আয়ু ও ভোগাকারে ক্রমাগত প্রকাশিত হয়ে ফল প্রদান করতে থাকে। সেই প্রকাশমান বা ফলোৎপত্তির অবস্থাই বিপাক বা ফল। এরূপে প্রতিক্ষণে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং কালে ইহার বিপাক প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রাকৃতিক জগতেও এই সঞ্চিত কর্ম্ম সংস্কারের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যেমন ফনোগ্রাফ যন্ত্রের সামনে যেরূপ গান গীত হয়, সেই সঙ্গীত শব্দ সংস্কার রূপে ঐ যন্ত্রে প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে আবদ্ধ হয়। পরে কৌশলে যদি ইহার উদ্বোধন করতে পারা যায়, তাহলে সেরূপ সঙ্গীতই শ্রুতি গোচর হয়। সেরূপ জীবের চক্ষাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি অবলম্বনে সংঘটিত হয়ে কর্ম গঠিত হয় এবং কর্ম সংস্কার চিত্ত প্রবাহ রূপ যন্ত্রে সঞ্চিত ও রক্ষিত হয়। কালে উপযুক্ত প্রসঙ্গ লাভ হলে বিপাক প্রতিফলিত হয়। কর্ম-বিপাক কর্মের উত্তর-রূপ ও কর্ম বিপাকের পূর্বরূপ। যতক্ষণ জীবগণ গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে বাহ্য সম্পর্ক শূন্য না হয়, ততক্ষণ জাগরণে, অর্দ্ধ-জাগরণে, এমন কি, স্বপ্নাবস্থায়ও জীব চিত্ত বিবিধ বর্ণ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও অনুভব্যে অবিরাম ধাবিত হয় এবং ইহাতে কর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ জন্য জ্ঞানিগণ বলেন: জীব কর্ম

সম্পাদন ব্যতীত অবস্থান করতে পারে না। কাম-ক্রোধাদি রিপুর তাড়নায় অথবা চক্ষু ও রূপ ইত্যাদি আয়তনের বিদ্যমান-হেতু জীব কর্ম্মে নিরত থাকতে বাধ্য।

শুভাশুভ বিভিন্ন চিত্ত, চিত্ত-বৃত্তি ও বিভিন্ন বিষয়-বস্তুর সংঘটন-হেতু বিভিন্ন ও বহু কর্ম্ম সম্পাদিত হয় এবং ইহাদের বিপাক বা ফল ও বহুবিধ। তদ্ধেতু সঙ্গীতি সূত্রে কর্মের ফল লক্ষ্য করে সাধারণতঃ চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা ঃ

১। অত্থি কম্মং কণ্হং—কণ্হ-বিপাকং

কোন কোন কর্ম্ম পাপময়, ইহার বিপাক ও পাপময়। দুষ্কর্ম সর্বদা দুঃখ আহরণ করে। প্রাণী-হত্যা, চুরি ও ব্যভিচার ইত্যাদি দুষ্কার্য্য সম্পাদিত হলে কারককে অকাল মৃত্যু, অল্পায়ু, দীনতা ও নারকীয় দুঃখ ভোগ করতে হয়। এই দুঃখ-ভোগ অন্য কারো অভিশাপ নহে। আপন কর্ম্ম-জনিত বিপাক আপনারই উপভোগ্য। শত্রু যেমন শত্রুর ক্ষয়-ক্ষতি, দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ হয় মন্দ-বুদ্ধি মূর্খগণও বিষময় ফলোৎপাদক কর্ম সম্পাদন করে নিজেই নিজের সহিত শত্রুতাচরণ করে থাকে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে ঃ

চরন্তি বালা দুম্মেধা অমিত্তেনেব অত্তনা,
করোন্তা পাপকং কম্মং যং হোতি কটুকপ্ফলং।

মূর্খতাপূর্ণ, অসংযত ও মিথ্যাভাব প্রবণ বুদ্ধি জীবের আপন জীবনেই সর্বাধিক ক্ষতি সাধক ও মারাত্মক। শত্রু—শত্রুর যেই ক্ষতি বা ধ্বংস-সাধন করতে পারে না, আপনার পাপ প্রণোদিত বুদ্ধি মূর্খদের তদপেক্ষা অধিকতর ও অতুলনীয় অনিষ্ট করতে পারে। যখন মূর্খের পাপ কর্ম পরিপক্ক হয়ে বিপাক দান করতে আরম্ভ

করে, তখন আর দুঃখের দিগ্-বিদিক্ থাকে না। 'দুক্খো পাপস্স উচ্চযো' যেহেতু, পাপ জনক কর্ম্ম-ই জীবের সকল দুঃখের উৎস। দুঃখই পাপ-কর্মের পুঞ্জীভূত বিপাকের বিকাশমান বিষময় পরিণতি। সুতরাং সেই কর্মে শত্রুর আচরণ করা হয়, যা আপনার দুর্গতি নিদ্ধারক, যা সম্পাদন করে অনুশোচনা ভোগ করতে হয়, অশ্রু মুখে রোদন করতে করতে যেই কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, সেরূপ কর্মের অনুষ্ঠান জীবনে না করাই উচিৎ। তদ্ধেতু শাস্ত্রে বলা হয়েছে ঃ

ন তং কম্মং কতং সাধু যং কত্বা অনুতপ্পতি,
যস্স অস্সু মুখো রোদং বিপাকং পটি সেবতি।

একটি কর্ম সম্পাদিত হলে উহার প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকেই। কর্ম সমাপ্ত হওয়া মাত্রই ইহার সবকিছু বিলীন হয়ে যায় না। স্থান, কাল ও ব্যক্তির সুযোগ পেলে এবং বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা না থাকলে প্রতিক্রিয়া সুনিশ্চিত ও অব্যর্থ হয়। তদনুযায়ী কর্ম-কর্তাকে সেই কর্মের দুর্ভোগ দীর্ঘ দিন ভুগতে হয়। ইহাও শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে ঃ

ন হি পাপং কতং কম্মং সজ্জুখীরং'ব মুচ্চতি,
ডহন্তং বালমন্বেতি ভস্মাচ্ছন্নো'ব পাবকো।

অর্থাৎ—স্ব কৃত পাপ কর্ম সদ্য দুগ্ধের ন্যায় সহসা বিনষ্ট হয় না। বায়ুর প্রতিকূলে নিক্ষিপ্ত ধূলিরাশির ন্যায় কৃত পাপ কর্মের ফল প্রত্যাবর্তন করতঃ ভস্মাচ্ছন্ন পাবকের ন্যায় কর্ম-কর্ত্তাকে দহন করতে করতে তার অনুগমন করে। পাপকারী ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই অনুশোচনা করে। সে স্বীয় পাপ কর্ম ও ইহার

ফল দেখে অনুতপ্ত ও মর্ম্মাহত হয়। শাস্ত্রে পাপ কর্মের ফল বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উভয়থ সোচতি,
সো সোচতি সো বিহঞ্ঞতি দিস্বা কম্ম কিলিট্ঠ মত্তনো।

২। অত্থি কম্মং সুক্কং—সুক্ক বিপাকং

কোন কোন কর্ম পুণ্যময়, ইহার বিপাক ও পুণ্যময়। সৎকার্য্য সুখের বাহক। দান-শীলাদি মঙ্গল-সূচক সৎকর্ম সম্পাদন করলে কর্তা প্রভূত ধন-সম্পদ, দীর্ঘায়ু লাভ, শ্রী-সম্পদ এবং স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করে। 'সুখো পুঞ্ঞস্স উচ্চযো' যেহেতু, সুখ—শুভ-কর্ম-জনিত সঞ্চিত বিপাকের সৌভাগ্যময় উৎস। এই সুখ-সম্পদ জগতের প্রত্যেক প্রাণীরই কাম্য। দুঃখ-দুর্ভোগ কারো অভিপ্রেত নহে। আপন কুকর্ম-প্রভাবেই যখন দুঃখের বিরাট বিগ্রহ গড়ে উঠে প্রাণ-প্রিয় ব্যক্তির পক্ষে বিষ পরিহার করার ন্যায় সর্ব্ব অকুশল পাপক্ষয় কর্মের অনুষ্ঠান না করে সর্ব্ব প্রকার কুশল কর্মের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ। কারণ, সংযত ও শুভদৃষ্টি প্রণোদিত চিত্তের কর্ম-কারককে যত সুখ-শান্তি দিতে সক্ষম, জগতে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গুরু, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি এমন কোন হিতকামী আত্মীয় নেই, যাঁরা তত বা ততোধিক সুখ-শান্তির উপলক্ষ্য হতে পারেন। অতএব, যেই কর্ম সুখের আকার, যেই কর্ম সম্পাদন করে অনুতাপ ভোগ করতে হয় না, বরং যেই সকল কর্মের ফল আনন্দ ও প্রসন্ন চিত্তে ভোগ করতে পারা যায়, সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠানই সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাই শাস্ত্রে জীবগণকে পুণ্যময় কর্মে উদ্বুদ্ধ করে বলা হয়েছে ঃ

"তং চ কম্মং কতং সাধু যং কত্বা নানুতপ্পতি,
যস্স পতীতো সুমনো বিপাকং পটিসেবতি।"

আবার, শুধু কর্মের বিপাক প্রদর্শন করে এরূপ উক্তও হয়েছে যে, কৃতপুণ্য ব্যক্তি ইহলোক-পরলোক উভয় লোকেই আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন। স্বীয় কর্ম-বিশুদ্ধি দর্শন করে তিনি আনন্দ ও পরমানন্দ লাভ করেন। যেমনঃ

"ইধ মোদতি পেচ্চ মোদতি কত পুঞ্ঞো উভয়থ মোদতি,
সো মোদতি সো পমোদতি দিস্বা কম্ম বিসুদ্ধি মত্তনো।

অতএব সুখ-শান্তি লাভের একমাত্র উপায় সদ্ধর্মাচরণ এবং অধর্ম আচরণের অবশ্যম্ভাবী ফল-দুঃখ। তাই জ্ঞানীরা বলেছেনঃ 'সুখং হি জগতামেকং কাম্যং ধর্মেন লভ্যতে'। অর্থাৎ—জগতের একমাত্র কাম্য বস্তু যে সুখ এবং শান্তি—তা ধর্মের দ্বারাই লাভ হয়। অধর্মাচরণ কেবল দুঃখই বহন করে। অধর্মের গতি নরকাভিমুখী এবং ধর্ম ধার্মিককে স্বর্গে তথা পরম সুখ-নির্ব্বাণে উপনীত করে।

৩। অত্থি কম্মং কণ্হ-সুক্কং-কণ্হ-সুক্ক বিপাকং।

কোন কোন কর্ম পাপ-পুণ্যময়, তার ফল ও পাপ-পুণ্য বা সুখ-দুঃখ বিমিশ্রিত। কর্মের বিধানানুযায়ী সাধারণতঃ পাপ কর্মের ফল-দুঃখ ও পুণ্য কর্মের ফল-সুখ। কিন্তু জগতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইহ জীবনে পাপ-পুণ্য ও সুখ-দুঃখের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। অনেক স্থলে নির্দ্দিষ্ট বিধানের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। তাই এখানে জন্মান্তর বিবর্ত্তনের অবকাশেই পুণ্য ও সুখ। পাপ ও দুঃখের যথাযথ সামঞ্জস্য বিহিত হবে। একই কর্ম বিভিন্ন

প্রকৃতি, আশ্রয় ও প্রসঙ্গ সংযোগে সম্পাদিত হলে ইহার বিপাক রাশিও বিভিন্ন আকৃতি সুখ-দুঃখ সহগত সামঞ্জস্য-হীন সঙ্গতি লাভ করে। যেহেতু, কর্ম-যৌগিক অবস্থা-সম্পন্ন। ভৌতিক ও মানসিক যতগুলো প্রত্যয়-শক্তি বা উপযুক্ত উপকরণ সমূহ সহকারী হয়ে কর্ম-গঠিত হয়, সেই প্রত্যয়-শক্তিগুলো এক জাতীয়ও হতে পারে, অথবা এক জাতীয় না হয়ে পরস্পর অসমঞ্জস্য ভাবাপন্নও হতে পারে। সে জন্য পাপ ও পুণ্যময় দুই বিপরীত অবস্থা সম্পন্ন কর্ম ও ইহার ফল সুখ-দুঃখ উভয়েরই একত্র সমাবেশ লক্ষিত হয়। বিশ্বের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কেহ ইহ জীবনে প্রাণী-হত্যা, চুরি, ধূর্ত্ততা, শঠতা ইত্যাদি সর্ব্ববিধ দুর্নীতি পরায়ণ, অথচ স্বাস্থ্যবান, বিপুল বিভবশালী, দীর্ঘায়ু ও বেশ সুখী। অপর ব্যক্তি সুশীল সদ্‌বৃত্ত, নিত্য ত্যাগশীল ও দয়ালু; কিন্তু চির রুগ্ন, অভাব-গ্রস্ত, সকল সময় তার আহার জোটে না। অল্পায়ু, দুঃখী, দুর্মন। চরিত্র, আশয় ও প্রবৃত্তির বিধানানুযায়ী জাগতিক সুখ-সম্পদ কিম্বা দুঃখ-দুর্গতি যেরূপ বিহিত হওয়া উচিৎ, সেরূপ না হয়ে যেন ইহার ব্যত্যয় ঘটে। ন্যায্য প্রাপ্যের অপ্রাপ্তি ঘটে। ইহার যুক্তি সঙ্গত উত্তর পেতে হলে জন্মান্তর বিবর্ত্তনের স্বরূপ-বোধ ও প্রত্যয় শক্তির বিভিন্নতা-বোধ একান্ত আবশ্যক। কেহ প্রাণী-হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য, মত্ততা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, ক্ষতি সাধন, বধ-বন্ধন ইত্যাদি দুর্নীতি মূলক কর্ম দ্বারা জীবন যাপন করে, কিন্তু উপার্জ্জিত ধন সম্পদ প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করে। অর্থাৎ একদিকে সে দুঃশীল, অন্য দিকে দাতা। ইহার ফলে সে জন্মান্তরে চির রুগ্ন, ক্ষীণায়ু, নর পিশাচ অথচ প্রভূত বিত্তশালী হয়। ধন সম্পদ লাভ করলেও দুরারোগ্য ব্যাধি-হেতু সুখ সম্পদ ভোগ করতে পারে না, ধন সম্পদ

অযথা নষ্ট হয়, আত্মীয় পরিজনের বিয়োগ জনিত বিষাদময় ফল ভোগ করে, অশান্তির অগ্নি অন্তর গহণে লাগাই থাকে, দেহান্তে তার নারকীয় দুঃখ ভোগ ও অসম্ভব নহে।

কেহ ইহ জীবনে জ্ঞান-চর্চ্চা, বুদ্ধির চর্চ্চা, দান-দক্ষিণা, নিত্য সদ্ব্যবহার, সুমিষ্ট বাক্য প্রয়োগে তুষ্টি-সাধন ইত্যাদি শুভাশয়-জনিত জীবন যাপন করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে যদি কখনও পাপ প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রাকৃতিক বিধি লঙ্ঘন করে কিম্বা ব্যাধি-গ্রস্ত আর্ত, দুঃস্থ, অনাথ, আতুর, ভীত, নিরীহ শরনাগতের প্রতি অমানষিক অত্যাচার করে, ফলে সে জন্মান্তরে স্মৃতিমান, বুদ্ধিমান, সম্পদশালী, সুস্থ দেহ এবং সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট অথচ জন্মান্ধ, বধির, খঞ্জ, পঙ্গু, মূক কিম্বা উন্মত্ত হয়ে জন্ম ধারণ করে। এরূপে পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপ-পুণ্যময় কর্ম্মের দ্বিবিধ রংয়ের নিশান সারা জীবন ব্যাপী বহন করে।

যদি কেহ অহঙ্কার ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব-প্রবণ হয়ে গরীব-দুঃখীকে কিম্বা ধর্ম-গুরুকে স্বোপার্জ্জিত বস্তু-সম্পদ ত্যাগ করে হিত-সাধন করে তবে, তার ফলে সে ধন সম্পদ লাভ করে প্রথমতঃ সুখ ভোগ করতে থাকে। পরে সেই সম্পদ অকস্মাৎ চুরি যায়, অগ্নিদগ্ধ হয় কিম্বা বন্যা দ্বারা নষ্টিকৃত হয় এবং তজ্জনিত ভীষণ মনঃপীড়া ভোগ করে। কেহ নাম-যশঃ রাজোপাধি লাভ কিম্বা ভবিষ্যৎ স্বার্থ-সিদ্ধির মানসে অনশন-ক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জন-সাধারণের মধ্যে ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল বিপুল পরিমাণে বিতরণ করে, ফলে সে পার্থিব উপকরণ লাভ করে বটে, কিন্তু তার চরিত্র হয় নিতান্ত নোংরা, মলিন, যার ফলে মানসিক শান্তি পায় না। বিনা অপরাধে দুর্নাম রটে, কেহ তাকে প্রিয় চক্ষে দেখে না। সর্ব্বদা অশান্তি ভোগ করে। এবং সারা জীবন বিড়ম্বনাময় হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যাভিচারী ব্যক্তি নর নারীর প্রতি প্রবল কামাসক্ত চিত্তে সন্তোষ জনক মোলায়েম ব্যবহার ও সুমিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করে ও মনোজ্ঞ দ্রব্য সম্ভার ত্যাগ করে কর্ম্ম সম্পাদন করে। কর্ম প্রবাহের বিবর্তনানুসারে সে ব্যক্তি পশুযোনি কিম্বা হীনযোনি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তার চেহারা হয় সুদর্শন, স্বর মিষ্ট, দেহ কান্তি সুষ্ঠু, ব্যবহারেও সকলে সন্তুষ্ট, ভোগ সম্পত্তিরও তার অভাব হয় না। বড় লোকের কুকুর অনেকাংশে এই যুক্তির দৃষ্টান্ত স্থল, কোন কোন ছাত্র খুব মেধাবী, অথচ নিতান্ত দরিদ্র। ইহাতে বুঝা যায়, - তার পূর্ব্ব জীবনের জ্ঞান দান, জ্ঞান-চর্চ্চা হেতু ইহ জীবনে সে খুব মেধাবী, আর অদান, পর লাভের অন্তরায় কিম্বা চৌর্য্য-বৃত্তি হেতু সে অতীব দরিদ্র। মেধাবী হয়ে জন্ম পরিগ্রহ করা সত্ত্বেও বিদ্যালাভে তার অন্তরায় ঘটে, বিশেষতঃ অর্থকরী বিদ্যালাভে। কারণ, সে যদি একদিকে অর্থকরী বিদ্যোপাধি লাভ করে, অন্যদিকে সে ধনাগমের অধিকারী হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে ধন অসংস্কার জনিত দুর্ভাগ্যের যেই অস্তিত্ব বা গুরুত্ব, তা আর থাকে না। সুতরাং জ্ঞান সংস্কার ভাল থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিদ্যা অর্জ্জনে বিপত্তি ঘটে। বিদ্যা উপার্জ্জিত হলেও আর্থিক বিড়ম্বনা ঘুচে না। বরং অর্থকরী বিদ্যা লাভের প্রয়াস না পেয়ে জ্ঞান সাধনায় অগ্রসর হলে তার পক্ষে উন্নতি দ্রুত ও সহজ সাধ্য হয়ে পড়ে। কোন কোন ছাত্রের মেধা দুর্বল, কিন্তু তার ধন সংস্কার ভাল। যেহেতু সে ধনী গৃহে জন্ম গ্রহণ করেছে। অর্থকরী বিদ্যালাভে অগ্রসর হলে তার কৃতকার্য্যতা সন্তোষ জনক না হলেও প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হয় না। কিন্তু পরমার্থ বিদ্যা চর্চ্চায় তার সবিশেষ উৎসাহ জাগে না। ক্ষমতার পরিচয় থাকে না, প্রায় ক্ষেত্রেই সে নির্বুদ্ধিতার সহিত অকৃতকার্য হয়।

কর্মের এরূপ বিধানে একই ক্ষেত্রে বা একই কর্ম বিভিন্ন গুণ যুক্ত হয়ে সম্পাদিত হলে বিভিন্ন রূপ ফল সম্পন্ন হয়। পাপ পুণ্যরূপে সম্পাদিত হয়ে বিপাকে সুখ দুঃখ উভয় রূপেই নিয়মিত হয়।

আমরা জাতকের গল্পে দেখতে পাই: লোশক নামে এক ব্যক্তি পূর্ব জন্মে একজন বিদ্যান ভিক্ষু ছিলেন। প্রতি হিংসা বশতঃ তিনি আরেকজন শীলবান সাধক ভিক্ষুর খাদ্য ব্যাঘাত করলে, তার ফলে জন্মান্তরে এক চণ্ডাল গ্রামের এক চণ্ডালিনীর গর্ভে গর্ভাধান লাভ করেছিলেন। গর্ভাধান কাল থেকে গ্রাম শুদ্ধ সকল বাসিন্দার অর্থ সঙ্কট দেখা দিল, অর্থ সঙ্কটের কারণ সম্পর্কে অনেক ভাবনা চিন্তার পর, গ্রাম বাসিগণ গ্রামটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করল। কিছুদিন পর দেখা গেল: এক ভাগে আর্থিক সঙ্কট আর নেই, অপর ভাগে পূর্বের ন্যায় দারুণ সঙ্কট রয়ে গেল। এই ভাবে ক্রমশঃ পাড়া ভাল করল, বাড়ী ভাগ করল, মানুষ ভাগ করল। অবশেষে এক গর্ভবতী রমণীকে 'এটাই কাল ফর্নী' বলে গ্রাম থেকে নির্বাসন করলে গ্রামে পূর্বের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসল। এদিকে গর্ভবতী নারীটি গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়, খাদ্যান্বেষণ করে, কিন্তু খাদ্য জুটাতে পারছে না। এমন সময় তার এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করল। পুত্রের নামকরণ হলো—লোশক। ক্রমশঃ লোশকের শৈশবকাল উত্তীর্ণ হলো। নিদারুণ খাদ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে, তাঁর জননীও তাঁকে ত্যাগ করে পলায়ন করল। এখন লোশক অসহায়, নিরুপায়। সারাদিন ঘুরাফিরা করেও এক মুষ্টি ভিক্ষা জুটাতে পারে না। তাই আবর্জ্জনা স্তূপের অখাদ্য খেয়ে জীবন কাটাতে থাকে এবং পথে ঘাটে পড়ে থাকে।

একদিন তথাগত বুদ্ধের প্রধান শিষ্য—শারীপুত্র মহাস্থবির বিচরণ কালে পথি পার্শ্বে শায়িত লোশককে দেখতে পেলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসলেন। শারীপুত্র মহাস্থবিরের সাহচর্য্যে থেকে লোশক রীতিমত শিক্ষা সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। কিছুদিন পর তাঁকে শিষ্য করে নিয়ে যখন যে শিক্ষা দিতে লাগলেন, অনায়াসে, অতি দ্রুত গতিতে লোশক উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। শিক্ষা ও সাধনার পথ ছিল তাঁর পক্ষে একেবারে প্রশস্ত। তথাপি খাদ্য সঙ্কট সারা জীবনের জন্য ত্যাগ করতে পারেন নি। কেউ লোশককে খাদ্য-দ্রব্য দান করলে, তা অদৃশ্য হয়ে যেত। সম্মুখে প্রচুর খাদ্য উপস্থিত থাকলেও তিনি খেতে পেতেন না। এমন কি, শারী পুত্র মহাস্থবির লোশককে সাহচর্য্যে এনে নিজেও খাদ্য সঙ্কট কম ভোগ করেন নি। এমনি ছিল—তাঁর পূর্ব জন্মোর্জ্জিত দুষ্কর্মের নিদারুন বিপাক। সাধক ভিক্ষুর খাদ্যান্তরায় জনিত দুঃখময় ফল ভোগ করলেও শিক্ষা ও সাধনার প্রভাবে অল্প কালের মধ্যেই উচ্চতম জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন।

এভাবে লোশকের জীবনে পাপ পুণ্যময় কর্মের দ্বিবিধ নিশান সারা জীবন ব্যাপি উড়ে দিল। এখানে পূর্বোক্ত চতুর্বিধ কর্মের মধ্যে ত্রিবিধ কর্ম বর্ণনা সমাপ্ত হলো। চতুর্থ কর্ম্মের আলোচনা 'কর্ম্ম বিমুক্তি' পরিচ্ছেদে করা হবে।

কর্ম্ম বিভাগ ও বিপাক

জীবনের দু'টি অংশ। একটি প্রবর্ত্তন ও অপরটি প্রতিসন্ধি। কোন এক জীবের জন্মক্ষণের পরবর্ত্তী ক্ষণ হতে সেই জন্মের চ্যুতি বা মৃত্যুক্ষণ পর্য্যন্ত - প্রবর্তন অর্থাৎ জীবনের সর্ব্ব প্রথম ক্ষণ বাদ দিয়ে দ্বিতীয় ক্ষণ হতে সর্বশেষ ক্ষণ পর্য্যন্ত কালকে প্রবর্তন কাল বলা হয়। এই চ্যুতি বা মরণ ক্ষণের পরবর্ত্তী পুনর্জ্জন্ম ক্ষণই প্রতিসন্ধি অর্থাৎ জীবনের সর্ব প্রথম জন্ম পরিগ্রহ ক্ষণটিই প্রতিসন্ধি কাল নামে অভিহিত। প্রবর্তন কাল জীবনের কর্ম্ম সম্পাদনের মুখ্য কাল এবং প্রতিসন্ধি পূর্ব জীবনের সম্পাদিত কর্মফল প্রসূত হওয়ার প্রধান কাল।

প্রবর্তন কালের কর্মকে জ্ঞানিগণ কৃত্যানুসারে চার ভাগে প্রদর্শন করেছেন। যথাঃ জনক কর্ম্ম, উপস্তম্ভক কর্ম্ম, উৎপীড়ক কর্ম্ম ও উপঘাতক-কর্ম্ম।

১। জনক কর্ম্ম পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম প্রভাব লব্ধ যেই চেতনা (যা প্রতিসন্ধি ও প্রবর্ত্তনের সময় জাতি, আয়ু, ভোগাদি ফলোৎপাদন ও কর্ম্মজ রূপ উৎপাদন করে) রূপ, শব্দ, রসাদি বিষয় বস্তুর সংঘটনে নূতন ভাবে কুশলাকুশল কর্ম্ম গঠন করে, সেই চেতনাই জনক কর্ম্ম। চিত্ত নিত্য নব নব বিষয় বস্তুর প্রসঙ্গ লাভ করে কর্ম রূপে সম্পাদিত হয়। সেই কর্ম্ম প্রতিসন্ধি প্রদান করে ফলদান আরম্ভ করে। প্রতিসন্ধির পর অন্য কর্ম্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে প্রবর্ত্তিত হয়। যেমন অক্ষম দরিদ্র মাতাপিতা শিক্ষাভিলাষে পুত্রকে গুরু গৃহে প্রেরণ করেন এবং লালন পালন, সংরক্ষণ ও

উন্নতির সর্ব্ববিধ দায়িত্ব গুরুর সহযোগিতার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হন।

২। **উপস্তম্ভক কর্ম্ম**—উপস্তম্ভক কর্ম্ম কুশলাকুশল উভয়ই হতে পারে। রূপ শব্দ রসাদি বিষয়-বস্তুর সাহচর্য্যে চেতনা যখন স্পন্দিত ও আন্দোলিত হয়ে নবাকার ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব চেতনা বা জনক কর্ম্মের আনুকূল্য করে, সাহায্য করে, পরিপোষণে ও ফলোৎপাদনে সুযোগ দান করে, তখন তা উপস্তম্ভক-কর্ম্ম নামে কথিত হয়। উপস্তম্ভক অর্থ—উপকারক। জনক-কর্ম্ম যেই জাতীয়, তার উপস্তম্ভক কর্ম্ম সেই জাতীয় হলেই তা উপস্তম্ভক হয়। যেমন গুরু গৃহে শিক্ষার্থীর অধ্যয়ন কালে এমন পরিবেশ পাওয়া গেল,—যা শিক্ষার্থীকে সর্বদা উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহ দেয়, সুযোগ দান করে, কুসংসর্গে পড়ে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনাকে বাধা দেয়। এই সৎ সংসর্গ শিক্ষার্থীর জীবনে উপস্তম্ভক। তদ্রূপ—দুশ্চরিত্র শিক্ষার্থীর অধ্যয়ণ কালে এরূপ সংসর্গ পাওয়া গেল,—যা তাকে অধিকতর চরিত্র-হীণ করে তোলে। অধ্যয়ণে ব্যাঘাত করলেও, জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি করলেও তা একান্ত লাভ-জনক বিবেচনা করে। সুতরাং দুশ্চরিত্র শিক্ষার্থীর এই অসৎ সংসর্গ লাভও উপস্তম্ভক। সচ্চরিত্রের পক্ষে সৎ সংসর্গ ও দুশ্চরিত্রের পক্ষে অসৎ সংসর্গ—**উপস্তম্ভক**।

৩। **উৎপীড়ক কর্ম্ম**

পূর্ব পূর্ব কর্ম-লব্ধ চেতনা যখন রূপ শব্দ রসাদি বিষয় বস্তুর সংস্রবে নব নব কর্ম-গঠন করতে গিয়ে উপস্তম্ভক কর্মের সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়ে জনক কর্মের বিপাকোৎপাদনকে বাধা দেয়, দুর্বল করে, ব্যত্যয় ঘটায়, সর্ব্বদা এভাবে উৎপীড়ন করে, তখন ইহাকে

উৎপীড়ক কর্ম বলে। প্রতিকূল ভাবাপন্ন হলেই উৎপীড়ক রূপে গণ্য হয়। যেমন কোন উৎসাহী মনোযোগী শিক্ষার্থীর অধ্যয়নে অমনোযোগী সতীর্থগণ সর্বদা ব্যাঘাত ঘটায়, উন্নতির অন্তরায় করে,—সেই সতীর্থগণ তার উৎপীড়ক। শিক্ষার্থীর আর্থিক দুর্বলতা বারংবার তার অধ্যয়ণে বিশৃঙ্খলা ঘটায়, এই আর্থিক দুর্ব্বলতা তার ছাত্র-জীবনের উৎপীড়ক। কর্ম স্বপক্ষ বা অনুকূল হলে উপস্তম্ভক, আর বিপক্ষ বা প্রতিকূল হলে উৎপীড়ক। উৎপীড়ক কর্ম যদি কুশল জাতীয় হয়, তা হলে অকুশল জাতীয় উপস্তম্ভককে, আর উৎপীড়ক-কর্ম্ম অকুশল হলে কুশল জাতীয় উপস্তম্ভকে বাধা দেয়, বারংবার সংঘর্ষণে দুর্বল করে, যাতে জনক-কর্ম্ম কোন রকমেই ফলোৎপাদন করতে সমর্থ না হয়।

এক্ষেত্রে একটি গল্প প্রণিধান যোগ্য:, রাজগৃহ নগরের কোন এক গ্রামে বাতকালক নামে এক ব্যক্তি চোর-ঘাতক পদে নিযুক্ত রাজ-কর্ম্মচারী ছিল। চৌর্য্য-অপরাধী লোককে সর্বদা হত্যা করা ছিল তাঁর কাজ। পঞ্চাশ বৎসর ধরে সে একাজ করে এসেছে। এতে তাঁর অগণিত নর-হত্যা হয়েছে। বার্দ্ধক্যের কারণে কর্ম-শক্তি দুর্বল হয়ে আসাতে রাজা তাঁকে চাকুরী থেকে অবসর প্রদান করলেন। বাতকালক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাকালীন কোনদিন ভাল পোষাক পরিধান, সুগন্ধ তৈল বা পুষ্প মাল্যাদি ব্যবহার করতে পারে নি। অবসর গ্রহণের পর আজ সে গৃহে ফিরে চিন্তা করতে লাগল: "আমি বহুকাল ধরে ভয়ঙ্কর কুশ্রী পোষাক পরিধান করে অপরিপাটি বেশে জঘন্য কর্ম দ্বারা কাল যাপন করেছি। আজ আমি উত্তম বেশভূষা পরিধান করব এবং উত্তম ভোজ্য ভোজন করব।" এরূপ চিন্তা করে বাতকালক তাঁর স্ত্রীকে উত্তম পায়স ও বিভিন্ন সুস্বাদু

খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করতে আদেশ দিয়ে নূতন বস্ত্র ও স্নানের উপকরনাদি নিয়ে পুকুরে স্নান করতে গেল। স্নান কার্য্য সমাপ্ত করে নূতন বস্ত্রাদি পরিধান ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি লেপন করতঃ আনন্দিত চিত্তে গৃহে ফিরতেছিল। এমন সময় পথে শারীপুত্র মহাস্থবিরকে দেখতে পেল। তখন সে চিন্তা করলঃ "আমি বহুকাল পর বড় জঘন্য কর্ম হতে রেহাই পেয়েছি। আমার বড়ই সৌভাগ্য যে অদ্য এই মহান পুণ্যাত্ম পরম পুরুষের দর্শন পেলাম। আহারের পূর্বে তাঁর ভিক্ষা-পাত্রে আমার জন্য প্রস্তুত করা কতেক আহার্য্য দান করলে আমার মহামঙ্গল হবে।" এই ভেবে মহান ভিক্ষুকে আপন গৃহে ডেকে নিল এবং নিজের জন্য প্রস্তুত করা পায়স ও উত্তম ভোজ্য-দ্রব্যাদি দান করল। মহাস্থবিরও দানের অনুমোদনে কিছুক্ষণ ধর্মোপদেশ প্রদান করলেন। অতঃপর মহাস্থবির বিহারে ফিরবার সময় বাতকালক সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর পশ্চাদগমন করল। সে পুনরায় গৃহে ফিরবার কালে পথি মধ্যে এক সদ্য-প্রসূতা গাভীর প্রচণ্ড আক্রমণে প্রাণত্যাগ করল। সে উক্ত কুশল কর্মের প্রভাবে তাবতিংশ স্বর্গে উপনীত হলো।

ভিক্ষুগণ তথাগত বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলে বললেনঃ প্রভো! চোর-ঘাতক বাতকালক অদ্য পাপ কর্ম থেকে অবসর প্রাপ্ত হয়ে অদ্যই মৃত্যু মুখে পতিত হলো। তার গতি কিরূপ হলো?" তখন বুদ্ধ উত্তর দিলেনঃ 'ভিক্ষুগণ সে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে ধর্মাত্ম কল্যাণ-মিত্র ধর্ম-সেনাপতি শারীপুত্রকে দান দেওয়া ও ধর্ম্ম শ্রবণ করার ফলে, সে এখন তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছে।'

গত কালকের এই কুশল কর্ম সারা জীবনের অকুশল কর্মের

কলঙ্কে বাধা দিয়ে স্বর্গ-সম্পদের অধিকারী করে দিল। এই কর্ম বিপক্ষ বা প্রতিকূল হওয়াতে উৎপীড়ক কর্ম নামে অভিহিত।

অকুশল পক্ষে উৎপীড়ক কর্ম: দুর্ব্বল কুশল কর্মের প্রভাবে মনুষ্য জন্ম লাভ করলেও অপুণ্যবান সত্ত্বার প্রতিসন্ধি কাল হতেই পারিবারিক নানাবিধ দুঃখ-ক্লেশ আরম্ভ হয়। যেমন কোন কোন সন্তান সন্ততি মাতৃ-জঠরে উৎপন্ন হওয়ার পর মাতা-পিতার সুখ-শান্তি তিরোহিত হয়, ভোগ-সম্পত্তির পরিহানি ঘটে। দুগ্ধবতী গাভীর দুধ কমে যায়, চাকর-চাকরাণী অবাধ্য হয়। আশানুরূপ ফসল ফলেনা, সম্পত্তি নষ্ট হতে আরম্ভ করে, এমন কি, জীবিকা নির্বাহ করা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। প্রসবান্তে মাতা নানা প্রকার রোগে কষ্ট পায়, সন্তান নিজেও স্তন্যপানে বঞ্চিত হয় এবং রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এরূপই উৎপীড়ক কর্মের বিপাক।

৪। উপঘাতক কর্ম্ম

উৎপীড়ক কর্ম্মের ন্যায় উপঘাতক কর্ম্ম ইহার বিপরীত জাতীয় কর্ম্মকে বাধা দেয়, দুর্ব্বল করে, ধ্বংস করে, এমন কি, জনক কর্ম্মকে সমূলে বিনাশ সাধন ক'রে আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এজন্য ইহাকে উপঘাতক বলে। উৎপীড়ক কর্ম্মের ক্ষমতা সমাপ্ত হয়—শুধু বাধা প্রদানে, দুর্ব্বলীকরণে; কিন্তু উপঘাতক কর্ম্মের ক্ষমতা বিরুদ্ধ কর্ম্মকে সমূলে উৎপাটন পূর্বক আপন আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করে নিরস্ত হয়। যেমন কোন শিক্ষার্থী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তার অধ্যয়ন বন্ধ করতে বাধ্য হলো, চিরতরে শিক্ষাভিলাষ বিসর্জ্জন দিতে হলো, ইহজীবনে পুনরায় বিস্তারম্ভ তার পক্ষে সম্ভব পর হলো না, ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি পেয়ে তার জীবনান্ত ঘটল। এই

দুরারোগ্য ব্যাধি শিক্ষার্থীর অধ্যয়ন ও জীবনের পক্ষে উপঘাতক। উপঘাতক কর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্মকে ধ্বংসাকার অবস্থায় নিয়মিত করে। ইহাও কুশলাকুশল উভয়বিধ। পূর্ব্বেও উক্ত হয়েছে যে, জনক উপস্তম্ভক, উৎপীড়ক ও উপঘাতক কর্ম্ম জীবনের সক্রিয় অংশ। ইহারাই ক্রিয়মান কর্ম্ম পুরুষকার। নিষ্ক্রিয় অংশ জীবনের বিপাকাবস্থা, বিপাক ভাগ্য, দৈব বা অদৃষ্ট দ্বারা পরিচালিত। ইহার স্বাধীনতা নেই। এই নিষ্ক্রিয়-সক্রিয় অবস্থা বোধ গম্যের জন্য জ্ঞানিগণ উপমা দিয়েছেন যে, নিষ্ক্রিয় অংশ স্রোতবাহিত নির্জীব কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় নির্বেগ বা গতিহীন আর সক্রিয়াংশ সবল, স্বাধীন ও পুরুষকার। ইহা অনুকূল-প্রতিকূল স্রোতে চলনক্ষম কুম্ভীরের ন্যায় শক্তিশালী।

জন্ম-জন্মান্তরে জীব কুশলাকুশল হিতাহিত, ক্ষুদ্র-বৃহৎ ইত্যাদি অসংখ্য কর্ম্ম সম্পাদন করে। তন্মধ্যে বহু বিরুদ্ধ কর্ম্মশক্তি প্রভাবে প্রতিহত হয়, বহু কর্ম্ম-শক্তি সংস্কার রূপে চিত্ত-প্রবাহে সঞ্চিত থাকে। কতক কর্ম্মের ভোগ চলতে থাকে, আর কতক কর্ম্ম ফলনোন্মুখ হয়। এই সকল কর্ম্মের মধ্যে সেই কর্ম্ম সমূহ মৃত্যুক্ষণ বা জন্মক্ষণে ফল প্রদান করবে। সেই কর্ম্মগুলো পর্য্যায় ভেদে চতুর্ব্বিধ। যথাঃ গুরু কর্ম্ম, আসন্ন কর্ম্ম, আচরিত কর্ম্ম ও উপচিত বা সঞ্চিত কর্ম্ম।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগা।

২। ১৩, যোগ সূত্র।

কর্ম্মের ফল বা বিপাক প্রধানতঃ ত্রিবিধঃ জাতি, আয়ু ও ভোগ। এই বিপাক জন্মান্তরীণ কর্ম্মের অনুরূপ ফল। আপন কর্ম্ম দ্বারা বিপাক নিয়মিত হয়।

যং কর্ম্মং করিস্‌সতি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্‌সদায়াদো ভবিস্‌সতি।

যে যেরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করবে, সে সেরূপ ফল লাভ করবে। পুণ্যময় কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যাত্মা, পাপময় কর্ম প্রভাবে পাপাত্মা হয়ে জন্ম ধারণ করবে। সৎ কর্ম করুক বা অসৎ কর্ম করুক। যে যেই কর্ম্মই সম্পাদন করুক না কেন, জীবগণ তারই উত্তরাধিকারী হয়।

জগতে কেহ সুশ্রী, আর কেহ বিশ্রী। এই সামঞ্জস্যহীনতার সমাধান কি?

জীবগণের দূষণ-স্বভাব-বিশিষ্ট মনোবৃত্তিই দ্বেষ নামে কথিত। সাধারণতঃ দ্বেষ-চিত্তে হিংসা, চুরি, মিথ্যাবাক্য, পিশুন বাক্য, পরুষ বা কর্কশ বাক্য ইত্যাদি কর্ম্ম-সম্পাদিত হয়। কোপনতা, ক্রোধ বা প্রচণ্ডতা—এই দ্বেষ হতে উদয় উৎপন্ন হয়। ইহা বিষধর সর্প-সদৃশ। নানাবিধ কারণ বশে ইহা বিবিধ আকারে অন্তরে স্থান লাভ করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকৃত ভাব জন্মায়। ইহাতে অতীব সুদর্শণ আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও কুৎসিৎ কদাকার দেখায়। এই দেষ-চিত্তের চর্চ্চাধিক্য হেতুই জীব কুশ্রী কদাকার হয়ে জন্মায়। পক্ষান্তরে অদ্বেষ বা মৈত্রী ভাবাপন্ন চিত্তের সাম্যভাব দ্বারা দ্বেষ-মূলক সর্ব্বাবস্থা বিধ্বংসিত হয়। চিত্তে সর্ব্বদা অনাবিল ভাব-জন্মায় এবং নির্দ্দোষ আনন্দ জাগরিত রাখে। মৈত্রী ভাব মানুষের অন্তরে প্রাণী-বধ, চুরি, মিথ্যাবাক্য, কর্কশ, রুক্ষ ব্যবহার ও প্রচণ্ডভাব ইত্যাদি দ্বেষ-মূলক কর্ম্ম-পরিহার পূর্ব্বক পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রদীপ্ত ও সাম্যভাব ধারণ করে। ইহাতে তার দেহ-কান্তি সুন্দর, সুষ্ঠু ও রূপশ্রী মণ্ডিত হয়। জন্মান্তরে এই অদ্বেষ বা মৈত্রী ভাবনা হেতুই জীব সুন্দর স্বাকার হয়ে জন্ম ধারণ করে।

কেহ আমরণ রোগ নিগড়াবদ্ধ, আবার কেহ আজীবন নিরোগ। এই সামঞ্জস্যহীনতার সমাধান কি?

ইহা দ্বেষ ও মৈত্রী সমন্বিত কর্ম্মেরই বিপাক। কেউ সর্ব্বদা মার-পিট, ধর-পাকড়, ঘাত-প্রতিঘাত, নিধন, বন্ধন, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ বা বিনাশ সাধন এবং বাক্য বাণে অপরের মর্ম্মাঘাত ক'রে প্রাণিগণকে কষ্ট দেয়। দৈহিক মানসিক অসুখ অশান্তির সৃষ্টি করে। দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়। দ্বেষ মূলে এই জাতীয় কর্ম্মের আতিশয্য হেতু জন্মান্তরে জীব রুগ্ন, সঙ্গতিহীন ও অল্পায়ু হয়ে জন্ম ধারণ করে। অন্যপক্ষে, কেহ বা মৈত্রী করুণা প্রণোদিত চিত্তে সর্ব্বদা গরীব, দুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতির জন্য, দুর্ভিক্ষ সময়ে অনশনক্লিষ্ট কাঙ্গালের জন্য অজস্র দান-যজ্ঞ সম্পাদন করে, দীঘি-পুষ্করিণী খনন করে, রাস্তা-ঘাট, সাঁকো প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, জল-সত্র, যান-বাহন প্রভৃতি লোকহিতকর ব্যবস্থা করে। মঠ-মন্দির, বিহার-চৈত্য, বিদ্যায়তন প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। বিপদ-উদ্ধার, রোগ-যন্ত্রনা নিবারণকল্পে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা পূর্বক কর্ম্মাদি সম্পাদন করে প্রাণিগণের হিত ও সুখ-শান্তির উপলক্ষ হয়। ছোট বড়, ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন প্রাণীকে কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট দেয় না, সর্ব্বক্ষণ প্রাণীর প্রতি শুভেচ্ছা পোষণ, দুঃখ-মোচনাকাঙ্ক্ষা, পর সম্পদের স্থায়িত্ব কামনা ইত্যাদি কুশল কর্ম্মই ইহ জন্ম বা জন্মান্তরে আজীবন স্বাস্থ্য-সুখ, সঙ্গতি ও দীর্ঘায়ুর হেতু।

কেউ পুণ্যাত্মা, আবার পুণ্যাত্মা পরিবেশেও কেউ নিজে পাপাত্মা-পাপ সংস্রবে জন্মগ্রহণ করে। ইহার কারণ কি?

কোন কোন ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রাণী হিংসা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা-

কথন, শঠতা ইত্যাদি দুর্নীতিমূলক আচরণ করে, পাপ-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় সব সময় নীতি ধর্ম উল্লঙ্ঘন করে, অনুক্ষণ অমানুষিক অত্যাচারের গভীর পঙ্কে নিমগ্ন ও আসুরিকভাবে ভাবিত থাকে এবং তাতেই তার জীবন জীবিকা। অধিকন্তু, তার বন্ধু-বান্ধব, জাতিবর্গ প্রভৃতি অনেক লোককে এই সকল দুকর্মে উৎসাহিত, প্ররোচিত ও উদ্বুদ্ধ করে। এরূপ দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির দুর্নীতিমূলক কর্মে বহু সঙ্গী জু'টে যায়। প্রত্যেক সঙ্গী পরস্পর আপনত্ববোধ ও ভালবাসার নিগড়ে আবদ্ধ হয়। সহানুভূতি-সম্পন্ন সকল ব্যক্তি দুর্নীতিমূলক সকল কর্মে সংহতভাবে কাজ করে থাকে। কদাচ ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদিত হলেও ইহাতে সকলের সহানুমোদন ও সমর্থন পাওয়া যায়। এরূপে পরস্পরের কর্মবন্ধন গ্রথিত হয়। এই গ্রন্থিতে পরিবার, গ্রাম কিংবা সমাজ একই কর্ম-সূত্রে জড়িত থাকে। যে ব্যক্তি এরূপে পাপাচরণ ও পাপ-মিত্র সংসর্গে দুষ্কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে সে ব্যক্তি জন্মান্তরে নরকগামী হয় অথবা পুনঃ মনুষ্য সমাজে আসলে পাপ-পরায়ন মাতা-পিতা, অসৎ সঙ্গ, নানাবিধ দুর্নীতি পরায়ন লোকের আবাসভূমি গ্রাম বা সমাজে জন্মধারণ করে।

অন্য পক্ষে, যে ব্যক্তি সকল প্রকার কুশল কর্মে নিরত ও সর্ব্বদা সুনীতি পরায়ন ধর্মচিন্তা, ধর্ম-কথন, ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, ধর্মানুকূল কর্মই যাঁর জীবন-সর্ব্বস্ব, সে ব্যক্তি আপন ধর্ম-জীবন প্রভাবে বন্ধু-বান্ধব, জাতিবর্গ, গ্রাম, সমাজ, এমন কি জাতিকেও আকৃষ্ট করেন, জনসাধারণকে উদ্দীপিত করেন। ধর্ম ও নীতির মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করেন। সহানুভূতি-সম্পন্ন সকল ব্যক্তি পরস্পর মৈত্রী-করুণার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে

আত্মবৎ দর্শন করেন এবং পরস্পর হিত-কামনা, কল্যাণ চিন্তা ও উন্নতি-মূলক কর্মে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হন। এরূপে কর্ম-প্রভাব দ্বারা ব্যক্তিগত জীবন, সমষ্টিগত জীবন-স্বর্গীয় আভা যুক্ত হয়ে মর্ত্ত্য-ধামই স্বর্গ-ধামে রূপায়িত হয়। কুশল কর্ম-যোজনায় গ্রথিত জনগণের মধ্যে যিনি নিজেও সৎকর্মনিষ্ঠ ও কল্যাণ-মিত্র সংসর্গে অবস্থান করে সুনীতিমূলক জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তিনি কর্ম্ম-সাধনানুসারে স্বর্গে গমণ করেন অথবা মনুষ্যকুলে আসনে এমন পরিবারে, এমন গ্রামে, এমন সমাজে জন্মধারণ করেন যেখানে সদা সদ্ভাব ও সদাচারের নিত্যানুষ্ঠান বিহিত হয়। কারণ,

যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে।

৪।৪।৫, বৃহদারণ্যক।

বিপাক কর্ম্ম সম্ভূত। যেখানে যেরূপ কর্ম্ম সম্পাদিত হবে, সেখানে সেরূপ ফল প্রতিফলিত হবে।

কেহ উচ্চ, কেহ নীচু কেন?

যে ব্যক্তি দাম্ভিক, অহঙ্কারী, নমস্য ব্যক্তিকে নমস্কার করে না, প্রত্যুত্থান-যোগ্য ব্যক্তিকে দেখে প্রত্যুত্থান করে না, আসন ছেড়ে অভ্যর্থনা করার যোগ্য ব্যক্তিকে আসন ছেড়ে সেই আসন দ্বারা অভ্যর্থনা করে না, পথ ছেড়ে দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে দেখে পথ ছাড়ে না, সৎকারযোগ্য পুরুষকে সৎকার করে না, গৌরব যোগ্যের গৌরব করে না, প্রশংসাই ব্যক্তির প্রশংসা করে না, মাননীয় পূজনীয় ব্যক্তির সম্মান, পূজা ও অর্চ্চনা করে না, অধিকন্তু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা ও হেয় প্রতিপাদন করে,— এই সব কর্ম্ম প্রভাবে সে নরকে গমন করে,— মনুষ্যলোকে আসনে অতীব হীন নীচ কুলে জন্ম ধারণ করে।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি দম্ভহীন, নিরহঙ্কার, সরল এবং অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, আসন ত্যাগ, সৎকার, গৌরব, পূজা, অর্চ্চনা ও সম্মান-স্পদ ব্যক্তির প্রতি অভিবাদনাদি প্রদর্শন দ্বারা গৌরব ও সম্মান করে এবং কোনরূপ অবহেলা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব অন্তরে স্থান দেয় না —এই সকল কর্ম্ম প্রভাবে সেই ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে। মনুষ্য লোকে আসলে উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম ধারণ করে।

কেহ সুবুদ্ধি পরায়ণ, কেহ দুর্বুদ্ধি পরায়ণ, কেন এই অসামঞ্জস্য ?

যে ব্যক্তি জ্ঞানী শ্রমণ-ব্রাহ্মণের কাছে উপস্থিত হয়ে জীবন-তত্ত্ব বিষয়ক নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে, কুশল কি, অকুশল কি, সাবদ্য কি, অনবদ্য কি, সেব্য কি, অসেব্য কি, কিরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করলে জীব দীর্ঘস্থায়ী হিত সুখের অধিকারী হতে পারে। কিরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দীর্ঘকাল অহিত ও দুঃখ ভোগ করতে হয়—ইত্যাদি জীবের তত্ত্ব জানবার অভিপ্রায়ে বহু প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক সমাধান করেন এবং ইহাদের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করে প্রত্যেক কর্ম্মের নীতি ধর্ম্ম জীবনে আয়ত্ব করেন, বহু শাস্ত্র-জ্ঞান, বহু শিল্পজ্ঞান, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, বিদ্যা-চর্চ্চা, জ্ঞান সাধনা প্রভৃতি কর্ম্ম প্রভাবে সেই ব্যক্তি ইহ জীবনে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানমান বলে প্রখ্যাত হন এবং জন্মান্তরেও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হয়ে জন্মধারণ করেন। অন্যপক্ষে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নোত্তর সাধন করে না এবং ইহাদের নিগূঢ় তত্ত্ব উদঘাটন পূর্ব্বক জীবনে আয়ত্ব করবার উদ্যোগ প্রকাশ করে না, নীতি ধর্ম্মের কোনরূপ অনুশীলন তার ধারণাতীত, বিদ্যোপার্জ্জন, শিল্পোন্নতি, জীবনোন্নয়ন কিংবা জ্ঞান চর্চ্চা ইত্যাদি জীবনোৎকর্ষ সাধক কর্ম্ম হতে সর্বতোভাবে বিরত। কেবল শিশ্নোদর নিয়ে জগতে এসেছে।

আর আজীবন ইহাদের চরিত্রার্থ তাই জীবন সর্বস্ব করেছে। বস্তুতঃ এরূপে নিরত অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অধর্ম্মের অতল দেশে নিমজ্জিত যে জীবন, সে যে ইহ জীবনে—নির্বুদ্ধি-দুর্বুদ্ধি হবে,—ইহা খুবই স্বাভাবিক। জন্মান্তর বিবর্ত্তনেও সে হীনমনা, হীনবুদ্ধি হয়ে জন্ম পরিগ্রহ করে। সাধারণতঃ জীবের কর্ম্ম জীবনটি কিরূপ হয়?

যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম-কুরুতে।
৪।৪।৫, বৃহদারণ্যক।

জীবের যেই বুদ্ধি, বিবেচনা, ধারণা, ভাবনা ও দৃষ্টি; সাধারণতঃ জীবের জীবনে সেরূপ কর্ম্মই সম্পাদিত হয়। কেহ আপন বুদ্ধি, ভাবনা, ধারণা ও দৃষ্টির বহির্ভূত কোন কাজ করতে পারে না।

স যথা কামো ভবতি, তৎ ক্রতুর্ভবতি।
বৃহদারণ্যক।

জীবের চরিত্রগত কামনা বাসনা ও ইচ্ছা—যেরূপ, সেরূপ চিন্তাই করে। অর্থাৎ বিপাক বা ফল কর্ম হতে সমুদ্ভূত হয়। সেরূপ কর্ম, চিন্তা বা ভাবনা হতে এবং ভাবনা চরিত্রগত কামনা হতে সমুদ্ভূত হয়। যেহেতু জীবের চরিত্রই জীবন, চরিত্রই মূল ভিত্তি। দুশ্চরিত্র জীবনের দুর্বুদ্ধি দুর্ভাবনা। দুর্ভাবনা হতে দুষ্কার্য্য, দুষ্কার্য্য হতে দুর্ভোগ ফলিত হয়, পক্ষান্তরে, সচ্চরিত্র জীবনের সুবুদ্ধি, সুভাবনা হতে সৎকার্য্য, সৎকর্মের সুফল অবশ্যম্ভাবী। দুশ্চরিত্র জীবনে সুবুদ্ধি কিংবা সচ্চরিত্র জীবনে দুর্বুদ্ধি অসম্ভব। ইহাই সদসৎ কর্ম্মের মূলনীতি নির্দ্ধারিত।

১। গুরু কর্ম্ম:

গুরু-কর্ম কুশলাকুশল ভেদে দ্বিবিধ। কুশল গুরু-কর্ম বলতে

অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান চিত্তকে বুঝায়। এই ধ্যান-চিত্ত উপার্জন করতে হলে যথাবিধি যোগ সাধন করতে হয়। সাধনা প্রভাবে সাধারণ মনুষ্য-চিত্ত যখন চার রূপ-ব্রহ্ম ও চার অরূপ-ব্রহ্ম লোকের কোনও চিত্তে উন্নত হয়, তখন ইহা ধ্যান-চিত্ত বা গুরু-কর্মে পরিণত হয়। সমাপত্তি বলতে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা ও উপেক্ষা এই সকল চিত্ত-শক্তিকে বুঝায়। ইহারা ধ্যান-লব্ধ সমাপত্তি বা মহাশক্তি প্রাপ্তি। সাধক যখন এই সকল অবস্থায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তীক্ষ্ণধী ও শক্তিশালী হয়, তখন তার চিত্ত রূপ-শব্দ রসাদি বিষয় বস্তুতে বিচরণ করতে ও নিমগ্ন হতে পারে না—কাম, ক্রোধ, আলস্য, অবসাদ, সন্দেহ, ঔদ্ধত্যানুতাপ—এই পঞ্চবিধ অন্তরায়কর অরি চিত্তে সর্বতোভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং তদ্বিপরীত গুণ-রাশি সর্ব্বদা সচেতন থাকে। প্রবল শক্তিশালী বলে এই গুরু-কর্ম অব্যবহিত পরবর্ত্তী জন্ম-ক্ষণে শক্তি অনুসারে রূপ ব্রহ্মলোকে কিম্বা অরূপ ব্রহ্ম-লোকে জন্মরূপ বিপাক প্রদান করে। ধ্যান-চিত্ত লাভী ব্যক্তির সারা জীবনব্যাপী সম্পাদিত কোনরূপ কর্ম জন্মরূপ ফল দিতে পারে না। যেহেতু, যাঁর জীবনে এই ধ্যান-চিত্ত উদ্ভূত হয়, তা-ই তাঁর জীবনে সর্ব্বাধিক শক্তি-সম্পন্ন কর্ম। বিদর্শন ধ্যান-প্রসূত মার্গ ও ফল-জ্ঞান সমন্বিত হলে ইহার (সমাপত্তির) বিপাক দান অব্যাহত থাকে। ইহার গতি অতীব মহতী ও স্বভাব দেদীপ্যমান। এজন্য ইহাকে মহদ্গত-কর্ম বলে।

অকুশল গুরু-কর্ম্ম বলতে মাতৃ-হত্যা, পিতৃ-হত্যা, অর্হৎ হত্যা ও দ্বেষ-চিত্তে বুদ্ধের দেহ হতে রক্তপাত এবং সঙ্ঘ-ভেদ এই পঞ্চবিধ গুরুতর কর্ম্মকে বুঝায়। এই পঞ্চবিধ অকুশল গুরু-কর্ম্মের মধ্যে একটি যদি কারো জীবনে সংঘটিত হয়, তবে অব্যবহিত পর

জন্মেই তার নরক গমন অবশ্যম্ভাবী। ইহ জীবনে তার শত প্রয়াসেও ধ্যান-চিত্ত উৎপাদন কিংবা নরক গমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব পর হয় না। সুতরাং কারো জীবনে কুশল গুরুৎকর্ম্ম কিংবা অকুশল গুরু-কর্ম্ম সংঘটিত হলে তা-ই তার অনন্তর ভবে অর্থাৎ অব্যবহিত পর জন্মে জন্ম-রূপ ফল দান করে। গুরু-কর্ম্ম সম্পাদনের জন্ম এবং ফল প্রদানের জন্মের মধ্যে অন্তর বা ফাঁক নেই। এজন্য ইহাদের অপর নাম 'আনন্তার্য্য-কর্ম্ম'। কুশল গুরু-কর্ম্ম কোন উৎকট কারণ-বশতঃ পতন বা নষ্টীকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু অকুশল গুরু-কর্ম্ম অখণ্ডনীয়।

২। আসন্ন কর্ম্ম

জীবনে কখনও কোনরূপ গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদিত না হলে যেই কর্ম্ম মরণোন্মুখ জীবের মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সম্পাদিত হয়ে পরক্ষণে পরবর্ত্তী ভবে জন্ম-রূপ ফল প্রদান করে থাকে। তাই আসন্ন কর্ম। আসন্ন জীবনের সর্বশেষ মনঃ কর্ম্ম (জবন চিত্ত)। গুরু কর্ম ব্যতীত সারা জীবনব্যাপী অন্যান্য কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদিত হলেও মরণ মুহূর্তে সম্পাদিত মনঃ কর্ম্ম—অতি ক্ষুদ্র হলেও পরবর্ত্তী ভবের গতি ও প্রকৃতি নির্বাচন করতে সক্ষম। জীবনে কুশল কর্মের আধিক্য সত্ত্বেও মৃত্যুক্ষণে অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হতে পারে এবং আসন্ন কর্ম রূপে অধোগতি রূপ বিপাক প্রদান করতে পারে। অন্য পক্ষে, সারা জীবনের অকুশল কর্ম্মের সংখ্যা অত্যধিক বেশী থাকলেও মৃত্যুক্ষণে কুশল চিত্তের উৎপত্তি হেতু উর্দ্ধগতি লাভ হতে পারে। মরণোন্মুখ জীবের আপন চেষ্টায় হোক, কল্যাণ মিত্রের নির্দ্দেশ বা উপদেশে হোক কিংবা স্বকীয় কর্ম্ম নিমিত্তের শুভাগমণ হেতুতেই হোক, মৃত্যুক্ষণে কুশল চিত্ত উৎপন্ন হলেই তার গতি সৎ ও সুখের

হয়। কাজেই কিরূপে কুশল চিত্ত উৎপন্ন করতে হয় তাও জীবের শিক্ষনীয় বিষয়। যেহেতু গুরু কর্ম্মের গতিও অপ্রতিহত; কিন্তু আসন্ন কর্ম্মের গতি অনিবার্য্য নহে। তাই সর্বাগ্রে ফল প্রদান করতে অগ্রগামী। যেমন গোশালায় আবদ্ধ গো পালের মধ্যে যেইটি দরজায় উপস্থিত, ছোট বাছুর কিংবা অতি দুর্ব্বল হলেও দরজা খোলা মাত্রই সেইটি সর্বাগ্রে বাহির হয়।

কুশল পক্ষীয় আসন্ন কর্মের ফল সম্পর্কিত একটি গল্প বড় উপাদেয়ঃ

মধু-অঙ্গন নামক গ্রামে দ্বারিক নামে এক ব্যক্তি বাস করত। সে সারাদিন বড়শী দ্বারা মৎস্য স্বীকার করত। যে দিন যা পেত, তা তিন ভাগ করে দু'ভাগ বিক্রি করত। বিক্রি লব্ধ পয়সা দ্বারা বা বিনিময় করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগার করত। অপর এক ভাগ রন্ধন করত। সে এই প্রকারে পঞ্চাশ বৎসর জীবিকা নির্বাহ করে আসতেছিল। বার্দ্ধক্যের চাপে তাকে শয্যাশায়ী হতে হলো, তার চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেল। এ সময় নিকটস্থ গিরি-বিহার-বাসী তিষ্য-মহাস্থবির দ্বারিককে কিছুদিন ধরে দেখতে না পেয়ে দিব্য-দৃষ্টিতে তার অবস্থা লক্ষ্য করলেন এবং ভাবলেনঃ "এই দারুণ পাপী, আমার উপস্থিতিতে তার মঙ্গল হবে।" এরূপ ভেবে তিনি দ্বারিকের গৃহ দ্বারে উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে দ্বারিক বড়ই দুর্বল হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। মহাস্থবির তখন গৃহে প্রবেশ করে দ্বারিককে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "উপাসক, কেমন আছ? শীল গ্রহণ করবে কি? তখন সে প্রফুল্ল চিত্তে বলল—হাঁ প্রভো! করব।" অনন্তর মহাস্থবির ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল দিতেও সূত্র পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। পঞ্চশীল গ্রহণ পূর্বক সূত্র শ্রবণ করতে করতে তার বাক্ শক্তি রুদ্ধ হয়ে গেল।

মহাস্থবির ভাবলেনঃ "ইহাই তার পক্ষে যথেষ্ট।" কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বারিকের মৃত্যু হলো। মহাস্থবির চ'লে গেলেন।

মৃত্যু মুহূর্তে পঞ্চশীল গ্রহণ ও সূত্র শ্রবণের প্রভাবে দ্বারিক চতুর্মহা রাজিক স্বর্গে উৎপন্ন হলো। দেবপুত্র হয়ে দ্বারিক ভাবতে লাগল যে কোন কর্মের ফলে সে এই সৌভাগ্য লাভ করতে সমর্থ হলো? দেবপুত্র দিব্য দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করল যে একমাত্র মহাস্থবিরের অনুগ্রহের ফলেই সে এই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে। তখন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন-মানসে মহাস্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে বন্দনা করল এবং বলল: "আমি যদি পঞ্চশীল গ্রহণ ও ধর্ম শ্রবন পূর্ণ-ভাবে সমাধা করতে পারতাম, তা হলে আমি আরো ঊর্দ্ধতন দেবলোকে উৎপন্ন হতে সক্ষম হতেম।"

৩। আচরিত কর্ম্ম

কুশল হোক অথবা অকুশল হোক, জীবের যেই জাতীয় কর্ম-সমূহ সারা জীবনব্যাপী সম্পাদিত হয়, তা স্বভাবে পরিণত হয়ে পড়ে। সেই জাতীয় কর্ম সমূহ 'আচরিত কর্ম' নামে অভিহিত হয়। গুরু ও আসন্ন কর্মের অভাবে এই আচরিত কর্মই অনন্তর ভবে অর্থাৎ অব্যবহিত পর জন্মে জন্মরূপ বিপাক দান করে। তজ্জন্য তথাগত বুদ্ধ জীবের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে উপদেশ দিয়েছেনঃ

পুঞ্ঞঞ্চে পুরিসো কযিরা কযিরাথেনং পুনপ্পনং,
তম্হি ছন্দং কযিরাথ সুখো পুঞ্ঞস্স উচ্চযো।

যা কুশলময় কর্ম, তা পুনঃ পুনঃ সম্পাদন কর, জীবনে অভ্যাস কর, স্বভাবে পরিণত কর। তৎপ্রতি সর্বদা অকুশল স্মৃতি উৎপন্ন

কর। কারণ, সুখ-শান্তি পুণ্যময় কর্মের উৎস। কুশল-চিত্ত হলে পুণ্য বর্দ্ধিত হয়। পক্ষান্তরে,—

পাপঞ্চে পরিসো কযিরা ন তং কযিরা পুনপ্‌পুনং,
ন তম্‌হি ছন্দং কযিরাথ দুক্‌খো পাপস্‌স উচ্চযো।

অকুশল কর্ম কদাচ সম্পাদিত হলেও তা পুনঃ পুনঃ সম্পাদন করো না। যেই অকুশল কর্ম একবার কোনও কারণবশতঃ অগত্যা অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, তৎপ্রতি স্মৃতি উৎপাদনও করো না। যেহেতু, দুঃখ দুর্দ্দশা অকুশল কর্মের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হলে পাপ বর্দ্ধিত হয়। পাপময় স্মৃতি যতই অনুস্মৃতি হবে ততই পাপ ভাব বর্দ্ধিত হতে থাকবে। এমন কি, অকুশল ভাব ত্যাগের আকারে হোক বা গ্রহণের আকারে হোক, যতই ভাবিত ও অনুস্মৃত হবে, ততই চিত্তে অকুশল ভাব মুদ্রিত হবে। সুতরাং প্রাত্যাহিক কার্য্য সূচীতে নিয়মিত ভাবে যিনি যত বেশী কুশল কর্মের অনুশীলন করবেন, তিনি তত বেশী লাভবান ও সুখী হবেন। নিত্য দানানুষ্ঠান, চরিত্রোৎকর্ষ সাধনমূলক নীতির অনুশীলন, পৌনঃপুনিক উপাসনা ইত্যাদি কর্ম্ম কুশল জাতীয় আচরিত বা অভ্যস্ত কর্মের অন্তর্গত। বড়শিকের মৎস্য-শিকার, ব্যাধের পশুবধ, জেলের মাছ ধরা, দুশ্চরিত্রের ব্যভিচার, লাম্পট্য, নেশা-খোরের মাদক-দ্রব্য সেবন ইত্যাদি অকুশল জাতীয় 'আচরিত কর্ম্ম'।

৪। উপচিত কর্ম্ম

জীবের যে সকল কুশলাকুশল কর্ম্ম ইহ জীবনে ও অতীত জীবন পরম্পরায় ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ভাবে সম্পাদিত হয়ে চিত্ত-গর্ভে বৃহৎ স্তূপাকারে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, তা-ই- 'উপচিত কর্ম্ম।' গুরু আসন্ন

উপচিত কর্ম্মের তুলনায় ইহারা ক্ষুদ্রতর ও দুর্ব্বলতর হলেও সংখ্যাধিক্য হেতু কালে সর্বাধিক শক্তিশালী ফলপ্রসূ কর্ম-গঠন করতে সমর্থ। গুরু-আসন্ন-আচরিত কর্ম্মের প্রভাবে এই উপচিত কর্ম্মই পরবর্ত্তী জীবনে বিপাক দান করে। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মের বিপাক অনন্তর ভব বা অব্যবহিত পরবর্ত্তী জন্মে সংঘটিত হওয়ার উপযুক্ত কাল। নচেৎ অকুশল গুরু-কর্ম ব্যতীত অন্য সকল কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হয়ে গেলে বিপাক ফলবার সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু উপচিত কর্ম্মের বিপাক অনন্তর ভবে অথবা বহু জন্মান্তরেও ফল সম্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। যেই জন্ম কর্ম্মানুষ্ঠিত হয়, সেই জন্ম খুব অল্প কর্ম্মই ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত বা বিরুদ্ধ কর্ম্ম-শক্তি দ্বারা প্রতিহত হয়; অধিকাংশই জন্মান্তরে ভোগের জন্য সঞ্চিত হয়ে থাকে। সংস্কৃত শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে:

অনেক জন্ম সংজাতং প্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতং
৬।১০, ১২।১০, দেবী ভাগবত।

প্রত্যেক প্রাণীরই রাশি রাশি প্রাক্তন কর্ম্ম সঞ্চিত হয়ে থাকে, যার প্রভাবে জন্মান্তর বিবর্তন ঘটে। চিত্ত-সন্ততিতে প্রচ্ছন্ন কর্ম্ম শক্তিই সঞ্চিত বা 'উপচিত কর্ম্ম' নামে কথিত হয়।

প্রবর্তন বা জীবিত কালে ফল প্রদানের পর্য্যায় অনুসারে কর্ম্ম-চতুর্ব্বিধ। যথা: দৃষ্ট ধর্ম্ম বেদনীয়, উপপাদ্য-বেদনীয়, অপর পর্য্যায় বেদনীয় ও অহোসি।

১। দৃষ্ট-ধর্ম্ম বেদনীয় কর্ম

জীবগণ কায়-মনো বাক্য দ্বারে এমন সব কর্ম্ম সম্পান করে, যার বিপাক এই জীবনেই অনুভবনীয়। ইহ জীবনই ইহাদের ফল

ফলবার নির্দ্দিষ্ট কাল। ইহ জীবনে উপভোগ্য কর্ম্মরাশি যদি ইহ জীবনে ফল প্রদানের সুযোগ না পায়, বিরুদ্ধ কর্ম্মশক্তি দ্বারা যদি প্রতিহত হয়, তা হলে পরবর্ত্তী কোন জন্মে তার ফল দান করতে পারে না। এই জাতীয় কর্ম্ম 'দৃষ্ট ধর্ম্ম বেদনী' বা ইহকর্ম্মে উপভোগ্য কর্ম্ম বলা হয়। কর্ম্ম শুভ হোক বা অশুভ হোক, তা যদি অতিশয় উৎকট হয়, তবে ইহার ভোগ ইহ জীবনেই ভোগতে হয়।

সংস্কৃত শাস্ত্রেও দেখা যায়ঃ

অত্যুৎকটৈঃ পুণ্য পাপৈরিহৈব ফলমশ্নুতে।

—ধূর্ত জম্বুক কথা, হিতোপদেশ।

যেমন মল্লিকা দেবী তথাগতকে অতীব শ্রদ্ধা চিত্তে দান করে সেই জন্মেই রাজরাণী হলেন। শ্রেষ্ঠী পুত্র অর্হদ স্থবির কাত্যায়ণের প্রতি অশ্লীল চিত্ত উৎপাদনের ফলে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হলো। নহুষ ইন্দ্রত্বপদ লাভ করে অভিমানে এরূপ অন্ধ হয়ে পড়ল যে, সে অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণকে নির্য্যাতন করে সপ্ত অজগর দেহ প্রাপ্ত হলো। সতী সাবিত্রী কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন দ্বারা ক্ষীণায়ু পতি সত্যবানের দীর্ঘায়ু সম্পাদন করে আপনার বৈধব্য-যন্ত্রণা বারণ করলেন।

অকুশল পক্ষীয় দৃষ্ট-ধর্ম-বেদনীয় কর্ম্মের একটি উদাহরণঃ

শ্রাবস্তীতে নন্দ নামে জনৈক গো-ঘাতক পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ গো-হত্যা করে মাংস বিক্রি-লব্ধ অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে-ছিল। সে নিজেও প্রত্যহ গো-মাংস ভক্ষণ করত। একদিন সে ভোজন কালে মাংস খেতে না পেয়ে তৎক্ষণাৎ সে একটি গরুর জিহ্বা কর্তন করে আগুনে সেঁকে আহার করল। তার এই

অমানুষিক পাপ কর্ম্মের ফলে তখনই তার ভাতের থালায় নিজের জিহ্বা খ'সে পড়ল। ইহাতে তার যাতনার সীমা রলো না। ভীষণ যন্ত্রনায় সে প্রাণ ত্যাগ করল। পাপীষ্ঠ মৃত্যুর ভীষণ নরকে পতিত হলো।

অপর এক গল্পে বলা হয়েছেঃ একদা রাত্রে নন্দ যক্ষ তার এক যক্ষ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আকাশ পথে বিচরণ করতেছিল। এমন সময় শারী পুত্র মহাস্থবির খোলা মাঠে যোগাসনে বসে যোগ-সাধনা করতেছিলেন। মহাস্থবিরকে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট দেখতে পেয়ে নন্দ যক্ষ তাঁর মস্তকে আঘাত করতে ইচ্ছা করল। তার এই কু-অভিপ্রায় জানতে পেরে তার সঙ্গী তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করল। সঙ্গীর বাধা সত্ত্বেও মহাস্থবিরের মস্তকে ভীষণ প্রহার করল। প্রহার করা মাত্রই নন্দ যক্ষ "আমি জ্বল্‌ছি, আমি জ্বল্‌ছি" বলে চীৎকার করতে করতে অবীচি নরকে উৎপন্ন হয়েছিল।

২। উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম্ম

জীবের যেই সকল কর্ম্ম ইহ জীবনে সম্পাদিত হয়ে অব্যবহিত পরবর্ত্তী জন্মেই অনুভবনীয় হয়, তা-ই 'উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম্ম'। জীব এরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করে তৎপরবর্ত্তী ভবেই যার ফল প্রদানের নির্দ্দিষ্ট কাল। যদি কোন কর্ম্ম পরবর্তী ভবে ফল প্রদানের অবকাশ না পায়, বিরুদ্ধ-শক্তি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তা হলে সেই কর্ম্ম তৃতীয় জন্মে ফল দান করতে পারে না। পরবর্ত্তী ভবে উপভোগ্য এই কুশল বা অকুশল জাতীয় কর্ম্ম কারো জীবনে একাধিক সংঘটিত হলেও সর্ব্বাধিক শক্তিশালী একটির ভোগ আরম্ভ হলে অন্যগুলো ব্যর্থ বা নিষ্ফল হয়ে যায়। যেমনঃ অসিত মুনির অষ্টম

সমাপত্তিতে ব্রহ্মে লীন হওয়ায় অন্যগুলো ব্যর্থ এবং দেবদত্তের সঙ্ঘভেদ ও দ্বেষ-চিত্তে বুদ্ধদেহ হতে রক্তপাতের ফলে একটিতেই মহানায়ক ভোগ হয়। অন্যটি বন্ধ্যা হয়ে যায়।

৩। অপর পর্য্যায় বেদনীয় কর্ম্ম

জীবের যেই সকল কর্ম্ম পরবর্ত্তী তৃতীয় জন্ম হতে পূর্ণ মুক্তি লাভ না করা অবধি যে কোন জন্মে ফল-প্রসূ হবেই। যেই জাতীয় কর্ম্মগুলো কখনও বন্ধ্যা বা নিষ্ফল হবার নহে—সেই কর্ম্ম-ই "অপর পর্য্যায় বেদনীয় কর্ম্ম" নামে অভিহিত হয়। তা-ও কুশল-অকুশল ভেদে দ্বিবিধ। এই জাতীয় অকুশল কর্ম্মকে উপলক্ষ্য করে তথাগত বুদ্ধ বলেছেন ঃ

ন অন্তলিক্খে ন সমুদ্দ মজ্ঝে,
ন পব্বতানং বিবরং পবিস্স ;
ন বিজ্জতি সো জগতি প্পদেসো,
যত্থ ট্ঠিতো মুঞ্চেয্য পাপ কম্মা।

অর্থাৎ অন্তরীক্ষে, সমুদ্র গর্ভে কিম্বা পর্বত বিবরে যেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন, জগতে এমন কোন স্থান নেই,—যেখানে অবস্থান করলে বা পলায়ন করলে পাপ কর্ম্মের ফল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে পালি অট্ঠ-কথার তিনটি গল্প বড় প্রণিধান যোগ্য ঃ—

১। একদিন এক স্ত্রীলোকের অসাবধনতাবশতঃ তার গৃহে অগ্নি সংযুক্ত হলে বায়ুবেগে এক জ্বলন্ত কাষ্ঠ-খণ্ড আকাশের দিকে উত্থিত হলো। সেই মুহূর্ত্তে এক কাক আকাশ মার্গে উড়ে যেতে

ছিল। দুর্ভাগ্য ক্রমে জলন্ত কাষ্ঠ খণ্ডটি উড্ডীয়মান কাকের গ্রীবায় গিয়ে লাগে এবং তৎক্ষণাৎ অগ্নি-দগ্ধ হয়ে কাকটি ভূপতিত হয়। তথাগত বুদ্ধ সর্বজ্ঞ-দৃষ্টিতে কাকের এই শোচনীয় মৃত্যুর পূর্ব্বযোগ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: অতীত-কালে বারাননীতে এক কৃষক ছিল। কৃষক গবাদি বহু পশুর মালিক ছিল। তন্মধ্যে একটি গরু ছিল অলস ও কুর্ম্ম কুণ্ঠ। বহু চেষ্টা সত্বেও ইহা দ্বারা কোন কার্য্য সমাধা করতে পারত না। কাজে নিয়োগের সময় হলে ইহা শুয়ে থাকত। ভীষণ দণ্ডাঘাতে দু'একবার গাত্রোত্থান করলেও পুনঃ শুয়ে থাকত। ইহাতে কৃষক একদিন গরুটির প্রতি ক্রোধান্ধ হয়ে গায়ের উপর খর-তৃণাদি চাপিয়ে দিয়ে অগ্নি সংযোগ করে দেয়। ফলে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে গরুটি তৎক্ষণাৎ মরে যায়। এই দুষ্কর্মের ফলে কৃষক জন্ম-জন্মান্তর দুর্বিপাক ভোগ করে। পরিশেষে, কাক জন্মে তার বিপাক ভোগ ক্ষয়ে সমাপ্তি ঘটে। এই কাক ছিল—সেই দুষ্কর্ম্মা কৃষক।

২। এক সময় একখানা জলজাহাজ অন্যত্র গমনকালে মাঝ-সমুদ্রে হঠাৎ অচল হয়ে যায়। অনুসন্ধানে দেখা গেল, ইহার কল-কব্জা সমূহ অটুট ও অবিকল রয়েছে। অগ্নি, জল, কয়লা প্রভৃতি জাহাজ চালাবার কোন উপকরণেরও ব্যতিক্রম হয়নি। অথচ শত প্রয়াসেও জাহাজকে এদিক-ওদিক করতে পারা গেল না। তাই সকলের ধারণা জন্মিল যে, এই জাহাজে কোনও মহা পাপীর উপস্থিতি রয়েছে, যার পাপ-প্রভাবে জাহাজ এরূপ অচল হয়ে আছে। তন্ত্রবিদ্যা কিম্বা অন্য কোন কৌশলে প্রণামিত হলো যে, নাবিকের স্ত্রী-ই মহা পাপীণী, জাহাজ অচল হওয়ার জন্য দায়ী। তার পূর্বকৃত দুষ্কর্ম্ম তাঁকে ভোগাবার জন্য শক্তিধারণ পূর্ব্বক পরিপক্ক

হয়েছে। এই মহা বিপদে আরোহীগণের সকলেই নাবিকের বিচার-বুদ্ধির অপেক্ষা করতেছিল। নাবিক তাঁর একমাত্র স্ত্রীর জন্য কিরূপে বিপুল জনতাকে অতল সমুদ্র-গর্ভে বিলীন হতে দিবেন এবং নিজেই বা কিরূপে সমুদ্রে ডু'বে মরবেন? অবশেষে তিনি উপায়ান্তর না দেখে তাঁর প্রাণ-সমা প্রেয়সী স্ত্রীর মৃত্যুই উচিৎ বিবেচনা করলেন। অনন্তর তাঁর আদেশ ক্রমে স্ত্রীর গ্রীবাদেশে এক বালুকাপূর্ণ কলসী বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর জাহাজ স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। ইহার পূর্ব্বযোগ-বর্ণনায় দেখা যায়ঃ এই স্ত্রী লোকটি অতীতে বারানসীর এক গৃহপতির পত্নী ছিল। সে স্বহস্তে যাবতীয় গৃহকর্ম্ম সমাধা করত। ঐ গৃহে সর্ব্বদা এক সর্প আগমন করত। ইহার শুধু এই স্ত্রীলোকটির প্রতিই অনুরাগ ছিল। সে সংগোপনে এসে স্ত্রীলোকটি গা বেয়ে উঠে বেরিয়ে ধরত। রাত্রি-কালে উপর হতে তার ঘুমন্ত দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এক-দিন সে বিরক্ত হয়ে একখানা জ্বালানী কাঠ দ্বারা একই প্রহারে সর্পটিকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিল। সর্প সেই জন্ম হতে চ্যুত ঐ বাড়ীতেই কুকুর যোনি প্রাপ্ত হয়। যথাকালে ভূমিষ্ট হয়ে কুকুর শাবক বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্ত্রীলোকটির প্রিয় হয়ে উঠল। হাঁটতে, বসতে, চলতে, শুইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কুকুরটি ইহার চির-সাথিণীর সঙ্গ ত্যাগ করত না। তদ্দর্শণে প্রতিবেশী যুবকগণ নানা ব্যঙ্গোক্তি সহকারে স্ত্রীলোকটিকে বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করল। ইহাতে সে লজ্জিতা ও ব্যথিতা হয়ে কুকুরটিকে তার সঙ্গ ত্যাগ করাতে চেষ্টা করে, কিন্তু সমর্থ হলো না। একদিন এক কলসী কাঁকে সে পুকুরে গেল এবং প্রিয় কুকুরটিও তার অনুগমন করল। সে তখন কলসীটি বালুকাপূর্ণ করে কুকুরের গলায় বেঁধে পুকুরে ফেলে

দিল। কুকুর তৎক্ষণাৎ সলিল সমাধিতে অন্তর্হিত হয়ে গেল। এই কুকুর ও সর্প তৎপূর্ব্ববর্তী জন্মে এই গৃহপত্নীর ভক্তা ছিল। স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশতঃ তিন জন্মেও ইহার কিছু মাত্র লাঘব করতে না পেরে এই দুর্ভোগ ভোগ করল। স্ত্রী লোকটি উক্ত দুষ্কর্ম্মের বিপাক বহু জন্ম ভোগ করার পরও ইহ জন্মে নাবিকের স্ত্রীরূপে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভোগ করল।

৩। একদা সাতজন ভিক্ষু তথাগত বুদ্ধের দর্শনে যেতে ছিলেন। পথিমধ্যে রাত্রি যাপন উদ্দেশ্যে এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। গুহায় শয়নোপযোগী সাতটি মঞ্চ ছিল। এক এক মঞ্চে এক এক জন ভিক্ষু আসন গ্রহণ করলেন। দুর্দ্দৈব ক্রমে সম্পুর্ণ অপ্রত্যাশিত-ভাবে রাত্রিকালে একটা বিরাট পাষাণ এসে ঐ গুহার দ্বার রুদ্ধ করে ফেলল। পরদিন সকালে পার্শ্ববর্ত্তী বিহারবাসী ভিক্ষু ও গ্রাম-বাসীগণ পাষাণখানা অপসারিত করার জন্য সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করেও কিঞ্চিৎ নড়াচড়া করতে পারলনা। সপ্তাহকাল যাবৎ পাষাণ নিশ্চল হয়ে রইলো। ফলে, অভ্যন্তরস্থ ভিক্ষুগণের অনাহারাদি ক্লেশের অবধি রলো না। সাতদিন পর পাষাণ আপনাপনিই অপ-সারিত হয়ে গেল। অতঃপর ভিক্ষুগণ জীর্ণ-শীর্ণ দেহে কাঁপতে কাঁপতে বের হয়ে আসলেন। ইহাতে দেখা গেল, মৃত্যু সম কষ্ট ভোগ করলেও কারো প্রাণ-নাশ ঘটে নি। ইহার অতীত বর্ণনায় পাওয়া যায়ঃ

অতীত কালে বারানসীর সাতজন গোচারক কোন এক পর্ব্বতের পাদদেশে গরু চরাতে যেত একদিন গৃহে ফিরবার পথে তাঁরা একটি গোসাপ দেখতে পেয়ে দৌড়াতে আরম্ভ করে। গোসাপ প্রাণ-ভয়ে এক উই-এর ঢিবির গর্ত্তে প্রবেশ করে। গোচারকগণ গোসাপের

সাক্ষাৎ না পেয়ে নানা পত্র-পল্লবে গর্তদ্বার বন্ধ করে চলে গেল। গোসাপটি শত প্রয়াসেও বের হতে পারল না এবং অভ্যন্তরে অনাহারে অশেষ কষ্ট ভোগ করল। সাতদিন পর গোচারকগণ পুনঃ গোচারণে গেলে ঐ ঘটনার স্মৃতি তাদের অন্তরে উদিত হলো। তারা কৌতূহল চিত্তে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে যখন গর্ত্তাদ্বার উন্মুক্ত করে দিল, তখন হতভাগ্য গোসাপ মরণাপন্ন দেহে কাঁপতে কাঁপতে বহির্গত হলো। তদ্দর্শনে গোচারকগণের চিত্তে করুণার সঞ্চার হলো এবং ইহার পৃষ্ঠে হাত বুলাতে বুলাতে যেতে দিল। সেই সাতজন গোচারক বালকই ছিল—এই সাতজন ভিক্ষু। গোসাপকে গর্ত্তে আবদ্ধ করে কষ্ট দেওয়ার ফলেই তাঁরা ইহ জন্মে গুহার দ্বার পাষাণ বদ্ধ হয়ে সপ্তাহ কালাবধি নিদারুন দুঃখ ভোগ করলেন। যদি গোসাপ গর্ত্তভ্যন্তরে প্রাণ-ত্যাগ করত কিংবা অনায়াসে যেতে না দিয়ে বধ করে ফেলত, তা হলে ভিক্ষুগণও মৃত্যুর কবল হতে অব্যাহতি পেতেন না।

এ সকল কর্ম্ম আপন বলবত্তায় ভবিষ্যতে যখনই অবকাশ লাভ করে, তখনই ফলদান করে থাকে। কর্ম্মজ জীবন প্রবাহে এ জাতীয় কর্ম্মের বন্ধ্যাভাব নেই। এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে হত্যা করল এবং এক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করল। এ স্থলে নিহত হন্তা বা প্রাণ রক্ষকের সঙ্গে এক অতীন্দ্রিয় সম্পর্ক ঘটল। ফলে, হন্তাকে নিহত হতেই হবে আর রক্ষককে রক্ষা করতেই হবে। যেহেতু, কর্ম্ম ও দুই বিভিন্ন অবস্থাও বটে, আবার ইহারা এক ও অভিন্ন বটে; যতদিন ইহার ফল ভোগ না হবে, ততদিন ইহার নিষ্ফলতা নেই। সম্ভবতঃ মহাভারতে এ জাতীয় কর্ম্মকে লক্ষ্য করেই উক্ত হয়েছে ঃ

যথা ধেনু সহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা পূর্ব্ব কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তার মনু গচ্ছতি॥
—শান্তি পর্ব্ব, ১৮১। ১৬

যেমন সহস্র ধেনুর মধ্যেও বৎস আপন মাতাকে বেছে লয়, তেমনি পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অসংখ্য জীবগণের মধ্যে কর্ত্তাকেই অনুসরণ করে; কর্ম্ম তাকে বিপাক দান করবেই। এ জাতীয় কর্ম্মের হাত হতে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। শুভ হোক বা অশুভ হোক—কর্ম্মের ফল ভোগ করতেই হবে। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত গ্রন্থেও এ জাতীয় কর্ম্ম সম্পর্কে প্রতিধ্বতি দেখতে পাওয়া যায়ঃ

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।
শুভাশুভং চ যৎ কর্ম্ম বিনা ভোগাৎ ন তৎক্ষয়॥
ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত, কৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ৮৪

ভোগ ছাড়া কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। ভোগই ইহার পরিসমাপ্তি। "না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটি শতৈরপি।" কর্ম্ম সম্পাদনার পর শত কোটি কল্প বর্ষ অতীত হলেও কর্ত্তাকে না ভোগিয়ে নিষ্কৃতি দিবে না। এই জাতীয় কর্ম্মগুলো এরূপ শক্তিধরই বটে।

৪। অহোসি কর্ম্ম

জীব এমন সব অসংখ্য কর্ম্ম সম্পাদন করে যা ইহাদের অতীব দুর্ব্বলতা হেতু নির্দ্দিষ্ট কালে ফল প্রদান করতে অক্ষম বা বিরুদ্ধ কর্ম্মশক্তি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে বন্ধ্যা বা নিস্ফল হয়ে যায়—তা-ই 'অহোসি কর্ম্ম' নামে অভিহিত হয়। 'অহোসি' অর্থ—এক সময় ফলোদ্গম শক্তি সম্পন্ন ছিল, কিন্তু এখন ক্ষীণ বীজ হয়ে

গিয়েছে। পূর্ব্বোক্ত অপর পর্য্যায় বেদনীয় কর্ম্ম ও অকুশল গুরু কর্ম্ম ব্যতীত অন্য সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম যথাকালে ফলোৎপাদনে ব্যর্থ হলে তা অহোসি কর্ম্মে পরিণতি লাভ করে। অপর পর্য্যায় বেদনীয় ও অকুশল গুরু কর্ম্মের অহোসি ভাব থাকে না। ইহাদের ফলোদ্গম শক্তি অব্যর্থ, অমোঘ।

কাল বা সময় বলতে জগতে কোন কিছুই নেই, অথচ জগত কালাধীকাল নিয়ন্ত্রিত। কাল সমস্ত জীব-জগতকে গ্রাস করে আছে। কালের মাধ্যমেই জীবের উত্থান-পতন জন্ম-মৃত্যু সমস্ত কিছুই সংঘটিত হয়। শাস্ত্রে কালকে 'প্রজ্ঞপ্তি' বলা হয়েছে। 'প্রজ্ঞপ্তি' অর্থ—মনের ধারণা, অনুমান, লোক-সম্মতি, কল্পনা, সর্বজন বিদিত বিশ্বাস। বস্তুতঃ, কাল নামক কোন ব্যক্তি, শক্তি কিম্বা চরাচর বস্তুর কোন রূপ অস্তিত্ব জগতে বিদ্যমান নেই। কাল সর্ব্বতো শূন্য। এই শূন্য পদার্থকে প্রাণিগণ প্রয়োজন বলে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। কাল-চক্রে প্রাণিগণ নিয়ত ঘূর্ণায়মান। এই সর্বব্যাপী কালকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। বর্ত্তমান কাল অতীত অনাগত কালের কল্পনা প্রমাণ করছে। অতীত কাল বর্ত্তমান সৃষ্টি করেছে এবং বর্ত্তমান ভবিষ্যতের সৃষ্টি করবে। যেমন বর্ত্তমান বৃক্ষটি অতীত বীজের নিদর্শন এবং ভবিষ্যৎ ফল বা পুনঃ বীজ—বৃক্ষের কারণ। এরূপে বীজ ও বৃক্ষাকারে সকল উদ্ভিদ নিত্য চলমান। কাল যেমন আদ্যন্ত বিরহিত, বীজ ও বৃক্ষের আদ্যন্ত যেমন প্রমাণাতীত, তেমনি এই কাল্পনিক কাল ও বীজ বৃক্ষের অবিরাম গতির ন্যায় সাধারণ জীবগণ আদ্যন্ত বিরহিত জড়-চেতনময় পদার্থ। কর্ম্ম ও ফল-সমন্বিত প্রবাহে ভ্রাম্যমান। কাল-বশীভূত বর্ত্তমান সজীব প্রাণীগণ কর্ম্ম ও ফল সমন্বিত অতীত-অনাগত কালের

প্রামাণ্য মূর্ত-প্রতীক। দৃশ্যমান জীব পূর্ব্বকৃত আপন কর্ম্ম-প্রভাবে বর্তমানের জন্ম, জরা, ব্যাধি, আয়ু, ভোগ ইত্যাদি ফল-সম্পন্ন দেহ-মন লাভ করেছে এবং বর্তমানের ফলোদ্ভুত কর্ম্মবশে আবার জাতি, আয়ু ও ভোগযুক্ত জীবন লাভ করবে। ইহাই কর্ম ও ফল-চক্রের নৈসর্গিক বিধান।

দৈব ও পুরুষকার

কেউ কেউ বলেন: প্রাণিগণের পূর্ব্ব জন্মান্তর কৃত কর্ম্ম দ্বারাই ইহ জন্মের জাতি, জরা, আয়ু, সুখ, দুঃখ, ভোগ, এমন কি সমস্ত কিছুই নিয়মিত হয়। কর্মের ফল একান্ত দৈবাধীন ও ভোগ্য। জীবের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সমস্তই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট। দৈব বা অদৃষ্ট সব কিছুই প্রধান। জীব অদৃষ্টের দাস। 'ভবিতব্যং ভবত্যেব।' অর্থাৎ যার যা হবার আছে—তার তা হবেই। যে সাধু হওয়ার সে সাধু হবে, যে চোর হওয়ার—সে চোর হবে, যে ধনী হওয়ার—সে ধনী হবে, যে দরিদ্র হওয়ার সে দরিদ্র হবে, যে নরকে যাওয়ার—সে নরকে যাবে, যে স্বর্গে যাবার—সে স্বর্গে যাবে, যে পণ্ডিত হওয়ার-সে পণ্ডিত হবে, যে মূর্খ হওয়ার—সে মূর্খ হবে। মানবের তাতে করবার কি আছে?

"ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র, ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং"।

আবার ইহার প্রতিধ্বনিও শুনতে পাওয়া যায়:

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি॥

অর্থাৎ ভাগ্যদেবী যত্নবান উদ্যোগী পুরুষ-সিংহকেই জয়মাল্যে বরণ করেন। যারা কাপুরুষ তাঁরাই ভাগ্য বা অদৃষ্টের দোহাই পড়ে থাকে। এই ধরণী, হীন-বীর্য্য ও অলস-প্রকৃতি লোকের স্থান নহে। ইহাকে ভোগ করবার অধিকার বীর-বিক্রম-শালী পুরুষেরই —'বীরভোগ্য বসুন্ধরা।' এই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ বুদ্ধি বিভ্রান্ত ও বিমোহিত হয়। বস্তুতঃ, জগতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় যে,—খুব শক্তিশালী যোগ্য ব্যক্তি উদ্দেশ্য-পথে প্রাণ-পণ চেষ্টা করেও ব্যর্থকাম হয়। আর কোন অধম অযোগ্য ব্যক্তি নাম মাত্র চেষ্টায় আশাতীত সফলতা লাভ করে। কোন ছাত্র সারাদিন অধ্যয়ন করেও বিশেষ কিছু আয়ত্ত করতে পারে না। আর কোন ছাত্র অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক কিছু আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়। জীবন-যুদ্ধে কেহ জয়শ্রী-মণ্ডিত, আর কেহ বা মর্মন্তুদ ভাবে পরাজিত। ইহার সমাধান কি!

যে ব্যক্তি ইহ জীবনে যে কোনরূপ কর্মানুষ্ঠান করুক না কেন, তার বর্তমান ক্রিয়মান কর্ম্মের সহিত পূর্ব্ব-জন্মকৃত বহু কর্মের যোগা-যোগ থাকে। ক্রিয়মান কর্ম, প্রারব্ধ কর্ম ও পূর্বকৃত সঞ্চিত কর্ম-সংস্কার যদি এক জাতীয়, সমগুণযুক্ত ও এক সদৃশ হয়, তা হলে পরস্পর সংরক্ষক, পরিপোষক ও সহযোগী হয়ে বলিষ্ঠ হয়। কুশল হোক বা অকুশল হোক—ইহাতে তার আশাতীত ভাবে কার্য্য-সিদ্ধি ঘটে। 'যাজ্ঞ বল্ক্য-স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে:

দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম সিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব দেহিকম্॥

কেচিৎ দৈবাদ্ধঠাৎ কেচিৎ পুরুষকারতঃ।
সেধ্যন্তার্থা মনুষ্যানং তেষাং যো নিস্ত পৌরুষম্॥
যথাহেকেন চক্রেন রথস্য ন গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষ কারেন বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥

আচারাধ্যায়।

শুধু পূর্বজন্মকৃত কর্ম দ্বারা কার্য্যসিদ্ধ হয় না এবং একা ইহ জীবনের উদ্যম, যত্ন, চেষ্টা দ্বারা ও উদ্দেশ্যের সফলতা লাভ করা যায় না। কার্য্যসিদ্ধির প্রয়োজনে উভয়েরই সহযোগিতা প্রয়োজন। ইহারা কখন কখন পরস্পর সাপেক্ষ। দৈব ভিন্ন পৌরুষ সফল হয় না এবং পৌরুষ ব্যতীত দৈব প্রতিফলিত হয় না। রথ যেমন এক চক্রে চলে না, জীবের সাফল্য সিদ্ধিও পূর্ব কিম্বা ইহ জীবনের একমাত্র শক্তিতে হয় না। উভয়েরই সমান সহযোগিতা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে এক সাধু মহাত্মা কথিত একটি গল্প প্রণিধান-যোগ্য: "জনৈক ব্যক্তির বাগানে এক সুমিষ্ট আম গাছ ছিল। কিন্তু মালী-দিগের দৌরাত্ম্যে ঐ গাছের ফল কখনও মালিকের ভোগে আসত না। নিরুপায় হয়ে মালিক সমস্ত পুরাতন মালী বিদায় করে দিল এবং ঐ বাগান এক অন্ধ ও এক খঞ্জের তত্ত্বাবধানে রাখলেন। তাঁর ধারণা ছিল—আম্রফল অন্ধের দৃষ্টি-গোচর হবে না। অতএব তার তত্ত্বাবধানে থাকলে আম্রফল সুরক্ষিত হবে। খঞ্জের দৃষ্টি-গোচর হলেও বৃক্ষোপরি আম্রফল তার অনধিগম্য থাকবে। এরূপে কিছুদিন চলল বটে; কিন্তু যখন উভয়ে এক মতাবলম্বী হয়ে একজনের চক্ষু ও আর একজনের চরণের সহিত সংযুক্ত করে দিল, অর্থাৎ অন্ধের কাঁধে খঞ্জ আরোহন করে যখন আম পারতে আরম্ভ

করল, তদবধি আর কেহ ঐ আম্র ফলের সাক্ষাৎ পেল না।" পূর্ব জন্মকৃত সংস্কার ও ইহ জীবনের পুরুষাকার সম্পর্কেও সেরূপ।

ইহ জীবনের জ্ঞান সাধনার উত্তম ও পূর্ব্বকৃত জ্ঞান-সংস্কার বলবান থাকলে শিক্ষার্থী ইহ জীবনে শিক্ষার সফলতা লাভ করে। কিন্তু অজ্ঞান সংস্কার, বিপক্ষ প্রতিযোগী। সাধনা ক্ষেত্রে সর্বদা পরস্পর দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ সৃষ্টি করে। যুদ্ধে বলবত্তরই জয়টীকা ধারণ করে। পূর্ব্বকৃত জ্ঞান-সংস্কার শক্তি-সম্পন্ন হলেও ইহ জীবনের যত্ন ও উত্তম ব্যতিরেকে কেহ জ্ঞান-সাধনার সাফল্য লাভ করতে পারে না। অন্য পক্ষে, পূর্ব্বকৃত জ্ঞান সংস্কার অতীব দুর্ব্বল কিম্বা আদৌ নেই। সে-ক্ষেত্রে ইহ জীবনের প্রাণ-পণ চেষ্টায়ও আশানুরূপ সাফল্য লাভ হয় না। অজ্ঞান-সংস্কারের বলবত্তা হেতু বিফল মনোরথ হয়। অবশ্য ভবিষ্যতের জন্য তার জ্ঞান-সংস্কার বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে না। ইহ জীবনের বলবান জ্ঞান-সাধনা ও পূর্ববর্ত্তী জ্ঞান-সংস্কার যেমন অনুকুল ও সহযোগী হয়ে অধিকতর বলবান হয় এবং শক্তি অনুসারে অজ্ঞান-সংস্কারকে দুর্ব্বল করে উৎপীড়ন করে ও ধ্বংস করে, তেমনি ইহ জীবনের অজ্ঞান-চর্চ্চা দুর্ব্বল হলেও পূর্ব্ব জন্মকৃত অজ্ঞান-সংস্কারকে সহযোগী করে অধিকতর বলবান হয়। স্বভাব বিরুদ্ধ দুর্ব্বলতর জ্ঞান সাধনাকে শক্তি অনুসারে দুর্ব্বল করে, উৎপীড়ন করে, বাধা দেয়, আঘাত হানে ও ধ্বংস করে। এরূপে একের হ্রাস-বৃদ্ধিতে অপরের হ্রাস-বৃদ্ধি সাধিত হয়।

দৈব বা জন্মান্তরের সুকৃত-দুষ্কৃত জনিত অদৃষ্ট আর ইহ কালীন উত্তম, প্রযত্ন ও পুরুষকার সম্পর্কে যোগ বা শিষ্টকারের তুলনা অতীব সমীচীন:

দ্বৌহুড়াবিব যুধ্যেতে পুরুষার্থৌ সমাসমৌ।
প্রাক্তন শ্চৈহিকশ্চৈক সাম্যতাত্রাল্প বীর্য্যবান॥ ৫।৫
দ্বৌহুড়াবিব যুধ্যেতে পুরুষার্থৌ পরস্পরং।
য-এব বলবাং স্তত্র স এব জয়তি ক্ষণাৎ॥ ৬।১০
ঐহিকঃ প্রাক্তনঃ হন্তি প্রাক্তনোহন্য ত নং বলাৎ॥ ৬।১৮

যোগ বা শিষ্ট মুমুক্ষু।

যোগ বা শিষ্টকার প্রাক্তন কর্ম্ম-সংস্কার ও ঐহিক কর্ম্মের মধ্যেকার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে মেষের যুদ্ধের সহিত তুলনা করেছেন। দু'টি বিবদমান মেষের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে কখনো একের জয় হয়, কখনো অন্যের জয় হয়। পরিশেষে যেটা অধিকতর বলবান সেটাই অপরকে পরাজিত করে আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তদ্রূপ প্রাক্তন কর্ম্ম-সংস্কার ও ঐহিক কর্ম্মের মধ্যে দুই বিপরীত ভাবাপন্ন হলে দুই-এর মধ্যে সংগ্রাম চলতে থাকে। কখনো ইহ কালীন ক্রিয়মান কর্ম্মোদ্দীপনা বলবত্তর হয়ে প্রাক্তনকে নিষ্প্রভ করে, আর কখনো বা প্রাক্তন কর্ম্ম-সংস্কার অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ক্রিয়মান কর্ম্মকে পঙ্গু করে ফেলে। কুশল দৈব ও কুশল পুরুষকার, অকুশল দৈব ও অকুশল পুরুষকার পরস্পর পরিপোষিত, সাহায্য প্রাপ্ত ও সংরক্ষিত হয়, আর কুশল দৈব ও অকুশল পুরুষকার, অকুশল দৈব ও কুশল পুরুষকার পরস্পর সংঘর্ষ, সংগ্রাম উৎপীড়ন, বাধা ও শক্তি অনুসারে বাধা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর বলবত্তর কর্ম্মের বিপাক ভোগই চলতে থাকে। যোগ বা শিষ্টকার আরো বলেছেন ঃ

দৈবং পুরুষকারেন যো নিবর্তি মিচ্ছতি।
ইহ বহিমুত্র জগতি স সম্পূর্ণাভিবাঞ্ছিতঃ॥ ৭।২

হন্তনী দুষ্ক্রিয়াহভ্যেতি শোভাং সৎ ক্রিয়য়া যথা।
অদ্যৈবং প্রাক্তনী তস্মাৎ যত্নাৎ সৎ কার্য্যবান ভবেৎ॥

যোগ বা শিষ্ট মুমুক্ষু।

জীবগণের জন্মান্তরীণ যাবতীয় দুকর্ম্ম জনিত দুর্ভাগ্য ইহ জীবনের কর্ম্ম-উদ্দীপনা ও প্রধান্যে নিয়মিত হয়। পূর্ব্ব সংস্কারের ফলোদগম অবশ্যম্ভাবী হয়—যদি ঐহিক কুশল কর্ম্ম-উদ্যম প্রচেষ্টা ও যত্নের সহিত সম্পাদিত না হয়। পূর্ব্বকৃত দুকার্য্য ইহ জীবনের বলবৎ সৎ কার্য্য দ্বারা ব্যাহত হয়। সৎ কার্য্য ও শক্তিশালী দুষ্কর্ম্ম দ্বারা নষ্টীকৃত হয়। দেখা যায়, শুভ বা অশুভ কর্ম্মের মধ্যে পরস্পর শক্তি অনুসারে যোগ-বিয়োগ বা জয়-পরাজয়ের বিপাক বর্ত্তমান। ইহাও কর্ম্ম-তত্ত্বের অন্যতম বিধান।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রানুসারে যুক্তি প্রভাবে এই প্রতীতি জন্মে যে, পুরুষ-শক্তি, পুরুষ-বীর্য্য, ও পুরুষ-পরাক্রমে নিত্য নব নব কুশল শক্তির উন্মেষ-সাধন এবং আত্ম-প্রচেষ্টায় মোহ-মলিন চিত্ত হতে অবিদ্যা তৃষ্ণার চির প্রহেলিকা উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক সংসার দুঃখের অবসান ঘটাতে পারা যায়। প্রচেষ্টা, যত্ন ও পৌরুষ দ্বারা জাতি, আয়ু, ভোগ প্রভৃতি সমস্ত কিছুই পরিবর্ত্তিত ও নিরাকৃত হতে পারে। সুতরাং ইহাও স্পষ্টীভূত যে,—জীব কর্ম্মের দাস নহে, দৈব বা অদৃষ্টের ক্রীড়ার পুতুলও নহে। জীব আপন-আপন সৌভাগ্যের নিয়ামক তদ্দেতু তথাগত বুদ্ধ বলেছেন:

"অত্তা হি অত্তনো নাথো কোহি নাথো পরোসিয়া।
অত্তনা হি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং॥"

আপনিই আপনার ত্রাণ-কর্ত্তা। সুদান্ত সংযত পুরুষ আত্ম-চেষ্টাতেই আপনার অভীপ্সিত দুর্লভ সিদ্ধি লাভে সমর্থ হন। পর-মুখাপেক্ষিতা ত্যাগ না করে কিম্বা আত্ম-নির্ভরশীল না হয়ে কারো পক্ষে কোন প্রকার সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। তাই প্রত্যেককে আত্মস্থ হতে হয়। যেহেতু আত্ম-প্রতিষ্ঠাই সর্ব্ববিধ মহত্ত্ব লাভের ভিত্তি। আর মহৎ উদ্দেশ্যের সকল দিক উৎসন্ন হয়—একমাত্র ভ্রষ্টতায়। আত্ম-বশ্যতা মানুষকে আত্ম-মর্য্যাদা ও আত্ম দর্শন শিক্ষা দিয়ে প্রজ্ঞা-প্রদীপ্ত জীবন গঠন করতঃ সকল সম্পদের অধিকারী করে এবং পরবশ্যতায় মনুষ্য জীবন হেয় ও হীনত্বে পর্য্যবসিত ও অজ্ঞান-তমসায় নিমজ্জিত হয়ে দুঃখের অক্ষয় পীড়ে পরিণত হয়। তথাগত প্রবেদিত ধর্ম্ম আত্ম-সাপেক্ষ, আত্ম নির্ভর। পর তন্ত্রতা কিম্বা পর মুখা-পেক্ষিতা সেখানে স্থান পায় নি। তাই করুণাঘন তথাগত আরো বলেছেন ঃ

তত্তদীপা বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা। আত্ম-প্রতিষ্ঠ হও, কাম-ক্রোধাদি অনন্ত ভব-জলধির—মাঝখানে আত্ম-দ্বীপ গঠন কর—যা মহাপ্লাবনে ও অনিমজ্জিত ও ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তেও অবিচল থাকে। তবে ইহাই হবে আপনার জীবনের প্রকৃষ্ট ও প্রসস্ত আশ্রয়। এই আশ্রয় ত্যাগ করে অন্য আশ্রয়ে জীবন বিপন্ন করো না।

এরূপে আত্ম-নিমগ্ন ও আত্মাশ্রয়ী হতে হলে সেই অসীম শক্তির অনুশীলন অত্যাবশ্যক—তা-ই পুরুষকার। এক্ষেত্রে পালি অট্‌ঠ কথার আচার্য্যের একটি গল্প প্রণিধান যোগ্য ঃ

কোন এক নদী তীরস্থ বৃক্ষোপরে এক কাঠ বিড়ালের বাসা ছিল। বর্ষার খরস্রোতে বৃক্ষের মূলদেশ হতে মাটি যখন সরে

গেল, তখন বৃক্ষটি নদীর দিকে হেলে যাওয়ায় কাঠ বিড়ালের বাসাটি নদীস্রোতে পড়ে যায়। বাসায় ছিল কাঠ বিড়ালের কয়েকটি শিশু-শাবক। স্রোত প্রবাহে পতিত হয়ে ইহা অজানা অনামা দেশের যাত্রী সেজে চলেছে। কিন্তু হায়! সম্মুখে অচিরেই যে কোন বিপদ সুনিশ্চিত। এদিকে অপত্য-স্নেহে ধৈর্য্য-হারা কাঠ বিড়াল গত্যন্তর না দেখে নদী-সিঞ্চন পূর্ব্বক শাবকগুলো উদ্ধার করবে,—এই সঙ্কল্প গ্রহণ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে শশব্যস্ত হয়ে কাজে উঠে পড়ে লেগে গেল। নদী-সিঞ্চন কার্য্যে তার একমাত্র হাতিয়ার ছিল লাঙ্গুল। নদী জলে লাঙ্গুলটি ডুবিয়ে তীরে গিয়ে নাড়াচাড়া করতঃ জল ফেলে আসত। আবার গিয়ে ডুবাত, আবার ফেলে আসত। তাতে বিরাম ছিল না, বিশ্রাম ছিল না। এ ভাবে ইহার নদী-সিঞ্চন কার্য্যে অদম্য অধ্যবসায় চলতেই থাকে।

কাঠ বিড়ালের লাঙ্গুল সাহায্যে নদী-সিঞ্চন কার্য কী চমৎকার ও হাস্যকর ব্যাপার। তথাপি শেষ অবস্থায় দেখা গিয়েছে যে, কাঠ বিড়ালের অনমনীয় উদ্যম ব্যর্থ হয় নি। প্রারব্ধ কার্য্য সম্পন্ন না হলেও ইহার উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধিত হয়েছিল। তার অসাধারণ বিক্রম ও তেজস্বিতায় দৈবশক্তি পর্য্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে এবং দেবেন্দ্রের দিব্যাসন উত্তপ্ত ও কম্পিত হয়ে পড়ে। তাই দেবরাজ দিব্যনেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক দৃষ্টি ধরায় নিবদ্ধ করলে কাঠ বিড়ালের সমস্ত কার্য্যাবলী তাঁর দৃষ্টিতে আসল। অবশেষে দয়ার্দ্র চিত্তে দেবরাজ কর্ত্তৃক তার স্রোত-বাহিত প্রাণ-সম শাবক নিশ্চয় নিরাপদে নদী তীরে উদ্ধৃত ও রক্ষিত হয়েছিল।

অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের মধ্যে বর্ত্তমান কালই শ্রেষ্ঠ। কারণ, অতীতে কিরূপ ছিলাম কিম্বা কিরূপ ছিলাম না, কি করেছি বা কি করি নি তা সাধারণ মানব বুদ্ধির অগোচর। আর, যেই

কালটি ভবিষ্যতের গর্ভে তৎসম্পর্কে জীবনের আকাশ-পাতাল জল্পনা-কল্পনাও নিরর্থক নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং যে কালটি করায়ত্ত, তাতেই জীবনের প্রগতি নির্দ্ধারিত হতে পারে। যেহেতু, বর্ত্তমান কালেই মানবের পূর্ণাঙ্গ অধিকার। এই স্বাধিকার-বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উক্ত কাঠ বিড়ালের ন্যায় পূর্ণোদ্যমে কার্য্যানুষ্ঠান করণেই প্রনিধানের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কাঠ বিড়ালের গল্পে কিম্বা তথাগত বুদ্ধের সমগ্র বাণীতে যেই মানস-শক্তি অভিব্যক্তি লাভ করেছে—তা-ই হল একমাত্র কুশল পক্ষীয় বীর্য্য-চৈত-সিক। এই বীর্য্য প্রধান কর্ম্ম-ই পরম পুরুষাকার। এই বীর্য্য কোন শাস্ত্রে শুধু ধাতব পদার্থ-রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ-শাস্ত্রে-বীর্য্য বহুবিধ চৈতসিক বা মনোবৃত্তির অন্যতম। সম্বোধি-লাভের অনুকুল 'সপ্তত্রিংশ বোধি-পক্ষীয়' গুণ ধর্ম্মের মধ্যে বীর্য্য-চৈতসিককে নানাকারে যতবার গ্রহণ করা হয়েছে, অন্য কোন চৈতসিককে ততবার গ্রহণ করা হয়নি। এই বীর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে সম্যক ব্যায়াম, সপ্তবিধ বোধ্যঙ্গে—'বীর্য্য সম্বোধ্যঙ্গে', পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ে—'বীর্যে ন্দ্রিয়', পঞ্চবিধ বলে—'বীর্য্য-বল', চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধিপাদে—'বীর্য ঋদ্ধিপাদ' এবং চার প্রকার 'সম্যক প্রধানে'—চারটিই বীর্য্য-চৈতসিক। এরূপে 'সপ্তত্রিংশ বোধি-পক্ষীয় ধর্ম্মে বীর্য্য চৈতসিককে নয়বার গ্রহণ করে হয়েছে। মূলতঃ, সংখ্যায় নয়বার হলেও বহিঃ বিকাশের সীমা সংখ্যা নিরূপিত হয় না। সুতরাং যেই ধর্ম্মের প্রত্যেক বাণীতে এই চৈতসিক প্রাধান্য লাভ করেছে, সেই ধর্ম্মের অনুগামীর পক্ষে বীর্য্য সাধনার আবশ্যকতা কত বড়। এই বীর্য্যাত্মক উৎসাহ-উদ্যম প্রত্যেককে নিজে নিজেই করতে হয়। যেমন একের আহার অন্যে করলে চলে না, একের অধ্যয়ন অন্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে, তেমন একজনের উৎসাহ-উদ্যম অন্যের দ্বারা

সম্পাদনার উপায় বা সম্ভাবনা নেই। সদ্ধর্ম্ম-বীর বিক্রম-শালী পুরুষের ধর্ম্ম। অলস, হীন বীর্য্যের অধিকার তথায় আদৌ নেই। এজন্য তথাগত বুদ্ধ বলেছেন ঃ

কযিরং চে কযিরাথেনং দলহমেনং পরক্কমে।

যা কিছু কর্ত্তব্য বলে বিবেচিত হয়, তা দৃঢ় পরাক্রমের সহিত সম্পাদন করবে। শৈথিল্য সহকারে সম্পাদন করতে গেলে কর্ত্তব্যে বিমুখতা জন্মে। বিরুদ্ধ শক্তি, সমাবিষ্ট হয়ে পাপ প্ররোচনায় প্রবৃত্ত করে। সুতরাং বীর্য-শক্তিকে সর্ব্বদা অন্তরে জাগরিত রাখতে হবে—ইহাই প্রবল পুরুষকার। ইহার কর্ম্মশক্তি চতুর্ব্বিধ। সৃষ্টি, অসৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার। প্রথমতঃ, অজাগ্রত কুশল-শক্তির উন্মেষ সাধন ও প্রাক্তন কুশল শক্তির উদ্বোধন করে। দ্বিতীয়তঃ, অজাগ্রত অকুশল শক্তির বিকাশে বাধা প্রদান ও অতীত অকুশলশক্তির প্রতিফলন কার্য্যে বিপত্তির সৃষ্টি করে। তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান জাগ্রত কুশল শক্তির সংরক্ষণ, সংগঠন ও বৃদ্ধি-বৈপুণ্য সাধন ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুশলঃ শক্তিকে ফলোদ্গমে আকর্ষণ পূর্ব্বক আনুকূল্য করে। চতুর্থতঃ বর্ত্তমান জাগ্রত পাপ শক্তিকে ধ্বংস সাধন এবং প্রাক্তন পাপ শক্তিকে যত্র-তত্র বাধা প্রদান ও বিরুদ্ধাচরণ করে,—যাতে ফলোৎপাদন উদ্দেশ্যে মানসপটে উকি-ঝুঁকিও মারতে না পারে। এই পরম পুরুষকার শাক্যমুনির চিত্তে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়ে উদ্গীত হয়েছিল ঃ

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু,
অপ্রাপ্য বোধিং বহু কল্প দুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

এই আসনে আমার দেহ শুক হোক, বিশুক হোক, অস্থি-চর্ম্ম, রক্ত-মাংস বিধ্বংসিত হোক, তথাপি বহু কল্প কল্পান্তরের দুর্লভ

দুষ্প্রাপ্য সম্বোধি লাভ না করে আমার দেহ এই আসন হতে বিচলিত হবে না। পুরুষ বীর্য্য, পুরুষ স্থানে, পুরুষ পরাক্রমে যা কর্ত্তব্য, যা প্রাপ্তব্য—তা অধিগত না হয়ে নিরস্ত হবে না। এরূপে তিনি বীর্য্যের সুদৃঢ় কর্ম্ম পরিহিত হয়ে ধ্যানমগ্ন হলেন এবং অচিরেই সম্বোধি প্রাপ্ত হলেন—ইহাই পুরুষকারের প্রধান লক্ষণ। আলস্য অবসাদ কিংবা দীর্ঘ সূত্রিতা ইহার প্রতিপক্ষ, অন্তরায়। কাল বিলম্ব না করে দৃঢ় পরাক্রম সহকারে এই মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হওয়া ইহার স্বভাব। এই বাঞ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তি কাল পর্য্যন্ত কিংবা আমরণ এই স্বভাব চলতে থাকবে—তাতে বিরাম থাকবে না। অন্তঃকর মহাসেন মৃত্যু কাকেও নিষ্কৃতি দেয় না, যেহেতু প্রাণী মাত্রই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। পর মুহূর্ত্তে বা পর দিবস যে আমার জীবনে তোমার জীবনে মৃত্যুর ঘন বিকট ছায়া নেমে আসবে না, তা কে বলতে পারে? অতএব আজই দৃঢ় বীর্য্যের সহিত কর্ত্তব্যে লেগে যাওয়া উচিৎ। তদ্ধেতু, এই পুরুষকারকে মরণ ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুনা গিয়েছে ঃ

অজ্জ'এব কিচ্চং আতপ্পং কো জঞ্ঞা মরণং সুবে,
নহি নো সঙ্গানং তেন মহাসেনেন মচ্চুনা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মান্তরীণ কর্ম্ম-সংস্কার ইহ জীবনে দৈব আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। এই দৈব সংসার স্রোতানুকুল, স্রোত-বাহিত বিগত প্রাণ জীব-সদৃশ। ইহ জীবনের যেই কর্ম্ম উদ্দীপনা দৈবাধীন অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের কর্ম-সংস্কার-বশতঃ তা পুণ্য-সংস্কার উৎপাদক হলেও বৌদ্ধ ধর্মে ইহাকে পরিপূর্ণ পুরুষকার বলে না। কারণ, ইহা সংস্কার-

সম্ভূত। কিন্তু যেই কর্ম্মোদ্যমে সংস্কার মুক্ত হবার প্রবল আকাঙ্খা, যা অবিদ্যা তৃষ্ণাদি ভবার্ণবের স্রোত প্রতিকূলগামী দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—তা-ই বৌদ্ধ শাস্ত্রে চরম পুরুষকার। ইহা স্রোতের প্রতিকূলে গমনক্ষম, উত্তরণ আকাঙ্খী শক্তিশালী কুম্ভীর সদৃশ।

আমরা দেখতে পাই,—কর্ম্ম অদৃষ্ট, পূর্বকোটি অজ্ঞাত। কোন অতীতকল্পে কি সূত্রে বা কিরূপে কর্মের আরম্ভ হয়েছিল,—তা নিরূপণ করা এক অসম্ভব ব্যাপার। পূর্ব পূর্ব জন্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে ইহ জীবনে তা ভোগ করছি। পূর্ব কর্মের বিপাক স্বরূপ দেহমন লাভ করেছি। বর্তমানে যে কর্ম করছি, আবার ভবিষ্যৎ জন্মে তা ভোগ করব। কর্ম্ম-বীজ হতে জন্ম-বৃক্ষ, আবার জন্ম-বৃক্ষ হতে কর্ম-বীজ। আবার জন্ম, আবার ভোগ। এরূপে কর্ম ও বিপাকের ধারা অনাদিকাল হতে প্রবাহিত হয়ে আসছে। এখন প্রশ্ন জাগে যে, এই কর্ম্ম প্রবাহ কি অনন্ত কালাবধি চলতে থাকবে? জীবকে কি কর্মভোগের অবিরাম গতিতে চলতেই হবে? এই গতির কি নিবৃত্তি নেই?

কর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার

আমরা এ যাবত ক্রমে ক্রমে কর্ম তত্ত্বের নানাদিক আলোচনা করে এসেছি। কুশলাকুশল ইত্যাদি নানাকারে আলোচিত হলেও সূক্ষ্মতঃ ইহারা কার্য্যকারণ সমন্বিত গতিশীল সংসার প্রবাহ মাত্র। কারণরূপে একদিন কর্ম্ম সম্পাদিত হলে উত্তর কালে কার্য্যরূপে অনুরূপ ফল প্রাদুর্ভূত হয়। জীবের কার্য্যকারণ প্রবাহের গতি অতি সূক্ষ্ম, অতীব গভীর। পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির ন্যায় কার্য্যকারণাত্মক কর্ম্ম ও ফল পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধীভূত। একটি অপরটির পরিপন্থী না হয়ে যুগপৎ চল্‌ছে। একের নিরোধে অন্যের নিরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন বীজ ও বৃক্ষ পরস্পর সম্ভিন্ন ও অভিন্ন। বীজ বৃক্ষ ছাড়া হয় না, বৃক্ষ ও বীজ ছাড়া হতে পারে না। বৃক্ষ বীজ হতে অঙ্কুরিত হয় এবং পুনঃ বৃক্ষ হতে বীজের সৃষ্টি হয়। আবার সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে দেখা যায়, বৃক্ষে বীজ নেই, বীজেও বৃক্ষের অস্তিত্ব নেই। তাই শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে :

কম্মং নত্থি বিপাকম্হি পাকো কম্মে ন বিজ্জতি,
অঞঞমঞ্ঞং উভো সুঞ্ঞা ন চ কম্মং বিনা ফলং।

কর্ম্ম ও বিপাক পরস্পর অপরিহার্য্য সম্পর্কযুক্ত হলেও ইহাদেরকে দুই পার্থক্যবোধে উপলব্ধি করতে হবে। যেহেতু বিপাকে কর্ম-দৃষ্ট হয় না, কর্মে ও বিপাক-সত্তা বিদ্যমান নেই,—পরস্পর উভয় শূন্য। কর্ম্ম-ব্যতীত ফল উৎপন্ন হয় না। কর্মের লক্ষণ একরূপ, বিপাকের লক্ষণ অন্যরূপ। অথচ,

কম্মা বিপাকা বত্তন্তি, বিপাকো কম্ম সম্ভবো,
তম্মা পুনব্ভবো হোতি, এবং লোকো পবত্ততী'তি।

কর্ম হতে বিপাকের সৃষ্টি হয়। বিপাক কর্ম-সম্ভূত। সেই কারণে পুনর্জ্জন্ম হয়। এরূপে জীব কর্ম্ম ও বিপাক নিবন্ধন সংসার সমুদ্রে জন্ম-মৃত্যুর আকারে 'ভাসিয়া ডুবিয়া, ভাসিয়া ডুবিয়া' চলছে। ইহাই সংসার প্রবর্তন। সুতরাং কর্ম ও ফল এক কিম্বা অভিন্ন নহে এবং ইহারা দুই পৃথক ভাবাপন্ন বিভিন্ন অবস্থাও নহে। বিপাকই কর্মের পরিণতি এবং বিপাক ভোগ করতে করতে পুনঃ নব নব কর্মের সৃষ্টি হয়।

ন চ সো, ন চ অঞ্ঞো।

অর্থাৎ—এক ও নয়, অন্যও নয়। নদীর স্রোত একই ভাবে প্রবাহিত হয়। প্রত্যুষের নদী স্রোত, আর প্রদোষের নদীস্রোত একও নহে, অন্যও নহে। যদি স্বীকার করা যায় যে,—ইহা একও অভিন্ন, তবে অনিত্যবাদকে অস্বীকার ও শাশ্বতবাদকে সমর্থন করা হয়। আর যদি স্বীকার করা যায় যে, উহা এক নহে, অন্য বা ভিন্ন। তবে সন্ততিবাদকে অস্বীকার ও উচ্ছেদবাদকে সমর্থন করা হয়। শাশ্বত ও উচ্ছেদ দৃষ্টি—উভয়ই জ্ঞান সাধনার অন্তরায়। জ্ঞান সাধনা সর্ব্বদা নিরপেক্ষ ও সর্বাবস্থার মধ্যবিন্দু। 'সংযুক্ত নিকায়' গ্রন্থ পাঠে দেখা যায় যে, এক অনুসন্ধিৎসু ব্রাহ্মণ যুবক বুদ্ধ সকাশে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেনঃ

কিন্নু খো ভো গোতম, যো করোতি সো পটিসংবেদযতি?

"হে গৌতম! যে কর্ম্ম করে, সেই কি ফল ভোগ করে? তথাগত বুদ্ধ উত্তর দিলেনঃ হে ব্রাহ্মণ, ইহা এক অন্ত। হে গৌতম! তা

হলে একে কর্ম্ম করে, অপরে তার ফল ভোগ করে। হে ব্রাহ্মণ! ইহা আর এক অন্ত। এতদুভয়ই অন্তরায় কর। এই দুই অন্তের মধ্যে কোন অন্ত স্বীকার না করে তথাগতগণ নিরপেক্ষভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে থাকেন। অবিদ্যা—তৃষ্ণার প্রত্যয়ে কর্ম্ম সংস্কার, সংস্কার প্রভাবে জন্ম, আয়ু ভোগাদি দুঃখময় সংসার সৃষ্ট হয়।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে জীবকে দুই প্রধান অবস্থার সমন্বয় সাধক গতিশীল প্রবাহ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যথাঃ নাম ও রূপ। 'নাম' বলতে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই চার প্রকার মানসিক বা চিন্ময় অবস্থাকে বুঝায়। 'রূপ' বলতে দৈহিক ধাতু ও ধাতব পদার্থকে বুঝায়। মানসিক অবস্থার অন্তর্গত মনোবিজ্ঞানের আধিপত্যে পরিচালিত নাম (চিত্ত ও চৈতসিক) এবং রূপ (আভ্যন্তরীণ জড় পদার্থ) সমন্বিত নিত্য প্রবাহিত দৃশ্যমান স্থূল প্রতীকই জীব নামে অভিহিত হয়। এই জীব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল। অবশ্য ক্ষণিক পরিবর্ত্তন স্থূল দৃষ্টির অগোচর।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণাত্মক পর্য্যবেক্ষণ দর্পণে দেখা যায় যে, পাঁচ বৎসরের রাম, আর পঞ্চাশ বৎসরের রাম বাবু একও নহেন, অন্যও নহেন, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত গতিশীল প্রবাহ মাত্র। পুঞ্জীভূত সংস্কার ধর্মের প্রভাবেই জীবন-সন্ততি অবিরাম প্রবাহিত হয়। ওজঃ ও মানসিক আহার ইহার সংরক্ষণ, পুষ্টিসাধন ও সজীবতা রক্ষা করে থাকে। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল প্রবাহে চিত্ত-চৈতসিক কখনও কর্ম্মরূপে সিদ্ধ, কখনও বা সদসৎ কর্ম্মের বিপাক-রূপে পরিণত হয়ে জাতি, আয়ু ভোগাকারে প্রকাশিত হয়। যেই চিত্ত যেই মুহূর্ত্তে এই প্রবাহের মধ্যে প্রত্যয় বা যৌগিক শক্তি

প্রভাবে সজোর বেগ প্রদান করে, সেই চিত্ত পরক্ষণে বি-পরিনাম প্রাপ্ত বা অন্তর্হিত হয়ে যায়। প্রবাহে কর্ম্ম-শক্তির প্রচ্ছন্ন চাপ রেখে সংস্কার ধর্ম্মের অনিত্যতা হেতু বিলীন হয়ে যায়। যেই কর্ম্ম-চিত্ত কর্ম সম্পাদন করে, ইহার ফল-সম্ভোগকালে সেই চিত্ত বিদ্যমান থাকে না। সুতরাং ইহা অনস্বীকার্য্য যে, যে কর্ম করে, সে-ই ফল ভোগ করে। যখন কর্ম্ম বিপাক পরিপক্ক ও সম্ভূত হয় তখন একই হেতু প্রত্যয়-বিশিষ্ট কর্ম্মের অনুরূপ বিপাক-চিত্তের উৎপত্তি ঘটে। কাজেই অন্যে তার ফলভোগ করে। ইহাও প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে বলা যায় না।

আবার,—

সন্তানে যং ফলং এতং ন অঞ্ঞস্স ন চ অঞ্ঞতো।

চিত্ত প্রবাহের এক অবস্থায় যেই ফল দৃষ্ট হয়, তা অন্যের ভোগ্যও নহে, অন্য হতে সংক্রমিতও হয় নি। যেই প্রবাহের পূর্ব্বাবস্থায় কর্ম্ম সংস্কার গঠিত হয়, বিবর্ত্তনানুসারে উত্তর কালে সেই প্রবাহের মধ্যেই ফল প্রকটিত হয়।

জাতি দেশ কাল ব্যবহিতা নামপি আনন্তার্য্যং স্মৃতি সংস্কারয়োঃ এক রূপত্বাৎ।

যোগসূত্র, ৪।৯

কর্ম্ম সম্পাদন ও ফল ভোগের মধ্যে শত সহস্র জাতি, বহুদূর দেশ ও কল্প কোটি কালের ব্যবধান থাকতে পারে, কিন্তু ইহাতে কর্ম্ম ও ভোগের আনন্তার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে না। বরং ইহাদের সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। যেহেতু, স্মৃতি, সংস্কার, চিত্ত চৈতসিক ও প্রত্যয়-শক্তি কর্ম্ম-সম্পাদন কালেও ফল সম্ভোগকালে

এক না হলেও এক সদৃশ। ইহাও কর্ম্ম তত্ত্বের অপর এক প্রকৃতিগত অপরিহার্য্য নীতি।

তথাগত বুদ্ধ দুটি সত্য অবলম্বন করে ধর্ম্মোপদেশ দান করতেন। যথা: ব্যবহারিক সত্য ও পারমার্থিক সত্য। ব্যবহারিক সত্য গ্রহণ করা হয়েছে এ জন্য যে, অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ লোক পারমার্থিক সত্যের গাম্ভীর্য্যে প্রবেশ করতে পারে না। আমি, আমার, আমি দেখি, আমি শুনি, আমার পুত্র-কলত্র, আমার সুখ-দুঃখ, আমার ধন-সম্পদ, মাতা-পিতা ইত্যাদি ব্যবহারেই মানুষের জীবন। তাতেই মানুষের আনন্দ; কিন্তু আমিত্ব-জ্ঞান বা আত্মবোধে—জগতে তত্ত্বদর্শন কিম্বা পারমার্থিক সত্য লাভ সম্ভবপর হয় না, তজ্জন্য পারমার্থিক সত্যের উপদেশের প্রয়োজন। যেহেতু বিজ্ঞগণ ব্যবহারিক সত্যে শান্তি পান না। ব্যবহারিক সত্যের লুব্ধ উচ্ছ্বাসে তাঁদের অভীষ্ট লাভের অন্তরায় ঘটে। তাঁরা সর্ব্বদা সূক্ষ্ম-দর্শী তত্ত্বদর্শী। তত্ত্ব জ্ঞানেই তাঁদের জীবন।

শাস্ত্রান্তরে উক্ত হয়েছে যে, জীবের জীবনে যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠান, সুখ দুঃখানুভূতি, চিত্ত-চৈতসিক, জন্ম-মৃত্যু, আয়ু, ভোগ ইত্যাদি ব্যতীত ইহাদের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত অন্তর্নিহিত এমন এক সত্তা আছে, যাকে আত্মা নামে অভিহিত করা হয়। আত্মার লক্ষ্মণ সম্পর্কে লোকের ধারণা: ইহা শাশ্বত, নিত্য, সত্য, অখণ্ড, ধ্রুব, অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাবের ইত্যাদি। ইহা দেহ ও মন ছাড়া তৃতীয় পদার্থ। উক্ত শাস্ত্রমতে অন্য সকল পদার্থের ধ্বংস হলেও আত্মার ধ্বংস নেই। ইহা জড়-চেতনময় সর্ব্বাবস্থার একমাত্র বেত্তা, কর্ত্তা ও সর্ব্বে সর্ব্বা। তথাকথিত আমি বা আমিত্ববোধ বা অহমিকা আত্মারই বহিঃবিকাশ। কিন্তু পালি শাস্ত্র বলে: আমি, আমার

কিম্বা আত্মা ইত্যাদি ধারণা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অবিদ্যার মায়া-বিজৃম্ভা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই সকল ধারণা 'বিপল্লাস' বা মিথ্যা-দৃষ্টি মাত্র। মিথ্যা দৃষ্টি বশে মানব পরমার্থ সত্য লাভে বঞ্চিত হয়। সত্য দর্শন করতে পারে না। দিগ্ ভ্রমের ন্যায় বিপরীত বোধে বিভ্রান্ত থাকে।

অস্মিমানস্স যো নিরোধো তং বে পরমং সুখং।

অর্থাৎ যতদিন এই অস্মিতা বা আত্মা সম্পর্কিত ভ্রান্ত-ধারণা সমূলে তিরোহিত না হবে, ততদিন পরম মুক্তিলাভ সুদূর পরাহত। যেহেতু ইহারা অবিদ্যার মায়াময় বিলাস। বস্তুতঃ অবিদ্যারূপ মোহের নিরোধই পরম সুখ। অপিচ জীবগণ অবিদ্যা-মোহ দ্বারা নিয়ত বিবর্ত্তনশীল। এই সম্পর্কে পালি অট্ঠ কথার নিম্নোক্ত গল্পটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

একদা বহু কুকুর সম্মিলিত হয়ে পরস্পর আলোচনা করতে লাগল যে, "মানুষ কুকুর অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আহার-বিহার, চাল-চলন, আকৃতি-প্রকৃতি, সুখ-শান্তি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে মনুষ্য জীবন উন্নত। চল আমরা সকলে মানুষ হই। মানুষ না হলে আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি হবে না। দেখ কুকুর জীবন কত কষ্টকর। কত নীচ, হীন, কত নিন্দা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ"। এরূপে জল্পনা-কল্পনা করতে করতে অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করল; কিন্তু কেউ কারো যুক্তিতে আসল না। অবশেষে, মরণোন্মুখ এক ভব্য সভ্য প্রাচীন কুকুরের নিকট গিয়ে মানুষ হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করলে বৃদ্ধ কুকুর বলল ঃ "এখন তোমরা ইচ্ছা করলেই সরাসরি মানুষ হতে পার না। মনুষ্যোচিৎ কাজ করতে হবে—হিংসা হিংসি, কামড়া কামড়ি বন্ধ করতে হবে, পর সম্পদে লোভ ত্যাগ করতে

হবে। পর দুঃখে দুঃখী ও পর সুখে সুখী হতে হবে। পরস্পর মৈত্রী ভাবাপন্ন হতে হবে। এরূপ কর্ম্মের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে করতে কুকুরত্ব পরিত্যক্ত হয়ে তোমাদের মৃত্যু হবে। অতঃপর তোমরা মানুষ হতে পারবে।" তচ্ছ্রবণে সমবেত কুকুরের দল বৃদ্ধ কুকুরের উপর ভয়ানক চটে গেল এবং সরোষে বলে উঠল: "হাঁ, তোমার কাছে আমরা মরণোপদেশ নিতে এসেছি। নিজে মরতে চলেছ, আর বংশ নাশের ফন্দী বাত্‌লিয়ে যাচ্ছ,—এইতো তোমার উপদেশ।" এই বলে কুকুরের দল চলে গেল।

অপর এক গল্পে পালি অট্‌ঠ কথার আচার্য বলেন: কোন এক দেশে জনৈক ধনাঢ্যের গৃহে অন্ধ, খঞ্জ ও দীন দুঃখীদিগকে মাঝে মাঝে ভিক্ষা দেওয়া হত। ভিক্ষায় ভাল ভাল দ্রব্য ও সুস্বাদু খাদ্য বিতরণ করা হত। এই সংবাদে এক ছল চাতুর লোকের মনে বড় লোভ জন্মিল। একদিন ঐ ধনাঢ্যের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের পর সমস্ত অন্ধকে একস্থানে সমাবেশ করে চতুর লোকটি বল্‌ল: "হে আমার অন্ধ ভাইগণ! শুনেছ, অমুক গ্রামে অমুক ধনীর গৃহে অদ্য বিকেলে বিরাট নিমন্ত্রণ। গৃহস্বামী তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছে। তোমরা যাবে তো?" অন্ধগণ নিমন্ত্রণের কথা শুনে বড় হর্ষোৎফুল্ল হলো। এবং বল্‌ল: "না যাবার কি আছে ভাই?" তখন চতুর লোকটি বলল: তোমরা বহু অন্ধ, আমি একমাত্র পথ-দ্রষ্টা। তোমাদের একটু যত্ন করে নিয়ে যেতে হবে তো,—যা'তে পথে তোমাদের কোনরূপ কষ্ট না হয়। পথ তো অনেক দূর। এখানে বসে সকলে একটু জলযোগ করে নাও।" চতুরের কথায় অন্ধগণ নিজ নিজ পুঁটুলি পাট্‌লি খুলে জলযোগে যেই বস্‌ল, অমনি অন্ধগণের অজ্ঞাতসারে

চতুর লোকটি তাদের ভাল সুস্বাদু দ্রব্যগুলো বেছে বেছে সব গলাধঃকরণ করল এবং কতক থলিয়ায় পুরে নিল। অতঃপর বল্‌ল: "দেখ, বেশী দেরী করো না যেন। নিমন্ত্রণ বাড়ী গিয়ে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে, তাতে পথে কষ্ট হবে।" অতঃপর সমস্ত অন্ধকে সারি করে দাঁড় করাল এবং একজনকে অন্যের হাত ধরিয়ে দিয়ে নিজে পথ প্রদর্শক হিসাবে সর্ব্বাগ্রে চল্‌ল। ইহাতে অন্ধগণের এক দীর্ঘ পংক্তি সূচিত হলো। চলতে চলতে ছল চতুর লোকটি পলায়নের ফন্দী আঁটতে ও উপায় খুঁজতে লাগল। অনেক গ্রাম, নগর, জনপদ অতিক্রম করার পর হঠাৎ সম্মুখে গোলাকার বিশিষ্ট এক বিরাটকায় মাটির উচ্চ স্তূপ দৃষ্টিগোচরে আসল। চতুর ভাবল, "এই তো আমার পালাবার উপায়।" এই চিন্তা করে মাটির স্তূপের চতুর্পার্শ্বে কুণ্ডলাকারে ভ্রমণ করতঃ অতি সচকিত ভাবে সর্বাগ্রগামী অন্ধের হাত সকলের পশ্চাদগামী অন্ধের হাতে জড়িয়ে দিল এবং এই বলে চলে গেল,—"তাড়াতাড়ি হাঁট, এখনো বহুদূর।" অন্ধগণ নিমন্ত্রণোল্লাসে প্রাণপণে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে দিন গেল, রাত্রি আসল, কোথায় গেল পথ দ্রষ্টা, গন্তব্যস্থলই বা কোথায়, কোথায়ই বা নিমন্ত্রণ? শুধু অবিশ্রান্ত বৃথা ঘূর্ণায়মান।

জ্ঞানিগণ দেব, ব্রহ্ম, মনুষ্য প্রভৃতি কোন সত্ত্বকে সত্ত্ব বিশেষের আকারে না দেখে অতীব সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করে বলেছেন:

কম্মস্‌স কারকো নত্থি বিপাকস্‌স চ বেদকো,
সদ্ধা ধম্মা পবত্তন্তি এবেতং সম্মাদস্‌সনং।

পারমার্থিক দৃষ্টিতে কুশলাকুশল কর্ম্মের কর্ত্তা এবং তজ্জনিত বিপাকের ভোক্তা বিদ্যমান নেই। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল জড়-

চেতনময় সজীব-সন্ততিই কর্ম্ম ও ফলরূপে প্রবাহিত হয়। ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করাই সত্যদর্শন। জীব নিজ নিজ কর্ম্ম ও কর্ম-ফলের দৃশ্যমান প্রতিমূর্ত্তি। আমি, তুমি, দেব, ব্রহ্মা ইত্যাদি ব্যবহারিক সত্য মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে –

যস্মিন্নেবহি সন্তানে আহিতো কর্ম্ম-বাসনা
ফলং তত্রৈব বন্ধো'তি।

যেই ধর্ম্ম-প্রবাহে হেতু-সংযুক্ত কর্ম বাসনা সঞ্চিত ও চরিতার্থ হয়, পরবর্ত্তী কালে সেই প্রবাহেই সম্পাদিত কর্ম ফল-প্রসূ হয়ে থাকে। এই প্রবাহ যেমনি অনাদি, তেমনি অনন্তও বটে। কিন্তু বিভিন্ন কালে বিভিন্ন কর্ম ও ফল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক কর্মাংশ ও ফলাংশ অনিত্য, কোনটাই স্থায়ী নয়। কর্ম চিত্ত-প্রবাহের মধ্যে বেগ প্রদান করতঃ চাপ রেখে চলে যায়। সুখ-দুঃখ ফল ভোগাদিতে ইহারা ফলপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং কর্ম ও ফল প্রবাহের পরিবর্তনশীল অংশরূপে সাদি ও সান্ত। কিন্তু অনিত্য, নিত্য পরিবর্তনশীল পদার্থ মাত্রই দুঃখাবহ। কর্ম ও কর্মফল রূপ সংসার প্রবাহ যতদিন প্রবাহিত থাকবে, ততদিন জীব দুঃখ-ভোগ করতে করতে অনন্ত কাল-চক্রে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকবে। যেহেতু,—

এবং কম্মে বিপাকে চ বিজ্জমানে সহেতুকে,
বীজ রুক্খাদি কানং'ব পুব্বকোটি ন ঞায়বে।

অবিদ্যা তৃষ্ণাযুক্ত কর্ম ও ফল আবহমান কাল ধরে চলে এসেছে এবং চলতেই থাকবে। বীজাঙ্কুর নীতির ন্যায় ইহার পূর্বতন সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। উপরন্তু, উচ্চতম জ্ঞান দ্বারা এই কর্ম্ম জনিত সংসার প্রবাহ রুদ্ধ না হলে ইহার পশ্চিম সীমাও

নির্দ্দেশিত হবে না। 'অঙ্গুওর নিকায়' গ্রন্থের এক স্থানে ভগবান বুদ্ধ বলেছেনঃ হে ভিক্ষুগণ! যদি কেহ বলে যে, তাকে তার পূর্বকৃত যাবতীয় কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। তবে তার ধর্ম জীবন বা সাধনার আবশ্যকতা আর থাকে না এবং দুঃখ-মুক্তির কোন অবকাশও মিলবে না। কিন্তু কেহ যদি নিজকে দুঃখিত মনে করে এবং বলে যে, মানুষ যা বপন করে, তারই ফল ভোগ করে। তা হলে তার ধর্ম্ম জীবন বা সাধনার আবশ্যকতাও থাকবে এবং সম্পূর্ণরূপে দুঃখ মুক্তির অবকাশও মিলবে। তা যদি না হয়, প্রানিগণ কর্মের বিশাল সমুদ্রে যে অনন্ত কোটি কর্ম সম্পাদন করে থাকে, যত কর্ম সম্পাদন করে, সমুদয় কর্মের ফলই যদি ভোগ করতে হয়, তবে জীবের কর্ম-মুক্তির অবকাশ কোথায়? দেখা যায়, কর্ম মাত্রই ফল-প্রসূ হয় না। সকল কর্মের বিপাক সম্ভোগ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ বা অনিবার্য্য নহে। সাধনা প্রভাবে প্রারব্ধ কর্মের ভোগ ক্ষয়ে অনন্ত জীবন প্রবাহের মধ্যে একদা মুক্তির উদ্দীপ্ত অবকাশ ও সৌভাগ্য গড়ে উঠতে পারে।

কতত্তা পচ্চযা এতে ন নিচ্চ ফলবহা।

অর্থাৎ প্রাণিগণ সকল সময় এক প্রকার কর্ম করে না। কখনো শুভ, কখনো অশুভ বা বিমিত্র কর্ম-সম্পাদন করে। কর্মের বিভিন্ন রূপ আছে।

চিত্ত-নদী নাম উভয়তঃ বাহিনী বহতি কল্যাণায়,
বহতি পাপায় চ।

১। ১২, ব্যাসভাষ্য, যোগসূত্র।

কুশলাকুশল কর্ম বা বিরুদ্ধ শক্তি সম্পন্ন কর্ম সম্পাদিত হয় বলেই ফল-প্রসূ হয় না। কর্মের যোগ-বিয়োগ আছে। প্রত্যেক

কর্ম-ই ফলবাহক নহে। কোন কোন কর্ম ইহার বিরুদ্ধ স্বভাব-সম্পন্ন কর্মের বলবত্তা দ্বারা ব্যাহত হয়। কোন কোন কর্ম্ম সম জাতীয় কর্ম শক্তি দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী হয়। সকল কর্মের বিপাকোৎপাদন স্বতঃপ্রবৃত্ত নহে, সহকারী প্রসঙ্গ বা পুরুষ-কারের উপর নির্ভরশীল।

কারণ,—

কম্মস্স বিপাক দানং হি অবিজ্জা, তণ্হাদিবসেন
উপাধি পচ্চয়ন্তরেনেব হোতি।

অবিদ্যা তৃষ্ণাদি সহকারী কারণ সংযুক্ত হলেই কর্ম ফলপ্রসূ হয়, অন্যথা নহে। যেমন একটি বীজের অভ্যন্তরে বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পল্লব, ফুল, ফল ইত্যাদির হেতু সুপ্তাকারে বর্ত্তমান থাকে। কালে জল মৃত্তিকাদি অনুকূল উপাদান লাভে অঙ্কুরিত হয় এবং সর্বাবয়ব—পরিস্ফুট হয়। উপাদানের অভাবে কিছুকাল পরে বীজ নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি কর্মের বিপাক দান ও ইহার উপযুক্ত উপাদানের সংযোগ ব্যতীত বিকাশ লাভ করে না। ইহার নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে বিপাক দানে অক্ষম হলে পরে নিষ্ফল হয়ে যায়। অসংখ্য বীজের মধ্যে যেমন অতি অল্পই অঙ্কুরিত হয়ে উঠে, তেমনি জীবের জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপি অসংখ্য কর্মের বিপাক অতি অল্পই উদ্গত হয়। বিনা কারণে, বিনা উপাদানে কিম্বা বিনা উদ্যমে কর্ম সম্পাদিতও হয় না এবং ইহার বিপাক প্রকটিতও হয় না। আজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ পনর বৎসর বয়সের এক চৌর্য্যবৃত্তির বিচিত্র ঘটনা চিত্ত-পট ভেদ করে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আসল। ঐ ঘটনার স্মৃতি ত্রিশ বৎসর কাল কোথায় কিভাবে ছিল, আজই বা কেন এবং কিরূপে স্মৃতিতে ভেসে উঠল?

কর্ম্ম বিমুক্তি

তথাগত বুদ্ধ বলেছেন :—

কযিরং চে কযিরাথেনং দল্হমেনং পরক্কমে,
সিথিলো হি পরিব্বাজো ভিয্যো আকিরতে রজং।

যে কর্ম্ম একান্ত কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়, তা দৃঢ় পরাক্রমের সহিত সম্পাদন করবে। শৈথিল্যের সহিত ধর্ম-জীবন যাপন করলে বা কোন কর্মে দীর্ঘ-সূত্রিতা কিম্বা ইচ্ছা শক্তির অভাব ঘটলে কার্য্য-সিদ্ধির অন্তরায় ঘটে। শুভ হোক, অশুভ হোক, কর্ম সম্পাদন করতে হলে অক্লান্ত চেষ্টা, নির্ভুল যত্ন, প্রবল উৎসাহ ও পুরুষকারের বিশেষ প্রয়োজন। চিত্ত-প্রবাহে প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে সুপ্ত প্রাক্তন কর্ম সংস্কার নিবারিত বা বিকশিত হতে হলেও উত্তম প্রচেষ্টার একান্ত আবশ্যক। দুরদৃষ্ট সংস্কারকে ব্যাহত করা কিম্বা শুভাদৃষ্ট সংস্কারকে প্রতিফলিত করা উভয়ই প্রবল পরাক্রম-শালী পুরুষকার সাপেক্ষ। সুতরাং দুষ্কর্ম ও দুরদৃষ্টকে দুঃখদ ও ভয়ঙ্কর ভেবে শান্তি-সুখ প্রয়াসী ব্যক্তি—সুশৃঙ্খলিত ভাবে পুরুষকার বা কর্ম শক্তিকে আপন জীবনে মূর্ত করে তুলবেন। সাধারণতঃ পুরুষকার বা কর্ম-শক্তি চতুর্বিধ লক্ষণ বিশিষ্ট তা পূর্বেও উক্ত হয়েছে। যথা :

১। সংবর প্রধান :

চক্ষাদি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে রূপাদি বিষয়-বস্তুর সংযোগ হেতু এ যাবৎ যেই সকল পাপ চিন্তা, পাপ কর্ম বা পাপ বাক্য অনুষ্ঠিত হয় নি,

তা যেন কখনো অনুষ্ঠিত হবার অবকাশ না পায়, তজ্জন্য অনমনীয় ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ, অশ্রান্ত চেষ্টা, উৎসাহ ও সংগ্রামই হলো সংবর প্রধান। অসংযত চিত্তেই অকুশল ভাব উৎপন্ন হওয়ার অবকাশ পায়। তদ্ধেতু সংযত থেকে অকুশল চিত্তোৎপত্তির অবকাশ না দেওয়ার চেষ্টা, উদ্যমই সংবর-প্রধান।

২। **প্রহাণ-প্রধান ঃ**

প্রহাণ-প্রধান বলতে উৎপন্ন অকুশলভাব—পরিবর্জ্জনের জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ, অক্লান্ত চেষ্টা, উৎসাহ, পরাক্রম ও উদ্যমকে বুঝায়। সতর্কতা সত্ত্বেও লোভ, দ্বেষ, মোহ-মূলক পাপচিন্তা উৎপন্ন হলে তা অন্তরের তিষ্ঠিতে না দেওয়া, বিদূরিত করা ও বিসর্জ্জন দেওয়ার জন্য বীর্য্য প্রয়োগই—প্রহাণ-প্রধান।

৩। **ভাবনা প্রধান ঃ**

ভাবনা প্রধান বলতে যেই সকল গুণ-রাশি আয়ত্তাধীন হয় নি, —তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা, যত্ন, উদ্যম ও পরাক্রমকে বুঝায়। পুরুষের শক্তি প্রভাবে, পুরুষের উদ্যমে, পুরুষের পরাক্রমে যা প্রাপ্তব্য, যা অনধিগত—তা লাভ না করা পর্য্যন্ত, দুর্দ্দমনীয় উদ্যমই —ভাবনা-প্রধান, যা ভাবনাকারীকে তৃষ্ণাক্ষয়ে নির্ব্বাণে উপনীত করবে।

৪। **সংরক্ষণ প্রধান ঃ**

ভাবনা বা সাধনা দ্বারা উপার্জ্জিত কুশল গুণ-রাশি যাতে কোন-রূপ ক্ষয়-ক্ষতি প্রাপ্ত না হয়, পরন্তু ইহাদের স্থিতি ও বৃদ্ধি-বৈপুণ্য ও পরিপূর্ণতার জন্য যেই প্রবল চেষ্টা, উদ্যম ও পরাক্রমতাই সংরক্ষণ প্রধান।

উক্ত চার প্রকার 'সম্যক প্রধান' নীতির মাধ্যমে কর্ম্মানুষ্ঠান বিহিত হলে এবং যথাযোগ্য চিত্ত-চৈতসিকের সন্নিবেশ অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠা করলে কর্ম্ম-জীবনের অবসান ঘটতে পারে। পূর্ব্ব জন্ম-জন্মান্তরকৃত দুরদৃষ্ট প্রারব্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও উদ্বোধন দ্বারা প্রজ্ঞা বা বিদ্যার আলোকে আলোকিত হলে সর্ব্ব দুঃখ হতে অব্যাহতি লাভ করা হয়। বোধিসত্ত্ব নির্ব্বাণ-মুক্তি উপলব্ধির পূর্ব্বেই দুঃখ-বিমুক্তির কল্পনা করেছিলেন। তিনি অনুমান করেন যেঃ

যথাপি দুক্খে বিজ্জন্তে সুখং নামাপি বিজ্জতি,
এবং ভবে বিজ্জমানে বিভবোতি ইচ্ছিতব্বকো।

জগতে যে কোন অবস্থার দিক-বিদিক আছে। এপিট ওপিট আছে। একটা অবস্থা বিদ্যামান থাকলে ইহার বিপরীত অবস্থার স্বরূপও বিদ্যমান থাকে। জগতে বিদ্যা-অবিদ্যা, আলো-অন্ধকার, দিন-রাত্রি, আত্মা-অনাত্মা, ক্ষয়-অক্ষয়, ব্যয়-অব্যয়, শাশ্বত-অশাশ্বত ইত্যাদি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন অবস্থার অস্তিত্বও সন্নিবেশিত দেখা যায়। সেরূপ জগতে দুঃখ বিদ্যমান আছে, তাই সুখও বিদ্যমান। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু সমান্বিত দুঃখময় ভব বিদ্যমান বলে তদ্বিপরীত বিভবও বিদ্যমান থাকবে—যা জাতি, জরা, ব্যাধি, আয়ু, সুখ, দুঃখ, ভোগ, শোক প্রভৃতি সমস্ত কিছুর অতীত। ভব অবিদ্যা-তৃষ্ণার রচিত মায়া-রাজ্য। জীবগণ তৃষিত-মৃগের ন্যায় কাম-ক্রোধাদিবশে বিষয় মুগ্ধ হয়ে ভবচক্রে বিবর্ত্তমান। কিন্তু বিভবে অবিদ্যা তৃষ্ণার কোন অধিকার নেই। অবিদ্যা তৃষ্ণা সেখানে তিরস্কৃত। বিভব বিদ্যার আলোকে আলোকময়। অবিদ্যা তৃষ্ণামূলক কর্ম্মই ভব বন্ধনের কারণ; কিন্তু বিদ্যা বা প্রজ্ঞাযুক্ত কর্ম্মই ভবমুক্তি বা বিভব লাভের একমাত্র নিদান। যেই হস্ত আমাদের আদানের কারণ, প্রয়োজন

বোধ ও প্রয়োগ কৌশলে সেই হাতে নিক্ষেপ করাও অসম্ভব নহে। যেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে জাগতিক বস্তু নিচয় নিম্নাবদ্ধ ও ভূপতিত হয়, সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির রহস্য উদ্ভেদ করেই মানুষ আকাশ মার্গে উড়তে সমর্থ হয়। তেমনি কর্ম্মই ভববন্ধনের কারণ। আবার, কর্ম্ম শক্তির রহস্য উদঘাটন করেই জীব কর্ম্ম বন্ধন হতে চরম মুক্তি লাভেও সমর্থ হতে পারে।

এখন দেখা যাক, কিরূপ প্রণালীতে কর্ম্ম সম্পাদন করণে অবিদ্যা তিরোহিত হয় এবং প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বেও বলা হয়েছে যে :

অত্থি কম্মং নেব কণ্হ সুক্কং, ন কণ্হ সুক্ক বিপাকং,
তমেব কম্মক্খযায বত্ততি।

এরূপ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ম্ম সম্পাদন করা যায় যা কুশলাকুশল আকারে অনির্দ্দিষ্ট এবং ইহার বিপাকও সুখ-দুঃখ ভাবে অভাবিত অপ্রকটিত। যেই কর্ম্ম পাপ কিম্বা পুণ্যময় নয়, ইহার বিপাকও বেদয়িত সুখ কিম্বা দুঃখপ্রদ নহে। অথচ এই জাতীয় কর্ম্মই সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মক্ষয় করতে সক্ষম। এই কর্ম্ম সম্পাদন প্রণালী কিরূপ? এখানে পুনরুক্তি করতে হচ্ছে যে :

চক্খুং চ পটিচ্চ রূপে চ উপ্পজ্জতী'তি চক্খু-বিঞ্ঞানং,
তিন্নং সঙ্গতি ফস্সো, ফস্স পচ্চয়া বেদনা, বেদনা পচ্চয়া তণ্হা।

অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন—এই ষড়বিধ ইন্দ্রিয়ের সহিত যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম্ম (অনুভব্য) এই ষড়বিধ বিষয় বস্তুর অনুক্ষণ সংঘর্ষণে সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষা

এই ত্রিবিধ বেদনার অন্যতম বেদনা অনুভূত হয়। এই বেদনাত্রয় হতে যথাক্রমে লোভ, দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন হয়। লোভ, দ্বেষ ও মোহ—ভববন্ধন জনক কর্ম্মের মূলহেতু। তন্মধ্যে মোহ বা অবিদ্যা মূল নিদান। অর্থাৎ লোভ দ্বেষের মূলেও এই মোহ। অন্ধকার যেমন আলোর অভাবাত্মক, মোহও তেমন প্রজ্ঞার অভাবাত্মক। চিত্তের অন্ধতা সৃষ্টি মোহের লক্ষণ। বিষয়বস্তু সমূহের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম স্বভাব যথাযথ জানতে না দিয়ে আচ্ছাদন করে রাখাই মোহের কৃত্য। মোহ অনিত্যকে নিত্য-ভ্রম, দুঃখে সুখ-ধারণা, অনাত্মায় আত্ম বিশ্বাস, পূতি দুর্গন্ধে মুগ্ধতা ও লিপ্সা এবং মলাধারে ভোগাকাঙ্খা জন্মায়। অন্ধকার যেমন গৃহের দ্রব্যসম্ভারকে ঢেকে রাখে এবং চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিকে ব্যাহত করে দেয়, তেমন মোহ রূপাদি বিষয়বস্তু সমূহের যথার্থ স্বভাবকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং চিত্তের সম্যক দৃষ্টিকে ব্যাহত করে ফেলে। মোহ যাবতীয় অকুশলের মূল। মোহ সকল কর্ম্মে চিত্তকে বিভ্রান্ত ও প্রলুব্ধ করে। এজন্য মোহাবৃত চিত্ত বিষয় বস্তুর রস আস্বাদন করার জন্য আসক্ত হয়ে পড়ে। তদ্ধেতু মোহ বলে রূপাদি বিষয়-বস্তু যখন নিত্য সুখ, আনন্দ, শুভ, আত্ম, শ্রুতি-মধুর, সুগন্ধ, সুখ-স্পর্শ বা মনোজ্ঞ বলে বিবেচিত হয়, তখন সুখ-বেদনা উৎপন্ন হয়। এই সুখ-বেদনা হতে লোভের উৎপত্তি হয়। বিষয়-বস্তুকে রক্ষা করা, ত্যাগ না করা, উপভোগ করাই লোভের লক্ষণ। আর, রূপাদি বিষয়-বস্তু যখন কুৎসিৎ, কদাকার, শ্রুতি-কটু, দুর্গন্ধ, বিস্বাদ, কর্কশ বা অমনোজ্ঞ বলে অনুভূত হয়, তখন দুঃখ বেদনা জন্মে, সেই দুঃখ থেকে দ্বেষের উৎপত্তি হয়। গৃহীত বিষয় বস্তুর রসাস্বাদন করতে কোনরূপ বাধা-প্রাপ্ত হলেই প্রতিঘ বা প্রচণ্ড ক্রোধ উৎপন্ন হয়, তাতেই দ্বেষের সৃষ্টি হয়। দ্বেষ-মূলকচিত্ত বিষয়-বস্তুকে দূর করতে, নস্যাৎ করতে

বা ধ্বংস করতে প্রস্তুত হয় এবং তদনুসারে নানাবিধ উগ্র কর্ম্ম সম্পাদন করে। বিষয়-বস্তু যখন শুভাশুভ, সুশ্রী-বিশ্রী কোনরূপেই অনুভূত না হয়, চিত্ত যখন বিষয়-বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ উপেক্ষক থাকে, তখন উদাসীনতাবশতঃ মোহের পূর্ণাঙ্গ সমাবেশ হয়ে থাকে। এই মোহের প্রতিপক্ষ প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা কুশলের মূল। প্রজ্ঞা মোহকে ছেদন করে বিষয়-বস্তুর কৃত্রিম লক্ষণ-নিত্য, সুখ, শুভ ও আত্মা-ধারণাকে ভেদ করে। অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মসূচক স্বভাবের উপলব্ধি করবার সুযোগ দান করে, মোহকে অন্তরে আসতে দেয় না, এবং মুক্তিপথ উদ্ভাসিত করে প্রদর্শন করে ও সেই পথে পরিচালিত করে।

চক্ষাদি ষড়বিধ দ্বারে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন ও চিন্তন কর্ম্মের যে কোন কর্ম্মে জীবকে নিয়ত থাকতেই হয়। ইহাতে অন্তর বা ফাঁক নেই। বিরাম নেই—এই দর্শনাদি প্রত্যেক কর্ম্মে। যদি,—

সতি কবাটেন পিদহিত্বা সতি পঞ্ঞা সম্পন্নেন বিহরণং।

স্মৃতিকে দ্বার-রক্ষক-স্বরূপ নিযুক্ত করে অবিচলিত স্মৃতি সম্পন্ন হয়ে নির্ব্বিকার ভাবে অবস্থান করে, তা হলে অন্ধকার হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে আলো বিবর্দ্ধনের ন্যায় মোহ হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে প্রজ্ঞার অভিবৃদ্ধি হতে থাকে। যেহেতু।

সতি পুব্বঙ্গমায় পঞ্ঞায় উপলক্খে তব্বং, নহি সতি রহিতা পঞ্ঞা অত্থি।

স্মৃতিকে অগ্রণী না করে বা স্মৃতির অনুশীলন ব্যতীত প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয় না। প্রত্যেক কৃত্যে অবিরাম ভাবে সচেতন বা স্মৃতি-

মান থেকে কর্ম্ম সম্পাদন করা হলেই প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয়। প্রজ্ঞা-চিত্তকে রূপাদি বিষয়বস্তুর প্রকৃত স্বভাব ও লক্ষণ উদ্‌ঘাটিত করে প্রদর্শন করতে সক্ষম। নির্দ্দিষ্ট বিধান ও স্বাভাবিক গতি অনুযায়ী চিত্ত নিজ নিজ কর্ম্ম সম্পাদন করতে গিয়ে লোভ, দ্বেষ ও মোহ উৎপত্তির সম্মুখীন হলেও তার আগে বেদনা অনুভূত হয়। কিন্তু স্মৃতি ও প্রজ্ঞার নিরবচ্ছিন্ন জাগরণ হেতু বেদনা হতে যে তৃষ্ণার উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা আর হয় না। স্মৃতি ও প্রজ্ঞার প্রভাবে তৃষ্ণার উৎপত্তি নিবারিত হয়, ফলে অলোভ উৎপন্ন হয়। যেখানে লোভ বা তৃষ্ণার অস্তিত্ব নেই বা চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষা নেই, সেখানে লোভের বিপর্য্যয় বা ব্যর্থতাও নেই। লোভের ব্যর্থতা না ঘটলে প্রতিঘ উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। প্রতিঘ না হলেও দ্বেষের উৎপত্তি না হয়ে অদ্বেষ উৎপন্ন হয়। আলোভ ও অদ্বেষ—প্রজ্ঞা বা অমোহমূলক। এরূপে স্মৃতি সম্পন্ন প্রত্যেক কর্ম্মে লোভ, দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন না হয়ে অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ উৎপন্ন হয়। অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ চিত্তকে বিষয় বস্তুতে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে বিষয়বস্তু হতে নৈষ্কাম্য, মৈত্রী ও প্রজ্ঞামূলক কর্ম্ম সম্পাদন করায়। একাগ্র চিত্তের অপ্রমত্ত বা অচল অটল ভাবে জাগরিত স্মৃতি বা প্রজ্ঞাসম্পন্ন কর্ম্মই—বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও বোধি-লাভের একমাত্র উপায়। এই জাতীয় কর্ম্মই পূর্ব্বোক্ত সংসার প্রবর্ত্তক কর্ম-সমূহ ক্ষয় করতে সমর্থ। ইহাই প্রথমোক্ত চতুর্থ কর্ম্ম, যা লোভ, দ্বেষ ও মোহ-মূলক কর্ম্ম-ধ্বংস করে অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ-মূলক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়ে জীবন-দুঃখের অবসান ঘটায়।

যোগ বা ধ্যান পদ্ধতিতে তথাগত বুদ্ধ স্মৃতি প্রস্থানের * ব্যবস্থা করে ইহাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলিত করেছেন। এই স্মৃতি প্রস্থান বিধির উল্লেখ ভারতীয় বা বহিঃ ভারতীয় কোন গ্রন্থে নেই বলে কলকত্তা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পালি ভাষা ও সাহিত্যের তদানীন্তন প্রধান অধ্যাপক স্বর্গত, ত্রিপিটকাচার্য্য—ডক্টর বেণী মাধব বড়ুয়া মহোদয় তাঁর অনুদিত 'মজ্ঝিম নিকায়' গ্রন্থের পরিশিষ্ট আলোচনায় মন্তব্য করেছেন। তথাগত বুদ্ধ এই কারণেই সম্ভবতঃ স্মৃতি প্রস্থান সূত্রে বলেছেন:

একায়নো অয়ং ভিক্খবে মগ্গো সত্তানং বিশুদ্ধিয়,
সোক পরিদেবানং সমতিক্কমায, দুক্খ-দোমনস্সানং
অত্থঙ্গমায, ঞায়স্স অধিগমায়, নিব্বানস্স সচ্ছিকিরিযায।

"হে ভিক্ষুগণ জীবগণের বিশুদ্ধি লাভের জন্য, শোকানুতাপ সম্যক অতিক্রম করার জন্য এবং দুঃখ দুর্মন ভাব অস্তমিত করার জন্য, জ্ঞান অধিগম ও নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ করার জন্য উপপথ বিরহিত একায়ণ-বিশিষ্ট ইহাই (স্মৃতিই) একমাত্র সরল ও উৎকৃষ্ট পথ।

---

* পালি 'সতি পট্ঠান' এর বঙ্গানুবাদ 'স্মৃতি প্রস্থান' করাতে অর্থের দুর্বোধ্যতা জন্মিতে পারে। কারণ, প্রস্থান শব্দের সাধারণ অর্থ চলে যাওয়া, গমন করা বা প্রয়াণ; কিন্তু এখানে তা নয়, বরং তদ্বিপরীত। এক অর্থে জ্ঞান-সাধনার পক্ষে স্মৃতিই প্রধান কারণ। প-প্রধান। ঠান-কারণ। অন্য অর্থে স্মৃতিকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা ও অপসৃত হতে না দেওয়া। প্র-বিশেষভাবে। স্থান স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠা করা।

নির্ব্বাণাভিমুখে অগ্রগতির পক্ষে দ্বিতীয় পথ আর বিদ্যমান নেই। চরাচর বিশ্বের যাবতীয় সংস্কার ধর্ম্মের যথাযথ স্বভাব ও লক্ষণ উপলব্ধি করতে হলে এই স্মৃতি সাধনার অনুশীলন করতে হবে। স্মৃতিই মনুষ্য জীবনের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তথাগত বুদ্ধ বলেছেন ঃ

সতিং চ খবাহং ভিক্‌খবে সব্বত্থিকন্তি বদামি।

হে ভিক্ষুগণ! স্মৃতিকে আমি সর্ব্বার্থ সাধিকা ও যাবতীয় শুভোদ্দেশ্যের সিদ্ধিদায়িনী বলে থাকি। স্মৃতি অকুশল কর্ম্মের অবকাশ না দিয়ে চিত্তকে সর্বদা কুশল কর্ম্মে নিযুক্ত রাখে। কুশল কর্ম্মে অবিস্মৃত সতর্কতা ইহার কৃত্য ও কুশল কর্ম্ম অপরিত্যাগ ইহার লক্ষণ। জ্ঞানীরা স্মৃতিকে রাজ্যের প্রধান অমাত্য ও ব্যঞ্জনে নিক্ষিপ্ত লবণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রধান অমাত্য যেমন দেশের সর্ব্বার্থ সাধক, আহার্য্য বস্তুতে যেমন লবণ অপরিহার্য্য দ্রব্য, তেমনি সকল কুশল কর্ম্মে অন্যান্য বহুবিধ যোজনীয় মানসিক অবস্থা বিদ্যমান থাকলেও স্মৃতি অপরিহার্য্য চিত্ত-বৃত্তি। ব্যবহারিক সত্যের স্বরূপ দর্শন ও পারমার্থিক সত্যের সম্যক সন্ধান—এই একমাত্র স্মৃতি অনুশীলন-জনিত কর্ম্ম-দ্বারাই সম্ভবপর।

সতি দোবারিকো ভিক্‌খবে অরিযসাবকো অকুসলং পজহতি, কুশলং ভাবেতি, সাবজ্জং পজহতি, অনাবজ্জং ভাবেতি, সুদ্ধমত্তানং পরিহারতী তি।

তথাগত বুদ্ধ আর্য্য শ্রাবকগণকে (যাঁরা ধ্যান-লব্ধ জ্ঞান-লাভ করেছেন) স্মৃতি-দৌবারিক নামে অভিহিত করেন। তাঁরা দেহ-মন রূপ গৃহে সর্ব্ব প্রকার অকুশল কর্ম্মের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন এবং সর্ব্ব প্রকার কুশল কর্ম্মের সদনুষ্ঠান অনুজ্ঞা দিয়ে থাকেন। কাম-

ক্রোধাদিমূলক কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পরিহার করেন এবং সর্ব্বদা অনাবিল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। অনুক্ষন পবিত্র, বিশুদ্ধ কর্ম্মে নিজকে নিযুক্ত রাখেন।

সতো ভিক্খবে ভিক্খু বিহরেয্য সম্পজানো অযং খো
আম্হাক্ অনুসাসনি।

নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতি পরায়ণ চিত্তে বিচরণ করা এবং চক্ষাদি ইন্দ্রিয় ও রূপাদি বিষয়-বস্তুর সংযোগজনিত কর্ম্মের অহরহঃ স্মৃতিসহকারে সম্পূর্ণ অবহিত থাকাই বুদ্ধগণের অনুশাসন। দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রান, আস্বাদন, স্পর্শন ও চিন্তন কর্ম্ম ব্যতীত আরো সূক্ষ্মভাবে স্মৃতির অনুশীলন পূর্ব্বক কর্ম্ম সম্পাদন করা যেতে পারে। তদ্ধেতু স্মৃতিকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য চার প্রকার অবলম্বন প্রদর্শিত হয়েছে। যথা ঃ

১। কায়ানুদর্শন ঃ

এই কায় যখন যেই যেই ভাবে বিন্যস্ত হয়, তখন সেই সেই ভাব বিন্যাসের প্রতি স্মৃতিকে জাগরিত করে রাখা, গমন, উপবেশন, শয়ন, দাঁড়ান এমন কি, দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে, আলোকনে, বিলোকনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, অভিগমণে, প্রত্যাগমনে, পুরোচালনে, পশ্চাদ্চালনে, পাত্র চীবর ধারণে, ভোজনে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, মল-মূত্র ত্যাগে, জাগরণে, ভাষণে, তূষ্ণীভাবে দেহের প্রতি প্রবল উৎসাহের সহিত সজ্ঞান ও স্মৃতিমান থেকে গভীর মনোনিবেশ কায়ানুদর্শন।

২। বেদনা প্রদর্শন ঃ

সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা ও উপেক্ষা-বেদনা—এই বেদনা-সমূহ পঞ্চ কাম-যুক্ত হোক অথবা পঞ্চ কামগুণ বিরহিত হোক, যখন

যেরূপ বেদনা অনুভূত হয়, যাবতীয় বেদনার প্রতি প্রবল উৎসাহের সহিত সচেতন ও স্মৃতিমান থেকে চিত্তের একাগ্রতাপূর্ণ লক্ষ্যই বেদনানুদর্শন। চক্ষাদি ইন্দ্রিয় ও রূপাদি বিষয়বস্তুর সংযোগ হেতু স্পর্শ জন্মে। স্পর্শ হতে বেদনার উৎপত্তি হয়। সুখ-বেদনার সময় লোভ, দুঃখ-বেদনার সময় দ্বেষ ও উপেক্ষা বেদনার সময় মোহ উৎপন্ন হয়। এই বেদনা ত্রয় দুঃখময়, অনিত্য ও নিঃসার। সুখ বেদনা উপস্থিত সুখের হলেও পরিণতিতে দুঃখ। শাস্ত্রে আছে ঃ

সুখা বেদনা ঠিতা সুখা, বিপরিণাম দুক্‌খা।

যেহেতু, কোন পদার্থই স্থায়ী নহে সবই অনিত্য। যা অনিত্য বিষয় স্বভাব সম্পন্ন তাই দুঃখ। এই সুখ বেদনা সর্ব্ব প্রথম উৎপন্ন হয়। তা হওয়া স্বাভাবিকও বটে। কারণ, জীব মাত্রই কামময়। কামনাপূর্ণ চিত্তোৎপত্তিই সর্ব্বাগ্রে হয়ে থাকে। কাম্য বস্তু অপ্রাপ্তিতে দুঃখ। জাতক ভূমিষ্ট হওয়া মাত্রই কাঁদে। তৎপূর্ব্বে তার নিশ্চয়ই একটা ইচ্ছা ছিল। ইহার ব্যত্যয় ঘটাতে পরক্ষণে জাতকের এই ক্রন্দন। সম্ভবতঃ এ জন্যই বৌদ্ধ দর্শন শাস্ত্রে সর্ব্বাগ্রে লোভ চিত্তের বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং সুখের বিপর্য্যয়ে দুঃখ এবং সুখ দুঃখে নিঝুম ঔদাসীন্য হলে উপেক্ষা বেদনার সৃষ্টি হয়। এই বেদনা 'আমি' নহে, 'আমার' নহে, আমার 'আত্মা' নহে। এই বেদনা অনুক্ষণ উৎপন্ন হয়ে লোভ, দ্বেষ ও মোহের সৃষ্টি করেছে। অতএব চিত্তের ক্রমঃগতি যখন বেদনায় উপস্থিত হয় তখন অতীব সচেতন ও স্মৃতিমান থাকলে বেদনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় বটে; কিন্তু লোভ দ্বেষ, মোহের কিছুই উৎপন্ন হতে পারে না। তদ্‌স্থলে শ্রদ্ধাদি কুশল জাতীয় চিত্ত-বৃত্তি উৎপন্ন হয়ে জ্ঞান লাভের হেতু হয় প্রত্যেক বেদনায় স্মৃতিমান থাকাই বেদনানুদর্শন।

৩। **চিত্তানুদর্শন ঃ**

কুশল চিত্ত, অকুশল চিত্ত, সমাহিত চিত্ত, অসমাহিত চিত্ত, বিমুক্ত চিত্ত, অবিমুক্ত চিত্ত—ইত্যাদি সর্ব্ববিধ চিত্তই অনিত্য। মানব-চিত্ত উন্নতির চরম পরিণতি—তৃষ্ণা-বিমুক্ত অথবা দুঃখ নিবৃত্তি লাভে সমর্থ হতে পারে।

পভস্সরমিদং ভিক্খবে চিত্তং তঞ্চ খো আগন্তুকেহি উপক্কিলেসেহি উপকিলিট্ঠং, পভস্সরমিদং ভিক্খবে চিত্তং, তঞ্চ খো আগন্তুকেহি উপক্কিলেসেহি বিপ্পমুত্তং।

চিত্ত সাধারণতঃ প্রভাস্বর লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, শোক, পরিতাপ প্রভৃতি উপক্লেশ চিত্তের নিজস্ব ব্যাপার নহে। ইহারা সকলে চিত্তের আগন্তুক। এই আগন্তুকগণের উৎপত্তি, স্থিতি, বিলয় অহরহঃ লাগিই আছে। কাজেই কোন চিত্তই 'আমার' নহে, 'আমি' নহে, আমার 'আত্মা' নহে। চিত্তমাত্রই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম লক্ষণ সম্পন্ন। সর্ব্ববিধ চিত্ত, চিত্ত-বৃত্তি, চিত্ত-গতি, চিত্ত-প্রকৃতি ও চিত্তের সকল প্রকার ভাব-বিন্যাসের প্রতি এবং আগন্তুকগণের দৌরাত্ম্য লক্ষ্য করে ইহাদের আগমন, অবস্থান ও প্রস্থানের গতিবিধি স্মৃতিসহ সজাগ-দৃষ্টির নিরীক্ষণই—চিত্তে চিত্তানুদর্শন। চিত্তের প্রভাস্বরতা বা দীপ্তি বিকাশের নিমিত্ত ক্রমোন্নতিতে স্মৃতিমান থাকাই চিত্তানুদর্শনের প্রয়োজনীয়তা।

৪। **ধর্ম্মানুদর্শন ঃ**

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই স্কন্ধের প্রতি স্মৃতির অনুশীলন বা স্মৃতি সম্পন্ন কর্ম্ম-ই চার স্মৃতি প্রস্থান। এ যাবৎ কায় (রূপ) বেদনা, চিত্ত (বিজ্ঞান) সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে, সংজ্ঞা ও সংস্কার স্কন্ধের প্রতি স্মৃতির

চর্চ্চাই ধর্ম্মানুদর্শন। ধর্ম্মানুদর্শনের আলোচ্য বিষয় পঞ্চ 'নীবরণ', 'পঞ্চ স্কন্ধ', দ্বাদশায়তন', 'সপ্ত বোধ্যঙ্গ' এবং 'চতুরার্য্য সত্য।'

আসঙ্গ-লিপ্সা, ক্রোধ, চিত্ত ও চিত্ত-বৃত্তির জড়তা-গ্লানি, চাঞ্চল্যানুতাপ, সংশয় বা দ্বৈত-ভাব এই পঞ্চ নীবরণ জীবনোৎকর্ষ সাধনের অন্তরায়। ইহাদের আগমন-নিগমন অবস্থান সম্পর্কে চিত্তের সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থা বা স্মৃতি সহগত কর্ম-ই ধর্ম্মানুদর্শন। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধ হেতু-প্রত্যয় সমন্বিত বা যৌগিক অবস্থাপন্ন। ইহাদের অনিত্যতা, দুঃখময়তা ও অনাত্মতা-মূলক লাক্ষণিক জ্ঞানের প্রয়োজনে ইহাদের উৎপত্তি-স্থিতি বিষয় সম্পর্কে স্মৃতি-শীল হতে হয়। তবে কোন স্কন্ধই চক্ষাদি 'আমি, আমার কিম্বা আমার আত্মা' বলে গৃহীত হয় না। দৈহিক ষড়ায়তন, রূপাদি বাহ্যিক ষড়ায়তনের সহিত সম্মিলনে চিত্তে কাম-রাগ, প্রতিঘ (ক্রোধ), মান, মিথ্যা দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত মরামর্শ, ভব-রাগ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য ও অবিদ্যা—এই দশবিধ সংযোজন অনুৎপন্ন থাকলে যেন উৎপন্ন হওয়ার অবকাশ না পায়, উৎপন্ন হলে পরিত্যক্ত হয় এবং পুনরুৎপত্তির অবকাশ না হয় ইত্যাদি প্রত্যেক সংযোজন সম্পর্কে দৃঢ় পরাক্রম ও অপ্রমত্ত ভাবে স্মৃতিমান থাকাই ধর্ম্মানুদর্শন। স্মৃতি, প্রজ্ঞা, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা—এই সপ্তবিধ বোধ্যঙ্গ—পরিপূর্ণ জ্ঞানের এক একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। ইহাদের মধ্যে যে কোনটি আপনার চিত্তে আছে কি নেই—তা সম্যকরূপে অবগত হওয়া, যেই কারণে উৎপন্ন বোধ্যঙ্গ ভাবনা-কর্ম্ম দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করে সেই কারণও সম্যক উপলব্ধি করা। এরূপে প্রত্যেক বোধ্যঙ্গ সম্পর্কে স্মৃতি সহকারে লক্ষ্য করাই ধর্ম্মানুদর্শন। ইহারা 'আমার' নহে, 'আমি'

নহে, কিম্বা আমার 'আত্মা' নহে - এরূপ ভাবনা করতে হয়। স্মৃতি সহকারে কর্ম্ম সম্পাদনকারীকে যথাযথভাবে জানতে হয় যে, ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখের কারণ, ইহা দুঃখের নিরোধ ও ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়।

জীবের জীবন স্বভাবতঃ অনিত্য অস্থির, অশাশ্বত ও দুঃখময়। তাই কায়, বেদনা, চিত্ত ও ধর্ম্ম প্রভৃতি স্মৃতি সহগত কর্ম্মের নানাবিধ অবলম্বন প্রদর্শিত হলেও জীবগণকে নিত্য, সুস্থির, শাশ্বত ও সুখময় অবস্থায় উন্নীত করার পক্ষে জীবনের সর্ব্বাবস্থায় এই একটি মাত্র চৈতসিক স্মৃতির প্রতিষ্ঠাই একমাত্র উৎকৃষ্ট পন্থা। তদ্ধেতু সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ কর্ত্তৃক স্মৃতির অনুশীলন নীতি বা স্মৃতি সম্পন্ন কর্ম্ম সম্পাদনার প্রণালী প্রদর্শিত ও উপদিষ্ট হয়েছে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ কর্ম্ম- যা অন্যান্য যাবতীয় কর্ম্ম সংস্কারের নিরসন করতে সমর্থ।

জীবের জীবনই কর্ম। কর্ম-ই প্রাণিগণের নিয়ন্তা। কর্ম ছাড়া প্রাণিগণের একক্ষণের জন্যও কোনরূপ অস্তিত্ব নেই। জগতের প্রাণিগণের সুখী-দুঃখী, হীন-উত্তম, জ্ঞানী-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, সুশ্রী-বিশ্রী, সুবুদ্ধি-দুর্বুদ্ধি, উন্নত-অবণত ইত্যাদি বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন হয়— একমাত্র কর্মের মাহাত্ম্যে, বৈশিষ্ট্যে ও পার্থক্যে। কর্ম সম্ভূত জীবন চক্র ঘুরে ঘুরে অনাদিকাল হতে চলে এসেছে। এই কর্ম-চক্রকে নিরুদ্ধ করতে না পারলে অনন্ত কালাবধি ঘুরতে থাকবে। ঘূর্ণায়মান চক্র নব নব প্রেরণার অভাবে ও প্রারব্ধ বেগের শক্তিক্ষয়ে স্বাভাবিক নিয়মে যেমন শান্ত হয়ে যায়, তদ্রূপ নব নব কর্ম-প্রেরণার অভাবে সঞ্চিত ও প্রারব্ধ কর্মের ভোগ ক্ষয়ে কিম্বা বিরুদ্ধ কর্ম শক্তি দ্বারা ব্যাহত হলে জীবন-চক্র আপনা আপনি ধ্বসে যায়, শান্ত হয়ে যায়।

তৃষ্ণাসঙ্গ চিত্তের গতি অতীব দ্রুত ও চঞ্চল। নিমেষের মধ্যে চিত্ত যত্র-তত্র গমনাগমন করতে পারে। শাস্ত্রে আছেঃ এক তূরি সময়ের মধ্যে চিত্তের সত্তর বার ভাব পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইহাও নাকি সাধারণ জ্ঞানের লক্ষ্য। কিন্তু বুদ্ধ-জ্ঞানে লক্ষাধিক বার ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে। চিত্ত বড় দূরগামী; ইহাতে চিত্তের কালক্ষেপন হয় না, কিম্বা ভৌতিক দূরত্ব কোনরূপ বাধা জন্মায় না। চিত্ত অতিশয় দূরক্ষণীয়, দুর্নিবার্য্য, দুর্দ্দমণীয়। কাম-ক্রোধাধির প্রকৃতিগত তাড়নায় যথেচ্ছায়—বিচরণ করে। চিত্ত-ক্ষণে নারকীয় কীট, ক্ষণে স্বর্গীয় দেব-ব্রহ্মা, ক্ষণে দস্যু অঙ্গুলি মালা, ক্ষণে পূর্ণ বিমুক্ত অর্হৎ অঙ্গুলি মালা স্থবির, কখন ভীম দর্শন, কখন বা সৌম্যদর্শন। অকূল সমুদ্রে দিক-বিদিক জ্ঞান-শূন্য নাবিক যেমন একটি মাত্র কাঁটা বিশিষ্ট কম্পাস দর্শনে একদিক নির্দ্ধারণ করে লয়, একদিকে নির্দ্দিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্য সকল দিক নিরূপিত হয়, তদ্রূপ এহেন চিত্তের বিকটতায় পর্য্যুদস্ত, সন্ত্রস্ত ও দুঃখিত হয়ে অসীম ভব জলধি অতিক্রম করার মানসে যাদের অন্তরে চিত্ত-নিবৃত্তি ও কর্ম্ম বিমুক্তি একান্ত অভিপ্রেত হয়ে পড়ে, তাদের সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য—চিত্তের শান্তি, একাগ্রতা ও বশীভাব সম্পাদন। চিত্তের লক্ষ্য ও সমাহিত অবস্থা লাভের জন্য সহজ ও উৎকৃষ্ট পন্থা হতেছে—চিত্তকে স্মৃতিরূপ স্তম্ভে ধৃতিরূপ শৃঙ্খল দ্বারা দৃঢ় বন্ধনে স্মৃতির পূর্ণত্ব সাধন। একটি মাত্র দিক্ প্রদর্শক দিক দর্শন যন্ত্রের ন্যায় একমাত্র স্মৃতি সম্পন্ন কর্ম্ম দ্বারা জীবনের সকল দিক সুনির্দ্ধারিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়। এই স্মৃতি সাধনার জন্য গৃহ ত্যাগ, কৃচ্ছ্র সাধন কিম্বা কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয় না। সহজ স্বাভাবিক নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে স্মৃতির অনুশীলন-জনিত কর্ম্ম মানব জীবনের সকল সার্থকতা সম্পাদন করে।

যন্তং পুরিস থামেন পুরিস বিরিয়েন পুরিস পরক্কমেন পত্তব্বং,
ন তং অপাপুনিত্বা বিরিযস্‌স সঠানং ভবিস্‌সতি।

তস্মা অপ্‌পত্তস্স পত্তিযা অনধিগতস্স অধিগমায়
অসচ্ছিকতস্স সচ্ছি-কিরিযায বিরিয়ং আরভথ।

সর্ব্ব মঙ্গলদায়ক অপ্রাপ্ত-বস্তুকে পাবার জন্য, সর্ব্ব অমঙ্গল বিধ্বংসী অলব্ধ জ্ঞানকে লাভ করার জন্য, জাগতিক সর্ব্ব দুঃখ অপহরণ করে প্রত্যক্ষ বিষয়কে সম্যক উপলব্ধি করার জন্য, স্মৃতি সাধক ব্যক্তিকে দৃঢ়-পরাক্রমের সহিত অগ্রসর হতে হবে। যা পুরুষ বিক্রমে, পুরুষ-শক্তিতে, পুরুষ বীর্য্য প্রয়োগ করে লাভ করতে হয়, তা লাভ না করে কখনও নিরস্ত হবে না। যতদিন যাবৎ অভীষ্টসিদ্ধ না হয় ততদিন স্মৃতি ত্যাগ করব না বলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হতে হবে। শাক্যমুনি বহুজন্ম জন্মান্তরের কঠোর সাধনা প্রভাবে যেই জ্ঞান দীপ প্রজ্জ্বলিত করেছেন, যা সমগ্র জগতকে উদ্ভাসিত করেছে—সেই জ্ঞান দীপ হতে অনুপ্রাণিত অন্তরে ন্যূনকল্পে সাতদিনের সাধনায় অন্ততঃ তৃষ্ণাক্ষয় কর জ্ঞানদীপের অনুশিক্ষা উদ্বোধন করা যেতে পারে বলে তিনি বলে গিয়েছেন। সুতরাং স্মৃতি সাধনা কর্ম্মই অভিষ্ট সিদ্ধির অদ্বিতীয় উপায়।

স্মৃতি সম্মত কর্ম্ম সাধনা মানব তথা বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য উদ্ভেদ করে ইহার বিধান ও শক্তির উপলব্ধি করতঃ জীবকে জ্ঞানানন্দ দান করে। জীবের নিজ নিজ যথার্থ প্রকৃতি প্রদর্শন করে জীবন পথ নির্দ্দেশ করে। আত্মশক্তি রচনা করে অগ্রগতির পথ সুগম করে দেয়। চির-পরিবর্ত্তনশীল এই পার্থিব জীবনের অতীত এক অপরিবর্ত্তনীয় জন্মহীন জীবন, শোক-দুঃখহীন জীবন এক চরম লক্ষ্য প্রদর্শন করে। সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য জীবনকে উৎসাহিত ও সংকল্পবান করে। এই স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মানুশীলন সুপ্ত কর্ম্মশক্তি ও নৈতিক বল উদ্দীপিত করে দেয়। পূণ্যে প্রীতি, পাপে বিরতি জন্মায়, শোকে শান্তনা, দুঃখে ভরসা ও মৃত্যুশয্যায় নির্ভরতা প্রদান করে। জীবনের ঘটনা-বৈচিত্রের মধ্যে জীবনকে সপ্রতিভ, অচঞ্চল ও অপ্রমত্ত থাকার উপায় উদ্ভাবন করে দেয়। এই স্মৃতি সাধনা লব্ধ প্রজ্ঞায় জীবন লক্ষ্য, পরম পরিপূর্ণতা, অবিনশ্বরা শান্তি, পরম সুখ-নির্ব্বানে উপনীত করে।

নির্ব্বানং পরমং সুখং।

প্রতীত্য সমুৎপাদ বা কার্য-কারণ নীতি

সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আচার্য বুদ্ধ ঘোষের

ভাষায়

বত্তুকামো অহং অজ্জ পচ্চয়াকার বণ্ণনং

পতিট্ঠং নাধিগচ্ছামি অজ্ঝোগাহেলাব সাগরং।

(আজ আমি প্রত্যয়াকার রূপে প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি বর্ণনা করতে চাই; কিন্তু মহা সমুদ্রে পতিত ব্যক্তির ন্যায় কোনরূপ ঠাঁই পাচ্ছি না)

শাক্যমুনি বিশ্বের নিত্য দৃশ্যমান ঘটনা—জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর মাঝে অপর এক মহা সত্য—অনিত্য দুঃখ-অনাত্মর ক্রিয়া দেখতে পেয়ে বিশ্বের যথার্থ প্রকৃতি 'দুঃখ-ময়তা' উপলব্ধি করেছিলেন। এই দুঃখ-মুক্তির সম্ভাব্য কল্পনায় দুঃখ মুক্তির পথ অন্বেষণের জন্য ধন-জন-রাজ্য পরিত্যাগ-পূর্বক কঠোর সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি সাধনায় সম্বোধি বা পরম জ্ঞান উপলব্ধি করলেন যে, কাম-ভোগ যেমন অনর্থকর তেমনি কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনাও নিষ্ফল। অবশেষে এই দুই অন্ত বর্জন ক'রে বুঝতে পেরেছিলেন,—"ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্সুপ্পদা ইদং উপ্পজ্জতি। আরো বুঝলেন,—ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতি"। ইহা হলে উহা হয়, ইহার উৎপত্তিতে উহার উৎপত্তি, ইহা না হলে উহা হয় না, ইহার নিরোধে উহা নিরুদ্ধ হয়।

অর্থাৎ হেতুর উৎপত্তিতে ফলের উৎপত্তি, হেতুর নিরোধে ফলের নিরোধ। ইহাই প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতির মূল-সূত্র। জর-জগৎ ও মনো-জগৎ এই নীতি দ্বারা পরি-শাসিত।

তথাগত বুদ্ধ বোধিদ্রুম মূলে জীবন-দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের কারণ যে এই প্রতীত্য সমুৎপাদ বা কার্য-কারণ নীতি—তা সম্যক

উপলব্ধি করে ইহাকে শৃংখলাবদ্ধ ক'রেছিলেন। তিনি দুঃখের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে অবিদ্যাকে মুল-কারণ নির্দেশ করেছেন এবং ইহার আদি অনির্ণেয় হলেও ভব-চক্র বা জীবন-চক্রের সর্বাগ্রে স্থাপন করেছেন। অবিদ্যা জগতের আদি কারণ নয়। ইহা চির বিদ্যমান। মাধ্যাকর্ষণ যেমন জড়শক্তি, অবিদ্যা তেমনি মানসিক শক্তি। জাগতিক অন্যান্য শক্তির ন্যায় অবিদ্যাও এক মহান শক্তি।

দীঘ নিকায় গ্রন্থের ব্রহ্ম জাল সুত্রে অধীত্য সমুৎপাদ নামে ভারতীয় দর্শন তত্ত্বের একটা দার্শনিক মতবাদ বর্ণিত আছে। এই মতবাদানুসারে আত্মা ও জগৎ অধীত্য সমুৎপন্ন, অকারণ সঞ্জাত। ইহার মুল উক্তি হল, অহং হি পুব্বে নাহোসি সোম্হি অহুত্বা সত্ততায় পরিণতো' তি। আমি পূর্বে ছিলাম না, পূর্বে না হয়ে এখন আমি সত্বে পরিণত হয়েছি। কেহ বলেন,—সৎ অগ্রে ছিল, এক ও অদ্বিতীয়। সৎ হতে বিশ্বের সৃষ্টি। কেহ বলেন,- অসৎ অগ্রে ছিল, এক ও অদ্বিতীয়। অসৎ হতে বিশ্বের সৃষ্টি। কারো মতে,—বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। ছিল শুন্যাবৃত স্বশক্তি স্পন্দিত অপ্রকট গহন গম্ভীর সলিল। উহার শক্তি স্পন্দনে জন্মিল মিস্ক্ষা বা কাম। এর থেকেই বিশ্ব সৃষ্টি। আবার কারো মতে,—প্রজাপতিই অগ্রে ছিলেন। তিনি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে প্রকৃতি পুরুষ হলেন তাঁদের মিলনেই জীবের সৃষ্টি হয়। কারো কারো মতে—সর্ব শক্তিমান ইচ্ছাময়ের হেতু হীন ইচ্ছাতেই বিশ্বের সৃষ্টি। এভাবে জগতে সৃষ্টিরও অন্ত নেই, সৃষ্টি তত্ত্বেরও-অন্ত নেই। কিন্তু কারো মতের সাথে কারো সামঞ্জস্য নেই। মতবাদ সর্বদা পরস্পর বিরোধী।

সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থের অনমতগ্গ সূত্রের মতে,—সংসার অনাদি ও অনন্ত। ইহার পূর্ব কোটি বা অপর কোটি আদি অন্ত—ঐতিহাসিক জ্ঞানের অতীত। যেখানে সংসার, সেখানেই অবিদ্যা তৃষ্ণার অস্তিত্ব ও রাজত্ব। সংসারের মতন অবিদ্যা তৃষ্ণারও আদ্যন্ত ঐতিহাসিক জ্ঞানে

দৃষ্ট হয় না। ঐতিহাসিক জ্ঞান গম্য সংসার মধ্যে সর্বত্রই আবর্তন বিবর্তন ও জীব গণের জন্ম, মৃত্যু ও জীবন ধারা পরিলক্ষিত। সর্বত্রই হেতু প্রত্যয়তা পরিদৃষ্ট। সংসার অবিদ্যা কিংবা তৃষ্ণার আদ্যন্ত জ্ঞানের অগোচর হলেও জ্ঞান গম্য অংশের ব্যাপার উপলব্ধি করা অসম্ভব নয়। গম্য অগম্য সর্বাংশেই একই হেতু প্রত্যয়তা, ধর্মতা, নিয়মতা বা নিয়ম-তন্ত্র। তথতা, অবিতথতা ও অনন্যতা। ইহার নাম প্রতীত্য সমুৎপাদ। এই নিয়মতন্ত্রে পক্ষপাতিত্ব দোষ নেই। যেখানে যে ঘটনা ঘটবার উপযুক্ত প্রত্যয় সামগ্রী, কারণ সমবায় বা যোগাযোগ, সেখানে সে ঘটনা ঘটবেই। তার অন্যথা হওয়ার নয়।

তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটুক বা না ঘটুক জন্ম, জরা মৃত্যু জগতে ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে। মনীষী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের মতন তথাগত বুদ্ধ জগতের সত্য স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে প্রতীত সমুৎপাদ নীতির উপদেশ প্রদান ক'রে জন্ম মৃত্যুর আকারে ভাসমান জীবের জীবন দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তার মধ্যেও রয়েছে হেতু প্রত্যয় বা কার্য কারণ নীতি।

বিশ্ব বিশ্রুত জার্মান বৈজ্ঞানিক মহামতি আইনষ্টাইন মাত্র একশত বৎসর পূর্বে তৎপূর্ববর্তী ও সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের জড় বিশ্বের সব আবিষ্কার অতিক্রম করে আপেক্ষিক বা সাপেক্ষ বাদ নামক এক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করে বিজ্ঞান জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বহুশত বৎসর পূর্বে তথাগত বুদ্ধ জড়াজড় বিশ্বের সাপেক্ষ বাদ বা প্রতীত্য-সমুৎপাদ আবিষ্কার করে জ্ঞানী জগৎকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন।

এই প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতির উদ্দেশ্য কারণ সম্ভূত ও তৎসম্পর্কিত জীবন দুঃখ উপলব্ধি ক'রে তার থেকে মুক্তি লাভ। এতে লীলা-ময়ের লীলা, ইচ্ছা-ময়ের ইচ্ছা কিংবা দৈব খেয়ালের দোহাই নেই। এই নীতিই বিশ্বে তথাগত বুদ্ধের একমাত্র অবদান। এই নীতিই বৌদ্ধ

ধর্মকে অন্য ধর্ম হতে পৃথক ক'রে রেখেছে। এই নীতিতে যাঁরা সামান্যতম ব্যবহারিক জ্ঞানও লাভ করেছেন, তাঁরাই অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন বৌদ্ধ ধর্মের অতুল্য মাহাত্ম্য। আর যাঁরা এই ধর্মে সাধনা-লব্ধ পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদের কথা বলবার কি থাকতে পারে?

প্রতীত্য সমুৎপাদ শব্দের অর্থ-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,--অভিমুখে গমন করে ব'লে হেতু-সমূহ 'প্রতীত্য' নামে এবং সহযোগী ধর্মকে উৎপন্ন করে ব'লে 'সমুৎপাদ' নামে কথিত। অবলম্বন পূর্বক প্রবর্তিত হয়,—এজন্য প্রতীত্য এবং উৎপন্ন হওয়ার সময় সমবায়ে ও সম্যক রূপে উৎপন্ন হয়, অথচ একক নহে, হেতু ছাড়াও নহে—এজন্য সমুৎপাদ। প্রত্যয় থেকে উৎপন্ন ধর্ম স্থিত ব'লে ধর্ম-ধাতু। প্রত্যয় সমূহকে সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখে ব'লে ধর্ম-নিয়মতা। অন্যূন-অনধিক রূপে সেই সেই প্রত্যয় সমূহ সেই সেই ধর্মের উৎপত্তি ঘটে ব'লে তথতা। সামগ্রিক ভাবে উৎপন্ন প্রত্যয় সমূহের মধ্যে মুহূর্ত কালের জন্য উহা হতে উৎপন্ন ধর্মের অসম্ভাব্যতার অভাব ব'লে ইহা অবিতথতা। এই ধর্মের প্রত্যয়ে অন্য ধর্মের উৎপত্তি হয় না ব'লে ইহা অনন্যথা। যে প্রতীত্য-সমুৎপাদ আপন প্রত্যয় প্রভাবে প্রবর্তিত, নিজেই যেমনি প্রত্যয়, তা ফলরূপেও তেমনি বর্ণিত।

সংস্কারাদি উৎপত্তির জন্য অবিদ্যাদি একেক হেতু শীর্ষে যে নির্দ্দিষ্ট হেতু-সমষ্টি ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা সাধারণ ফল ফলানের জন্য ও অবিকল রাখার উদ্দেশ্যে সামগ্রিক অঙ্গ-সমূহ পরস্পর অভিমুখী হয়ে যায় ব'লে ইহাকে প্রতীত্য এবং পরস্পর সহযোগী সম্মিলিতভাবে অচ্ছেদ্য স্বভাব-বিশিষ্ট ধর্ম সমূহকে উৎপন্ন করে ব'লে সমুৎপাদ বলা হয়েছে।

"অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নাম-রূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে

স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জাতি, জাতি বা জন্মের কারণে জরা-মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ, মনস্তাপ, নিরাশা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে সমগ্র দুঃখ রাশি উৎপন্ন হয়। কিন্তু অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরুদ্ধ, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান নিরুদ্ধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ নিরুদ্ধ, নাম-রূপের নিরোধে ষড়ায়তন নিরুদ্ধ, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শ নিরুদ্ধ, স্পর্শের নিরোধে বেদনা নিরুদ্ধ, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণা নিরুদ্ধ, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদান নিরুদ্ধ, উপাদানের নিরোধে ভব নিরুদ্ধ, ভবের নিরোধে জাতি বা জন্ম নিরুদ্ধ, জাতি বা জন্মের নিরোধে জরা-মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ দৌর্মনস্য, নিরাশা নিরুদ্ধ হয়। এ ভাবে সমগ্র দুঃখ রাশি নিরুদ্ধ হয়।

এখন দেখা যাক—এই অবিদ্যা কি ?

বিজ্জমানং অবিজ্জাপেতি.

অবিজ্জমানং বিজ্জাপেতীতি অবিজ্জা।

যা বিদ্যমানতায় অবিদ্যমানতা জন্মায় ও অবিদ্যমানতায় বিদ্যমানতা জন্মায়-তাই অবিদ্যা। অবিদ্যা কোন বিষয় বা বস্তুর যথার্থ স্বভাব জানতে দেয় না, স্বরূপে বিপরীত বোধের সৃষ্টি করে। এই দেহ মন যে রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার বিজ্ঞান নামক পঞ্চস্কন্ধ, তার স্বরূপ যে দুঃখময়তা সঠিকভাবে না বুঝা-অবিদ্যা। জীবন দুঃখের কারণ যে তৃষ্ণা ইহা না বুঝা-অবিদ্যা। তৃষ্ণার নিরোধে যে জীবন দুঃখের নিরোধ—তা না বুঝা-অবিদ্যা। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গানুযায়ী জীবন যাপন যে তৃষ্ণা-নিরোধের এক মাত্র উপায়—ইহা না-বুঝা—অবিদ্যা। অন্ধকার যেমন গৃহের বস্তু নিচয়কে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে ও চোখের দৃষ্টি-শক্তিকে ব্যাহত করে এবং চক্ষুর ছানি যেমন চক্ষুকে অভিভূত করে, —তেমনি অবিদ্যা জগতের সত্য-স্বরূপকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। প্রভাস্বর বুদ্ধিকে ব্যাহত ক'রে দেয়।

অবিদ্যার কারণে সংস্কার

এই অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবনে জাগতিক তত্ত্বাবলী উপলব্ধি না ক'রে যখন কোন বিষয় চিন্তা করে, বাক্য বলে কিংবা কার্য করে; তখন সেই চিন্তা, বাক্য কিংবা কার্য এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করে। এই নূতন ভাব বা চেতনাই—সংস্কার। এই চেতনা বা সংস্কারের অপর নাম—কর্ম। অবিদ্যার কারণে ত্রিবিধ সংস্কার উৎপন্ন হয়। যথা,—পুণ্য-সংস্কার, অপুণ্য-সংস্কার, আনেঞ্জা বা অচঞ্চল-সংস্কার। মধুর দুগ্ধের প্রত্যয়ে সুস্বাদু সর ও অম্ল দধি ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তু প্রস্তুত হওয়ার ন্যায় অবিদ্যার প্রত্যয়ে উদ্দেশ্যের পার্থক্যে, ব্যবহারের তারতম্যে, ঘটনা বৈচিত্র্যে বিভিন্ন সংস্কার উৎপন্ন হয়। এই সংস্কার বা কর্ম অহরহঃ সম্পাদিত হয়। কর্ম ছাড়া জীবের জীবন এক ক্ষণের জন্য বিরাম থাকে না। জাগরণে, অর্দ্ধ জাগরণে, এমন কি সুষুপ্তির মধ্যে জীব কর্ম সম্পাদন ক'রে থাকে। ইহা জীবন চক্র বা জীবন প্রবাহ নামে বর্ণিত। ইহা অবিরাম ঘূর্ণায়মান, অবিদ্যাভিভূত মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তি পুনর্জন্মদায়ক সংস্কার দ্বারা নিজেকে নিজে পরিবেষ্টন করে। গুটি পোকা যেমন স্ব-দেহোৎপন্ন সূত্রকোষ দ্বারা নিজেকে নিজে আবদ্ধ করে।

সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান

সমবায়ে কৃত ধর্মকে ফলোৎপাদনে গঠন করে ব'লে সংস্কার। কর্ম চিত্তের বা সংস্কারের প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রভাবে যখন রূপের সাথে চক্ষু, শব্দের সাথে শ্রোত্র, গন্ধের সাথে ঘ্রাণ, রসের সাথে জিহ্বা ও ভাবের সাথে চিত্ত সম্মিলিত হওয়ার অবকাশ পায়, তখন ইহা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। এই বিকাশমান অবস্থাই বিজ্ঞান। কর্ম চিত্তের সংস্কার-জনিত প্রচ্ছন্ন শক্তির প্রতিক্রিয়ার অবস্থাই বিপাক বিজ্ঞান। অষ্টবিধ কামাবচর কুশল চিত্ত, দ্বাদশ অকুশল চিত্ত, পঞ্চবিধ রূপাবচর কুশল চিত্ত, চতুর্বিধ অরূপাবচর কুশল চিত্ত,-এই ২৯ প্রকার লৌকীয়

চিত্ত ক্রিয়ার প্রচ্ছন্ন শক্তির অনুবলে আট মহাবিপাক বিজ্ঞান, নয় মহদ্‌গত বিপাক বিজ্ঞান, দশ দ্বি-পঞ্চ বিজ্ঞান, দুই সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত এবং তিন সন্তীরণ চিত্ত--এই ৩২ প্রকার অভিব্যক্ত অবস্থাই ৩২ প্রকার বিপাক বিজ্ঞান। এই বিপাক বিজ্ঞান প্রত্যয় সহযোগে সক্রিয় হয়ে আবার নূতন সংস্কার গঠন করে। উদ্ভিদ যেমন বৃক্ষ ও বীজের, বীজ ও বৃক্ষের আকারে আবর্তিত হয়ে চলছে। মন্ত্রী পরিগৃহীত রাজ্য মধ্যে রাজ কুমার সদৃশ সংস্কার-উৎপন্ন বিজ্ঞান জীবন প্রবাহে নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বিজ্ঞানের কারণে নাম-রূপ

পূর্বোক্ত ৩২ প্রকার বিপাক বিজ্ঞানের মধ্যে উনিশ প্রকার চিত্ত প্রতিসন্ধি কৃত্য (জন্ম পরিগ্রহ কর্ম) সম্পাদনে ক্ষমতাশীল। তন্মধ্যে অকুশল বিপাক—উপেক্ষা সন্তীরণ, কামা বচর কুশল বিপাক সন্তীরণ, অষ্ট সহেতুক কুশল বিপাক, পঞ্চবিধ রূপ বিপাক বিজ্ঞান, চতুর্বিধ অরূপ বিপাক বিজ্ঞান—এই উনিশ প্রকার প্রতিসন্ধি বা জন্ম পরিগ্রহকারী বিজ্ঞানের মধ্যে অবস্থা ভেদে যে কোন একটি নাম রূপ উৎপাদন করে। এখানে নাম বলতে বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার—স্কন্ধত্রয় এবং রূপ বলতে কর্মজ রূপ-কলাপকে বুঝায়। যাদুকর যেমন নানা প্রকার যাদু প্রদর্শন করে।

নাম-রূপের কারণে ষড়ায়তন

চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন-ইহারাই ষড়ায়তন। ষড়ায়তন শব্দের অর্থ নানা প্রকার হলেও এখানে স্থান বুঝায়। "রাগাদি রজস্‌স উপ্‌পত্তি-দেসো"। মনায়তন বলতে ১০ দ্বি-পঞ্চ বিজ্ঞান, ত্রিবিধ মনোধাতু ও ৭৬ মনোবিজ্ঞান ধাতু—এই ৮৯ প্রকার চিত্তকে বুঝায়। এখানেও নাম বলতে বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার স্কন্ধত্রয় এবং রূপ বলতে পৃথিবী, আপ, বায়ু, তেজঃ—এই চার প্রকার মহাভূত রূপ। চক্ষু-শ্রোত্র, ঘ্রাণ-জিহ্বা কায় হৃদয় বাস্তু সহ ছয় প্রকার বাস্তু রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় ও

ও ওজঃ।—এই দ্বাদশ রূপকে নির্দেশ করে। নামের সঙ্গে ষষ্ঠায়তনের অর্থাৎ মনায়তনের প্রত্যয়। উর্বর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত বন-জঙ্গলের মত।

ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ

চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়—দৈহিক আয়তনের সহিত যখন রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্য—এই বহিরায়তনের সম্মিলন ঘটে এবং মনসিকার সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংঘর্ষণ ঘটলে বিজ্ঞাতা চিত্তের উৎপত্তি হয় এবং এই তিনের সঙ্গতিতে স্পর্শের উৎপত্তি হয়। এই স্পর্শের উৎপত্তি দৈহিক সংঘর্ষণ না হলেও হতে পারে। যেমন জিহ্বায় তেঁতুল সংঘর্ষণ দ্বারা লালা ঝরে, তেমন তেঁতুল দর্শনে, শ্রবণে ও মননেও লালা উৎপন্ন হয়। চক্ষ্যাদি সংস্পর্শানুসারে স্পর্শ ছয় প্রকার।

স্পর্শের কারণে বেদনা

সংক্ষেপে সুখ-দুঃখ-উপেক্ষানুভূতিই বেদনা। এক্ষেত্রে দ্বার ভেদে বেদনা ছয় প্রকার। যথা,—চক্ষু-সংস্পর্শজা বেদনা, শ্রোত্র সংস্পর্শজা বেদনা, ঘ্রাণ সংস্পর্শজা বেদনা, জিহ্বা সংস্পর্শজা বেদনা, কায় সংস্পর্শজা বেদনা, মন সংস্পর্শজা বেদনা। অতীত জন্মের অবিদ্যা, সংস্কার (তৃষ্ণা, উপাদান, ভব উহ্য ভাবে)—পঞ্চ হেতু দ্বারা বর্তমান জন্মের এ যাবৎ আলোচিত বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়ন, স্পর্শ, বেদনা—এই পঞ্চ ফল উৎপন্ন হয়েছে। ইহা জীবনের নিষ্ক্রিয় অংশ। (Passive side). স্পর্শ হতে বেদনার উৎপত্তি। যেন অগ্নিস্পর্শে দাহের সৃষ্টি।

বেদনার কারণে তৃষ্ণা

রূপাদি ছয় প্রকার আলম্বন বা বিষয় ভেদে তৃষ্ণা ছয় প্রকার। রূপ তৃষ্ণা শব্দ-তৃষ্ণা ইত্যাদি। যেমন পিতার নামানুসারে পুত্রের নাম। ব্রাহ্মণ-পুত্র। এই তৃষ্ণার মধ্যে একটি প্রবর্তনের আকারে কাম-তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা। রূপ তৃষ্ণাদি যখন চক্ষাদি ইন্দ্রিয়ের গোচরে

আগত আলম্বনকে কামের আস্বাদানুসারে আস্বাদন করতে করতে প্রবর্তিত হয়, তখনই ইহারা কাম তৃষ্ণা। এই কামতৃষ্ণা যখন ধ্রুব শাশ্বত ব'লে শাশ্বত দৃষ্টির সাথে প্রবর্তিত হয়, এবং কামলোক, রূপলোক ও অরূপ লোকের জীবন-তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তখন ইহা ভব-তৃষ্ণা আর এই কাম-তৃষ্ণা যখন বিনাশধর্মী, উচ্ছেদস্বভাববিশিষ্ট ব'লে উচ্ছেদ-দৃষ্টির সাথে প্রবর্তিত হয়, তখন ইহা বিভব তৃষ্ণা নামে কথিত। এই তৃষ্ণা রূপাদি ৬, কাম-তৃষ্ণাদি ৩, মোট—১৮ প্রকার। আবার অধ্যাত্ম বাহ্যিক ভেদে ৩৬। ত্রিকাল ভেদে ৩৬ × ৩ = ১০৮ প্রকার। লবণাক্ত জল পানে পিপাসা বৃদ্ধির মতন তৃষ্ণার চর্চায় তৃষ্ণা বৃদ্ধিই পায়।

তৃষ্ণার কারণে উপাদান

উপাদান চতুর্বিধ, কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান ও আত্মবাদ-উপাদান। কাম্য বস্তুর সন্ধান তৃষ্ণার কাজ। যেমন বেঙ অনুসন্ধান সর্পের কাজ। সর্পের ধৃত বেঙকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করা, রক্ষা করার ন্যায় চিত্ত যখন কাম্য বস্তুকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে, রক্ষা করতে থাকে, ত্যাগ করতে চায় না, তখন চিত্তের কামোপাদানের অবস্থা। তৃষ্ণার বিষয় বস্তুকে চিত্ত যখন 'নিত্য' 'সুখ' 'শুভ' মনে করে এবং এই অভিমতকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে, তখন দৃষ্ট্যোপাদান। চিত্ত যখন তৃষ্ণার বিষয় বস্তুকে অনিত্য ভঙ্গুর মনে করে এবং তাকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে দৃঢ়তার সহিত গোব্রতাদি নানা প্রকার ব্রত, পূজা, মানসাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি ও বিমুক্তি লাভে বিশ্বাস করে, তখন শীল-ব্রতোপাদান। আত্মা সম্পর্কিত দৃষ্টি বা বাদ—আত্মবাদ। আত্মা, লোক বা পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে শাশ্বত ধারণা, দুর্মোচ্য বিশ্বাস—আত্মবাদোপাদান। লোভ বশতঃ পঞ্চস্কন্ধের প্রতি

মিথ্যা ধারণা, পঞ্চস্কন্ধকে 'আমি' 'আমার' ব'লে তৃষ্ণা-জনিত অভিনিবেশ, আনন্দময় বিশ্বাস—আত্ম-উপাদানের অন্তর্গত। তৃষ্ণাই গাঢ় হয়ে উপাদানে পরিণত হয় এবং পূর্বোক্ত চতুর্বিধাকারে আত্ম-বিকাশ লাভ করে। মৎস্য যেমন আমিষ-লোভে বড়শীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তেমন তৃষিত ব্যক্তিও উপাদানে আবদ্ধ হয়।

উপাদানের কারণে ভব

ভূ-ধাতুর অর্থ হওয়া। কর্ম সম্পাদিত হয় এবং উৎপন্ন হয়—এই অর্থে ভব। ভব—দ্বিবিধ, কর্ম-ভব ও উৎপত্তি ভব। কর্ম ভব জীবনের সক্রিয় অংশ আর উৎপত্তি-ভব জীবনের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ। কুশলা-কুশল সংস্কার বা চেতনা রূপে সমস্ত ভবগামী কর্ম—কর্ম ভব এবং ভবোৎপন্ন বিপাক চিত্ত, চৈতসিক, কর্মজ রূপ এবং ইহাদের সমবায়ে গঠিত নাম-রূপ—এই সমস্তই উৎপত্তি-ভব। পূর্ববর্তী জন্ম থেকে পরবর্তী জন্মের কর্মফল রূপে সংযোগ ঘটায়—কর্ম-ভব ও উৎপত্তি ভব। দৃঢ়ভাবে তৃষ্ণাবদ্ধ ব্যক্তির ভবে অভিলাষ জন্মে। পিপাসিত ব্যক্তি যেমন বারি পানে তৃপ্ত হয়।

ভবের কারণে জাতি

জাতি অর্থ জন্ম। জন্ম মুহূর্তে রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান—এই পঞ্চ স্কন্ধের মাতৃ জঠরে উৎপত্তি। এক্ষেত্রে ভবঅর্থ—কর্মভব, উৎপত্তি ভব নহে। যেহেতু কর্ম-ভবই জাতি বা জন্মের কারণ। বাহ্য কারণাদি সম্পূর্ণরূপে এক হলেও সত্ত্বগণের মধ্যে হীন-শ্রেষ্ঠ বিভিন্ন প্রকার গুণ দৃষ্ট হয়। জনক-জননীর শুক্র-শোণিত এক হওয়া সত্ত্বেও যমজ-সন্তানেও উত্তম অধম বিভিন্ন প্রকার গুণাদির বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। এই পার্থক্য কখনো হেতু-হীন নহে। এই পার্থক্য সর্বকালে সব জায়গায় পরিলক্ষিত হয়। কর্ম-ভব ভিন্ন ইহার অন্য কারণ বিদ্যমান নেই। উৎপন্ন সত্ত্বগণের জীবন-প্রবাহে কর্ম-ভব ভিন্ন অন্য হেতু বিদ্যমান নেই।

কর্ম ভবই তার প্রকৃষ্ট কারণ। যেরূপ বীজ বপন করা হয়, সেরূপ ফলই ফলিত হয়।

জাতির কারণে জরা মরণাদি

জাতি বা জন্ম হলেই জরা-মরণ, শোক, বিলাপ, শারীরিক দুঃখ, মানসিক দুঃখ, নৈরাশ্য ভোগ করতে হয়। জন্ম না হলে এই সব দুঃখ-পীড়া কিছু থাকবে না।

নিম্নের ছক অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মের সম্বন্ধ প্রদর্শন করছে।—

অতীত জন্ম	১। অবিদ্যা, (তৃষ্ণা, উপাদান, (ভব এতদ্‌সঙ্গে গৃহীত) ২। সংস্কার	অতীতের এই পঞ্চ হেতু বা কর্ম ভব হতে
	১ম সন্ধি	
বর্ত্তমান জন্ম	৩। বিজ্ঞান। ৪। নামরূপ। ৫। ষড়ায়তন। ৬। স্পর্শ। ৭। বেদনা।	বর্তমানের পঞ্চ ফল বা উৎপত্তি-ভব।
	২য় সন্ধি	
	৮। তৃষ্ণা। ৯। উপাদান। ১০। ভব। (অবিদ্যা ও সংস্কার এতদ্‌সঙ্গে গৃহীত)	বর্তমানের এই পঞ্চ হেতু বা কর্ম-ভব হতে
	৩য় সন্ধি	
ভবিষ্যৎ জন্ম	১১। জাতি বা জন্ম—অর্থাৎ ৩-৭ ১২। জরা—মরণাদি।	ভবিষ্যতের পঞ্চ ফল বা উৎপত্তি ভব

ত্রি-বৃত্ত

প্রতীত্য সমুৎপাদনীতির দ্বাদশ অঙ্গে ত্রি-বিধ বৃত্ত। যথা : কর্ম-বৃত্ত, ক্লেশ বৃত্ত, ও বিপাক বৃত্ত। তন্মধ্যে সংস্কার ও কর্ম-ভব-কর্ম-বৃত্ত। অবিদ্যা তৃষ্ণা উপাদান ক্লেশ-বৃত্ত এবং বিজ্ঞান, নামরূপ ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা-বিপাকবৃত্ত বা উৎপত্তি ভব। এই ত্রিবিধ বৃত্তসমন্বিত ভব-চক্র বা জীবন-চক্র ততদিন অবিরাম ভাবে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত বিবর্ত্তিত থাকবে, যতদিন ক্লেশ-বৃত্ত উচ্ছিন্ন না হবে।

পঞ্চ হেতু পঞ্চ ফল

পাঁচ প্রকার হেতু ও পাঁচ প্রকার ফলাকারে দ্বাদশ নিদান প্রদর্শিত হয়েছে। অবিদ্যা, সংস্কার (উহ্যভাবে) তৃষ্ণা, উপাদান, ভব-অতীতের এই পঞ্চ হেতুতে বিজ্ঞান, নামরূপ, ষ ায়তন স্পর্শ, বেদনা বর্ত্তমানের-এই পঞ্চ ফল। তৃষ্ণা, উপাদান, ভব (উহ্যভাবে) অবিদ্যা সংস্কার বর্ত্তমানের এই পঞ্চ হেতুতে-আবার বিজ্ঞান, নামরূপ ষড়াষতন, স্পর্শ বেদনা ভবিষ্যতের এই পঞ্চ ফল উৎপন্ন হয়। ফলের উপর মানুষের কোন আধিপত্য নাই। ইহা জীবনের নিষ্ক্রিয় অংশ। পূর্ব পূর্ব কর্ম প্রভাবে ইহা সংঘটিত হয়েছে। এই ফলের বীজ হতে যে পুনঃ কর্মাঙ্কুর উৎপন্ন হয়েছে—তাতে মানুষের সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে। সাধনার প্রভাবে মানুষ দুঃখময় জীবনাবর্তন হতে মুক্তি লাভ ক'রে ভব-চক্র হতে পলায়ন করতে সক্ষম। সাধক যখন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা শীল সমাধি প্রজ্ঞার কঠোর সাধনায় জীবনকে উদ্দীপ্ত করেন, বিদ্যার আলেকে উদ্ভাসিত করতে সক্ষম হন, তখন অবিদ্যা তিরোহিত হয়, অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়। ———এরূপে সমগ্র দুঃখ রাশি নিরুদ্ধ হয়।

দ্বিবিধ মূল

এই ভব চক্রের মূল দ্বিবিধ। যথা ঃ—অবিদ্যা ও তৃষ্ণা। অবিদ্যা অতীতের মূল ও তৃষ্ণা বর্ত্তমানের মূল। অতীতের দিক থেকে বিচার করলে অবিদ্যা মূলে বেদনা পর্যন্ত এবং ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত করাতে এই চক্রের তৃষ্ণা মূলে জরা-মরণ পর্যন্ত উৎপন্ন করে। উভয়ই কিন্তু ভব বা জীবন চক্রের বাহিকা।

ত্রি কাল

প্রতীত্য সমুৎপাদের দ্বাদশ অঙ্গের মধ্যে অবিদ্যা ও সংস্কার অতীত কালীয়। জরা-মরণ ভবিষ্যৎ কালীয় আর মধ্যের বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব-এই অষ্ট অঙ্গ বর্ত্তমান কালীয়।

ত্রি-সন্ধি

অতীত জন্মের সংস্কারে ও বর্ত্তমান জন্মের বিজ্ঞানে প্রথম সন্ধি। ইহা হেতু-ফল সন্ধি। বর্ত্তমান জন্মের বেদনা ও বর্ত্তমান জন্মের তৃষ্ণায় দ্বিতীয় সন্ধি। ইহা ফল-হেতু সন্ধি। বর্ত্তমান ভবে ও ভবিষ্যৎ জাতি বা জন্মে তৃতীয় সন্ধি। ইহা হেতু-ফল সন্ধি।

চার গুচ্ছ বা সংক্ষেপ

অতীতের এক গুচ্ছ বা সংক্ষেপ, বর্ত্তমানের দুই সংক্ষেপ ও ভবিষ্যতের এক সংক্ষেপ। এই চার সংক্ষেপ।

সচ্চপ্পভবতো কিচ্চা বারণা উপমা হিচ,
গম্ভীর নয়ভেদা চ বিঞ্ঞাতব্বং যথারহং।

(সত্য, কৃত্য, নিবারণ, উপমা নীতির গাম্ভীর্য অনুসারে প্রতীত্য সমুৎপাদের বিচার যথাযোগ্য ভাবে অবগত হওয়া প্রয়োজন)।

সত্যানুসারে দ্বাদশ নিদানের উৎপত্তি বিচার

১। অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কারোৎপত্তি—দ্বিতীয় সত্য হতে দ্বিতীয় সত্য
২। সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তি—দ্বিতীয় সত্য হতে প্রথম সত্য
৩। বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ— প্রথম সত্য হতে প্রথম সত্য
৪। নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন— " " " " "
৫। ষড়াতনের প্রত্যয়ে স্পর্শ— " " " " "
৬। স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা— " " " " "
৭। বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা— প্রথম সত্য হতে দ্বিতীয় সত্য
৮। তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান— দ্বিতীয় সত্য হতে দ্বিতীয় সত্য
৯। উপাদানের প্রত্যয়ে ভব— দ্বিতীয় সত্য হতে প্রথম দ্বিতীয় সত্য
১০। ভবের প্রত্যয়ে জাতি— দ্বিতীয় সত্য হতে দ্বিতীয় সত্য
১১। জাতির প্রত্যয়ে জরা মরনাদি— প্রথম সত্য হতে প্রথম সত্য

প্রচ্ছদে অংকিত চিত্রানুসারে দ্বাদশ নিদানের বিচার

উদীচ্য বৌদ্ধগণ ভব চক্রের একটি চিত্র রচনা করেছেন। এই চিত্রখানি আমাদের প্রকাশক পুস্তকের প্রচ্ছদে সন্নিবেশিত করেছেন। চিত্রখানি লক্ষ্য করলে পাঠকের নিকট প্রতীত্য সমুৎপাদের দ্বাদশ নিদানের গৃহীত অর্থ সহজবোধ্য হয়ে পড়বে। এই চক্রের কেন্দ্রস্থলে একটি কপোত, একটি সর্প ও একটি শূকরের প্রতিকৃতি। কপোত-রূপী লোভ, সর্প-রূপী দ্বেষ ও শূকর-রূপী মোহ। এই লোভ-দ্বেষ-মোহ দ্বারাই সংসার চক্র বা জীবন-চক্র অবিরত ঘূর্ণায়মান। চক্রের দ্বাদশ বাহু দ্বাদশ নিদানের প্রতীক।

রত্তো ধম্মং ন জানাতি, রত্তো ধম্মং ন পস্সতি
অন্ধন্তমো তদা হোতি যং রাগো সহতে নরং।

লোভ-দ্বেষ-মোহ যখন মানব হৃদয়কে একান্তভাবে পেয়ে বসে, তখন তার আর ধর্মাধর্ম জ্ঞান থাকে না। হিতাহিত সে কিছুই দেখতে পায় না। অমানিশার ঘোর অন্ধকারের ন্যায় সে একাকার অন্ধকারই দেখে। লোভ-দ্বেষ-মোহাচ্ছন্ন মানুষের অকরণীয় নামে কিছু থাকে না। মোহ সর্ব অকুশলের মূল। লোভ দ্বেষের মূলেও এই মোহ প্রজ্ঞা ইহার প্রতিপক্ষ। অন্ধকার যেমন আলোকের অভাবাত্মক, মোহও তেমন প্রজ্ঞার অভাবাত্মক। চিত্তের অন্ধতা সৃষ্টি মোহের লক্ষণ। বিষয় বস্তুর যথার্থ স্বভাব (অনিত্য দুঃখ অনাত্ম স্বভাব) আচ্ছাদান ইহার কৃত্য। এই মোহ অভিধর্ম পিটকে চৈতসিকরূপে গৃহীত এবং সূত্র পিটকে অবিদ্যা আখ্যা প্রাপ্ত। বিভিন্ন মতবাদে সৃষ্টি-তত্ত্ব বিভিন্নাকারে প্রবর্তিত, কিন্তু তথাগত বুদ্ধ সৃষ্টি-তত্ত্বের মূল কারণ নির্দেশ করেছেন—এই অবিদ্যাকে। সম্বোধি লাভের পর তিনি অবিদ্যাকে ভব চক্রের আদি রূপে প্রতীত্য-সমুৎপাদ নীতির মধ্যে সুশৃঙ্খলিত করেছেন। এই অবিদ্যাদি প্রত্যেক অঙ্গের দ্বিবিধ কৃত্য প্রচ্ছদে অঙ্কিত প্রকৃতির নিদর্শন সূচক উপমা প্রদর্শিত হল,—

১। অবিদ্যা প্রাণীগণকে বিষয় বস্তুতে মোহিত ক'রে রাখে (১) এবং সংস্কার সৃষ্টি করে (২)। অবিদ্যা শীর্ষক বাহুতে এক অন্ধ বৃদ্ধা একটি দীপ্ত প্রদীপের সামনে ব'সে আছে। প্রজ্ঞা চিরন্তন সত্য চির বিদ্যমান ধর্ম ধাতু বা নির্বান ধাতুর চিরসমোজ্জল আলোওক অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাণীগণের নিদর্শন এই প্রতিকৃতি।

২। সংস্কার জীবন-চক্রে ঘু'রে ঘু'রে কুশলাকুশলাদি বিভিন্ন কর্ম অবিরাম ভাবে সম্পাদন করছে [১] এবং বিজ্ঞান উৎপন্ন করছে [২] সংস্কার শীর্ষক বাহুতে এক কুম্ভকার তার কুম্ভকার-চক্রের

ন্যায় জীবনের কর্ম-চক্র কায়-মনো-বাক্যে অবিরত ঘুরছে।

৩। বিজ্ঞান তার বিষয় বা্যকে বিশেষভাবে জানে (১) এবং নাম-রূপ বা ব্যক্তি বিশেষের উদ্ভবের কারণ হয় [২]। বিজ্ঞান অতিশয় স্পন্দনশীল, চপল, দুরক্ষ্য, দুর্নিবার্য। বানরের বৃক্ষ হতে বৃক্ষান্তরে ফল অন্বেষণার ন্যায় বিজ্ঞান রূপে, শব্দে, গন্ধে, রসে সর্বদা ধাবিত হয়। বিজ্ঞান শীর্ষক বাহুতে এক বানর অস্থির ভাবে লম্প ঝম্প দিতেছে।

৪। নামরূপ পরস্পর পরস্পরকে পরিপোষন করে। একে অন্যের সহযোগী, সহগামী [১] নাম-রূপের ভিত্তিতে চক্ষ্যাদি ষড়ায়তন প্রকট হয় (২)। নাম রূপ শীর্ষক বাহুতে একখানি নৌকার আশ্রয়ে একজন আরোহী সংসার সমুদ্রে পাড়ি দিতেছে।

৫। চক্ষ্যাদি ষড়ায়তন রূপাদি ছয় অবলম্বনে বা স্ব স্ব বিষয় বস্তুতে অবিরত প্রবর্ত্তিত হয় (১) এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে স্পর্শ উৎপত্তির প্রত্যয় হয় (২)। এই দেহ-মন ছয় দ্বার-বিশিষ্ট ব'লে ষড়ায়তন বাহুতে ছয় দ্বার-বিশিষ্ট একখানি কুড়ের ঘরের প্রতিকৃতি।

৬। স্পর্শ নিজ নিজ বিষয়ের সহিত সম্মিলিত হয়ে 'বস্তু-বোধ' জন্মায় (১) এবং সুখ দুঃখানুভূতি বেদনার সৃষ্টি করে (২)। স্পর্শ শীর্ষক বাহুতে এক যুবক ও এক যুবতি একত্রে ব'সে ব'সে সংসার সমুদ্রের রস আস্বাদনের কল্পনা করছে।

৭। বেদনা বিষয় বস্তুর রস অনুভব করে (১) এবং সেই বস্তু লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণা জন্মায় (২)। অনুভূতির উদাহরণ স্বরূপ শীর্ষক বাহুতে একখানি তীব্র তীর মানুষের চক্ষুতে প্রবিষ্ট হতেছে।

৮। তৃষ্ণা প্রাণীগণকে রঞ্জিত বিষয়ে পূনঃপূনঃ তৃষিত করে (১) এবং উপাদান বা দুঃত্যাজ্য আসক্তি উৎপত্তির কারণ হয় (২)। তৃষ্ণা শীর্ষক বাহুতে একজন মদ্য-পায়ী লোক মদের বোতল সামনে রেখে মদ পানে নিরত।

৯। উপাদান বা আসক্তি তৃষ্ণার বিষয় বস্তুকে দৃঢ়ভাবে ধারন করে ও রক্ষা করে (১) এবং ইহাতে ভবের (কর্মভব-উৎপত্তি ভব) উদ্ভব হয় (২)। উপাদান শীর্ষক বাহুতে এক বৃদ্ধ শক্ত হাতে ধৃত যষ্টির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

১০। ভব-কর্মভব ও উৎপত্তিভব প্রাণীগণকে নানা গতিতে নিক্ষেপ করে (১) এবং জাতি বা জন্ম পরিগ্রহ করে (২)। ভব শীর্ষক বাহুতে নব-দম্পতী পরস্পর আলিঙ্গণাবদ্ধ।

১১। জাতি বা জন্ম প্রাথমিক স্কন্ধ উৎপন্ন করে (১) এবং জরা-ব্যাধি মৃত্যুর অধীন করে (২)। জাতি শীর্ষক বাহুতে সদ্য-প্রসুত শিশু সামনে ক'রে জননী ব'সে আছেন।

১২। জরা-মরণ পঞ্চ স্কন্ধের পূর্ণতা গঠন করে। ভঙ্গের উপর অধিষ্ঠিত থাকে (১) এবং শোক বিলাপাদি ক্ষেত্রে রচনা ও নবীন ভবের কারণ হয়। জরা-মরণ শীর্ষক বাহুতে এক মৃত দেহ বাঁশের দোলায় ক'রে বহন করা হচ্ছে আর কেহ কেহ কেঁদে নানা ভাবে শোক তাপ প্রকাশ করছে।

মিথ্যা দৃষ্টি নিবারনানুসারে বিচার

অবিদ্যার কারণে সংস্কার (ঈশ্বরাদি) কারক-দৃষ্টি বারণ করে।

সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান আত্মার সংক্রমন দৃষ্টি বারণ করে।

বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ—আত্মা কল্পিত বস্তুর বিনাশ প্রদর্শন দ্বারা ঘন সংজ্ঞা নিবারণ করে। ঘন সংজ্ঞা বলতে পঞ্চ-স্কন্ধের অজরতা, অমরতা,

অক্ষয়তা সম্বন্ধে ধারণা।

নামরূপের কারণে ষড়ায়তন— আত্মায় দেখে, শুনে, স্পর্শ করে, অনুভব করে, জানে, তৃষ্ণা করে, দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে, কর্ম সম্পাদন করে, পুনর্জন্ম গ্রহন করে, জীর্ণ হয়, মরে—

এরূপে প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতিকে মিথ্যা দৃষ্টি নিবারক রূপে বুঝতে হবে।

উপমানুসারে বিচার

১। বিষয় বস্তুর স্ব স্ব লক্ষন ও সাধারণ লক্ষণ, জগতের সত্য স্বরূপ দর্শনে অক্ষম।	—	১। দৃষ্টি শক্তিহীন অন্ধ।
২। অবিদ্যার কারণে সংস্কার	—	২। অন্ধের পদ-স্খলন।
৩। সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান।	—	৩। পদ-স্খলিত অন্ধের পতন।
৪। বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ	—	৪। পতিতের গণ্ডোৎপত্তি।
৫। নামরূপের কারণে ষড়ায়তন	—	৫। ভেদনোন্মুখ গণ্ডের পূষ পূর্ণতা।
৬। ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ	—	৬। সঞ্চিত পূযে স্ফোটকের সংঘর্ষণ।
৭। স্পর্শের কারণে বেদনা	—	৭। সংঘর্ষন দুঃখ
৮। বেদনার কারণে তৃষ্ণা	—	৮। দুঃখের প্রতিকারাভিলাষ
৯। তৃষ্ণার কারণে উপাদান	—	৯। প্রতিকারাভিলাষীর অহিতকর ঔষধ গ্রহণ।
১০। উপাদানের কারণে ভব	—	১০। গৃহীত অহিতকর ঔষধ প্রয়োগ।
১১। ভবের কারণে জাতি	—	১১। অহিতকর ঔষধ প্রয়োগে স্ফোটকের বিকার প্রাপ্তি।
১২। জাতি বা জন্মের কারণে জরা-মরণ।	—	১২। স্ফোটকের বিকারাবস্থা বা ক্ষত নালীতে জীবনান্ত।

তথাগত বুদ্ধ প্রতীত্য সমুৎপাদনীতির গাম্ভীর্য সম্পর্কে দীর্ঘ নিকায় গ্রন্থে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,—

গম্ভীরো চা'য়ং আনন্দ, পটিচ্চ সমুপ্পাদো, গম্ভীরা' বভাসো চ, এতসস্ চা' নন্দ ধম্মস্স অঞ্ঞানা অননুবোধা এবম'যং পজা তন্তাকুলক জাতা, গুলা গুণ্ঠিক-জাতা, মুঞ্জপব্বজভূতা অপায়ং দুগ্গতিং বিনিপাতং সংসারং নাতিবত্ততীতি।" দীর্ঘনিকায়।

গম্ভীর হে আনন্দ! প্রতীত্য সমুৎপাদ, গম্ভীর ইহার দীপ্তি। আনন্দ! এই ধর্ম না জে'নে, না বু'ঝে প্রাণীগণ বিজড়িত তন্তুর ন্যায়, জটীভূত সূত্র পিণ্ডের ন্যায়, মুঞ্জ-তৃণগ্রন্থির ন্যায় হয়ে আছে এবং অপায়, দুর্গতি, অধঃপতন ও সংসার অতিক্রম করতে পারছে না।

গাম্ভীর্যানুসারে বিচার

[এই গাম্ভীর্য চার প্রকার,—অর্থ-গাম্ভীর্য, ধর্ম-গাম্ভীর্য, দেশনা-গাম্ভীর্য ও প্রতিভান-গাম্ভীর্য।]

অর্থ-গাম্ভীর্য—"**হেতু-ফল ঞাণং অথ পটি সম্ভিদা**" কারণ ও কার্য বা হেতু-ফল সম্পর্কিত জ্ঞান লাভই অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কারোৎপত্তি। সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞানোপত্তি কিংবা জন্ম প্রত্যয়ে জরামরণ সাধিত হয়। স্বভাবতঃ ইহা বড় দুর্বোধ্য। সুতরাং ইহার অর্থ গম্ভীর।

ধর্ম-গাম্ভীর্য—"**হেতুমহি ঞাণং ধম্ম পটিসম্ভিদা**" হেতু সম্পর্কিত জ্ঞান লাভই এক্ষেত্রে ধর্মনামে উল্লিখিত। যে সকল প্রত্যয়ের সমবায়ে এবং যে সব নিয়ম প্রণালীতে অবিদ্যা হতে সংস্কারোৎপত্তি ঘটে, সে সবের কারণ বুঝা বড় শক্ত। এরূপ দুর্বোধ্যতার জন্য ইহা গম্ভীর।

দেশনা-গাম্ভীর্য—যেহেতু এই নীতি বিভিন্ন কারণ দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন প্রত্যয় যোগে প্রবর্তিত হওয়ার যোগ্য, বহু প্রকারে ইহা দেশিত। এই দেশনা দুর্বোধ্য ও সুকঠিন। সর্বজ্ঞতা-জ্ঞান ব্যতীত

অন্য জ্ঞান এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পায় না। এই নীতি কোন সূত্রে অনুলোম, কোথাও প্রতিলোম, কোথাও অনুলোম-প্রতিলোম, কোথাও ত্রি-সন্ধি, চার সংক্ষেপ, কোন সূত্রে দ্বি-সন্ধি, তিন সংক্ষেপ, কোথাও এক সন্ধি দুই সংক্ষেপ ব'লে উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে। তদ্ধেতু ভব-চক্রের দেশনা গম্ভীর।

প্রতিভান গাম্ভীর্য—অবিদ্যাদির প্রকৃত স্বভাব সম্যক লক্ষণ দ্বারা উপলব্ধি করা সাধারণ বুদ্ধিতে হয় না। তদ্ধেতু এই ভব-চক্র অতীব গম্ভীর। যেহেতু অবিদ্যা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, সম্যক দৃষ্টি লাভ না হলে সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ দুঃসাধ্য; তদ্ধেতু ইহা অতীব গম্ভীর। সংস্কারের স্বভাব প্রত্যয় সমবায়ে কর্ম সম্পাদন করা ও ফলোৎপাদনে সহায়তা করা—তা উপলব্ধি সুকঠিন ব'লে গম্ভীর। প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতির প্রকৃতি সম্যক উপলব্ধি ব্যতীত নির্বাণ সাক্ষাৎ অসম্ভব। সাধনা-লব্ধ জ্ঞানেই তা সম্ভব: তাই ইহা গভীর।

নীতি অনুযায়ী প্রতীত্য সমুৎপাদের বিচার

নীতি চার প্রকার, একত্ব নীতি, নানাত্ব নীতি, অব্যাপার নীতি ও মিতা নীতি।

একত্ব-নীতি—অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কারের উৎপত্তি, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানের উৎপত্তি। যেমন বীজ ও বৃক্ষ। পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই। ইহারা অভিন্ন ও এক। এজন্য ইহা একত্ব- নীতি।

নানাত্ব নীতি—অবিদ্যা হেতু আর সংস্কার ফল। ইহারা সম্বন্ধীভূত হলেও হেতু ও ফল বিভিন্ন। হেতু—ফল নহে, ফল—হেতু নহে। হেতুর লক্ষণ এক, ফলের লক্ষণ অন্য, এজন্য ইহা নানাত্ব নীতি।

অব্যাপার নীতি-অবিদ্যা সংস্কার উৎপাদন করবেই, তাতে কারো জন্য কিছুর অপেক্ষা নেই। কারো কোন ব্যাপার (কৃত্য) নেই। ইহা

স্বতোৎপন্ন। এ জন্য ইহা অব্যাপার নীতি।

ধর্মিতানীতি—অবিদ্যা সংস্কার উৎপাদন করে, অন্য কিছু নহে। যেমন, দুগ্ধই দধি উৎপন্ন করে। কারণানুরূপ কার্য। ইহা ধর্মিতানীতি। এ সব নীতি-জ্ঞানে শাশ্বত, উচ্ছেদ, সহেতুক ও অহেতুক দৃষ্টি দূরীভূত হয়।

ভব-চক্রের আদি-অনাদি বিচার

তিণ্ণন্নং বট্টা নং অবিজ্জা পধানা—ভব-চক্র দেশনা করার কালে যে কোন একটি নিদানকে প্রথম উল্লেখ না ক'রে দেশনা করা সম্ভবপর নহে। কাজেই প্রধান প্রত্যয় ব'লে অবিদ্যাকেই প্রথম উল্লেখ-যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। বস্তুতঃ অবিদ্যা আদি প্রত্যয় নহে। এই ভব-চক্র অনাদি ব'লে অবিদ্যাও অনাদি। তবে প্রজ্ঞা-শাসিত ভক্তি ও বীর্য-সমন্বিত সাধনা-প্রভাবে আদি বিরহিত ভবচক্র বা জীবন-চক্রের অন্তঃ-সাধন সম্ভব। তাই ইহাকে অনন্ত বলা যায় না। অন্তঃসাধনের উপায় আত্ম-দর্শন, আত্ম-বিশুদ্ধি, প্রজ্ঞা।

পরিশেষে আচার্য বুদ্ধ ঘোষের ভাষায় :—

ইতি মে ভাসমানস্স অভিধম্ম-কথং ইমং,
অবিক্খিত্তা নিসামেথ, দুল্লভা হি অয়ং কথা' তি।

অভিধর্ম বা দর্শন সম্পর্কিত আমার কথা এখানে সমাপ্ত করলাম। পণ্ডিতগণ অবিক্ষিপ্ত চিত্তে তার প্রতি মনোনিবেশ করবেন ; যেহেতু এই ভাষণ জগতে বড় দুর্লভ।

প্রাপ্তিস্থান

১। **গ্রন্থাগার ঃ**

বরইগাঁও পালি পরিবেণ

পোঃ ভোরাজগৎপুর

জিলা—কুমিল্লা,

বাংলাদেশ ।

২। **ডায়মণ্ড কেমিকেল ওয়ার্কস**

৪২ নং মমিন রোড.

চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ।

প্রথম প্রকাশ—মাঘী পূর্ণিমা, ১৯৬০ ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ— „ „ ১৯৮১ ইং

প্রকাশক ঃ

শ্রীপরিতোষ বড়ুয়া

সাং পাহাড়তলী,

পোঃ মহামুনি,

জিলা—চট্টগ্রাম ।

মুদ্রণ— **শান্তি প্রেস,**

টেরি বাজার,

কাটা পাহাড়, চট্টগ্রাম ।

মুদ্রণ—অবশিষ্টাংশ

মোঃ আবদুল হালিম সরকার

কর্ণফুলী প্রেস, কুমিল্লা ।

প্রচ্ছদ অঙ্কণ—**ছালেহ্ আহম্মদ**

হাজারী লেন, চট্টগ্রাম ।

মূল্য—১০ / দশ টাকা ।

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রথম সংস্করণের স্বীকৃতির			
ক	৫	ব্যাখ্যাণ	ব্যাখ্যান
দ্বিতীয় সংস্করণের স্বীকৃতির			
গ	৫	সংকীর্ণ	সংক্ষিপ্ত
ঘ	৩	বেদ্ধা	বদ্ধো
,,	,,	গন্থাগার	গ্রন্থাগার
,,	৪	,,	,,
ভূমিকার			
✓	২৩	ফল্যানং	কল্যাণং
1•	৮	উপখাতক	উপঘাতক
1/	২০	যোগং-সূত্র	যোগসূত্র
1✓	১	কাম্মেন	কম্মেন
,,	,,	,,	,,
,,	১৩	ত্রানি	ব্রুমি
1✓	৫	তৃঞ্চা	তৃষ্ণা
,,	১১	সখ্ব	সব্ব
,,	১৮	আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা
,,	২	,,	,,
সূচনার			
১	১	সম্বুদ্ধস্সস	সম্বুদ্ধস্স
২	৩	যোগিগত	যোনিগত
২	১৭	কম্মানি	কর্মানি
,,	,,	কারনানি	কারণানি

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	১৫	শ্রেষ্ঠ	শ্রেষ্ঠত্ব
,,	২৪	ভ্রসিত	ভ্রমিত
বিশ্ব বৈষম্যের কারণ			
১০	১৪	স্থুল	স্থূল
,,	১৬	কিম্বা	কিংবা
১১	৪	চক্ষাদি	চক্ষ্‌বাদি
,,	৬	,,	,,
১১	১৩	পূর্বোক্ত	পূর্বোক্ত
কর্ম ও ফল			
১২	৩	তিন্নং	তিন্নং
,,	৪	তন্থা	তথ্‌হা
,,	৭	চক্ষেন্দ্রিয়	চক্ষে্‌বন্দ্রিয়
১৪	৮	কন্থং	কন্‌হং
১৫	৪	সেই	যেই
,,	৫	নিন্ধারক	নির্দ্ধারক
,,	১৮	ভহন্তং	ডহন্তং
১৭	১৬	কন্থ	কণ্‌হ
২০	১	ব্যাভিচারী	ব্যভিচারী
২১	১৪	ভাল	ভাগ
,,	১৫	ফর্নী	কর্ণী
২২	১৩	জন্মোজিত	জন্মার্জিত
,,	১৭	দিল	ছিল
কর্ম বিভাগ ও বিপাক			
২৪	২১	কর্ম-লব্ধ	কর্মলব্ধ
২৬	১৭	হলে	হয়ে

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭	৪	অপুন্য	অপুণ্য
২৮	১৬	সেই	যেই
২৯	১২	উদমা	উষ্মা
৩২	৭	আসনে	আসলে
,,	১৫	প্রত্যাথান	প্রত্যুত্থান
,,	১৯	প্রশংসাই	প্রশংসার্হ
,,	২২	আসনে	আসলে
৩৩	১৫	আয়ত্ব	আয়ত্ত
৩৫	৮	তীক্ষুধী	তীক্ষ্ণধী
,,	২২	সঙ্ঘ ভেদ	সঙ্ঘ ভেদ
৩৬	৩	গুরুৎ কর্ম	গুরু-কর্ম
৩৮	২০	পুনপ্‌পনং	পুনপ্‌পুনং
৪০	৯	থাকে না	থাকে
৪১	১০	অইদ	অর্হৎ
৪৩	২২	উরে	উড়ে
৪৪	২৩	পাপীনী	পাপিনী
৪৫	১২	বেরিয়ে	বেড়িয়ে
৪০	৭	কালাধী	কালাধীন

দৈব ও পুরুষকার

৫১	৫	পড়ে	পেড়ে
,,	৭	বীর ভোগ্য	বীর ভোগ্যা
৫৬	৭	ভ্রষ্টতায়	আপন ভ্রষ্টতায়
৫৭	১৯	উন্মীনল	উন্মীলন
,,	২২	নিশ্চয়	নিচয়

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৮	৫	করণেই	করলেই
,,	১৫	সম্বোধ্যঙ্গে	সম্বোধ্যঙ্গ
৫৯	১৪	বৈপুণ্য	বৈপুল্য
৬০	১৭	স ঙ্কনং	সঙ্কারং
৬১	১	আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা
কর্মের সূক্ষ্ম বিচার			
৬২	১৫	বিপাকস্থি	বিপাকম্হি
৬৭	২	বিপল্লাস	বিপল্লাস
৬৯	২১	সন্ধা	শ্রদ্ধা
৭০	৫	কর্ম্ম বাসনা	কর্ম-বাসনা
,,	৬	বদ্ধোতি	বাদ্ধোতি
৭১	১৮	বিমিত্র	বিমিশ্র
৭২	১	বলবত্তুতা	বলবত্তা
,,	৭	তহ্বাদিবসেন	তণ্‌হাদিবসেন
ক্রর্ম-বিমুক্তি			
৭৩	১৯	চক্ষাদি	চক্ষ্‌বাদি
৭৪	২১	বৈপুণ্য	বৈপুল্য
,,	২১	পরাক্রমতাই	পরাক্রমই
৭৬	৭	করণে	করলে
৭৬	১০	কম্ব	কম্বহ
,,	১৮	তিম্নং	তিণ্ণং
,,	,,	তম্বা	তণ্‌হা
৭৭	১০	ভোগাকাঙ্খ	ভোগাকাঙ্ক্ষা
৭৯	১২	আলোভ	অলোভ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮০	৯	বিশুদ্ধিয়া	বিসুদ্ধিয়া
৮১	৬	সত্যিং	সতিং
”	”	থবাহং	থ্‌বাহং
৮২	৫	আমহাক্	অম্‌হাকং
”	২২	বেদনা প্রদর্শন	বেদনানুদর্শন
৮৪	১৮	দ্বীপ্তি	দীপ্তি
৮৮	১১	দ্বীপ	দীপ

প্রতীত্য সমুৎ পাদ বা কার্য-কারণ নীতি

৯৩	২৪	দ্বপ	স্তপ
৯৬	২	উর্ব'র	উর্বর
১০৩	২০	আলোওক	আলোকও
১০৫	১২	ব্যাধি	ব্যাধি

—ঃ সমাপ্তি ঃ—

বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজে বর্তমানে যে কয়েকজন ব্যক্তিত্ব স্বকীয় মহিমায় বিরাজমান তাঁদের অন্যতম মাননীয় **জ্যোতিঃপাল মহাথের**।

১৯১৪ সালে কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার অন্তর্গত বরইগাঁও এর কেমতলী গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺চন্দ্রমনি সিংহ ও মাতার নাম দ্রৌপদীবালা সিংহ। তিনি ১২ বছর বয়সে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ২৪ বছর বয়সে উপসম্পদা নেন।

মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর শিক্ষার্থী জীবনের অধিকাংশ চট্টগ্রামে অতিবাহিত হয়। মহামুনি পাহাড়তলীতে পণ্ডিত ধর্মধার মহাস্থবিরের তত্বাবধানে তিনি পালি ও ধর্মশাস্ত্র ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন–অনুশীলনের সুযোগ পান। কলকাতার ধর্মাংকুর বিহারেও তাঁর শিক্ষাজীবন পরিচালিত হয়।

মাননীয় জ্যোতিঃপাল বরইগাঁও বৌদ্ধবিহারে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। এই বিহারকে কেন্দ্র করে তিনি গড়ে তোলেন একটি পালি পরিবেণ, একটি অনাথাশ্রম, ছাত্রাবাস, বয়নকেন্দ্র, সমাজ-কল্যাণ কেন্দ্র, লাইব্রেরী ও একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। এসব জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি সর্বস্তরের জনগণের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ও বরেণ্য। তিনি জাতীয় একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রায় ২৮ বছর যাবৎ শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন।

মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মীতার খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তাঁর রচিত ও অনুদিত বহুগ্রন্থ এবং রচনাবলী সকল মহলে সমাদৃত। সেই গ্রন্থাবলীর মধ্যে "পুগ্‌গল-পঞ্ঞত্তি ব্রহ্মবিহার, বোধিচর্যাবতার, বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভাতৃত্বসংঘ সম্মেলন ও মালেশিয়া ভ্রমণ, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে, ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান-পতন" উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান গ্রন্থ বৌদ্ধদের সামাজিক জীবনের বহুবিধ সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশক হবে যদি বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম ও সঠিক প্রয়োগ করা যায়।

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of
Limitless Light!

~The Vows of Samantabhadra~

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

~The Vows of Samantabhadra
Avatamsaka Sutra~

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA
南無阿彌陀佛

【孟加拉文：業力、六道輪迴】

財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
3,500 copies; April 2014
BA018-12194